টীকা-১১. প্রাণী

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٦﴾

৬. এবং ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী কেউ (১১) এমন নেই, যার জীবিকা আল্লাহ্‌র করুণার দায়িত্বে নয় (১২); এবং তিনি জানেন যে, সে কোথায় অবস্থান করবে (১৩) এবং (তাকে) কোথায় সোপর্দ করা হবে (১৪); সবকিছু একটা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনাকারী কিতাব (১৫)-এর মধ্যে রয়েছে।

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّكَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَلَئِنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ مِنْۢ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧﴾

৭. এবং তিনিই হন, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর আরশ পানির উপর ছিলো (১৬) এ জন্য যে, তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন (১৭) তোমাদের মধ্যে কার কর্ম ভাল; এবং যদি আপনি বলেন, 'নিঃসন্দেহে তোমরা মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হবে;' তবে কাফিরগণ অবশ্যই বলবে যে, এটা (১৮) তো নয়, কিন্তু সুস্পষ্ট যাদু (১৯)।

وَلَئِنْ اَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِلٰۤى اُمَّةٍ مَّعْدُوْدَةٍ لَّيَقُوْلُنَّ مَا يَحْبِسُهٗ ؕ اَلَا يَوْمَ يَاْتِيْهِمْ لَيْسَ مَصْرُوْفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٨﴾ ع

৮. এবং যদি আমি তাদের থেকে শাস্তিকে (২০) কিছু নির্দিষ্ট কালের জন্য পিছিয়ে দিই তবে তারা অবশ্যই বলবে, 'কোন্ বস্তু নিবারণ করেছে (২১)?' শুনে নাও! যেদিন তাদের নিকট আসবে সেদিন (তা) তাদের নিকট থেকে ফিরিয়ে দেয়া যাবেনা এবং তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে ঐ শাস্তি, যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো।

রুকূ' - দুই

وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنٰهَا مِنْهُ ۚ اِنَّهٗ لَيَـُٔوْسٌ كَفُوْرٌ ﴿٩﴾

৯. এবং যদি আমি মানুষকে আমার কোন রহমতের আস্বাদ দিই (২২), অতঃপর তার নিকট থেকে তা ছিনিয়ে নিই; অবশ্যই সে বড় হতাশ ও অকৃতজ্ঞ (২৩)।

وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيِّاٰتُ عَنِّىْ ؕ اِنَّهٗ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ ﴿١٠﴾

১০. এবং যদি আমি তাকে নি'মাতের আস্বাদ প্রদান করি ঐ মুসীবতের পর, যা তাকে স্পর্শ করেছে, তবে সে অবশ্যই বলবে, 'বিপদসমূহ আমার কাছ থেকে কেটে গেছে;' নিশ্চয়ই সে উৎফুল্ল, অহংকারী (২৪)।

اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿١١﴾

১১. কিন্তু যারা ধৈর্যধারণ করেছে এবং সৎকর্ম করেছে (২৫), তাদের জন্য ক্ষমা ও মহা প্রতিদান রয়েছে।

টীকা-১২. অর্থাৎ তিনি আপন অনুগ্রহে প্রত্যেক প্রাণীর জীবিকার যিম্মাদার।

টীকা-১৩. অর্থাৎ তিনি তার অবস্থানের জায়গা সম্পর্কে অবগত রয়েছেন।

টীকা-১৪. 'সোপর্দ হওয়ার স্থান' দ্বারা হয়ত 'দাফন হওয়ার স্থান' বুঝায়, অথবা আবাসস্থল, কিংবা মৃত্যু অথবা কবর বুঝায়।

টীকা-১৫. অর্থাৎ 'লওহ্-ই-মাহফূয্'।

টীকা-১৬. অর্থাৎ আরশের নীচে পানি ব্যতীত অন্য কোন সৃষ্টি ছিলোনা। তা থেকে একথাও জানা গেলো যে, আরশ ও পানিকে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টির পূর্বেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

টীকা-১৭. অর্থাৎ আসমান ও যমীন এবং এর মধ্যবর্তী সমস্ত সৃষ্টিকে পয়দা করেছেন, যার মধ্যে তোমাদের উপকারাদি ও মঙ্গলসমূহ রয়েছে, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করেন এবং একথা প্রকাশ পেলো– কে কৃতজ্ঞ, খোদাভীরু ও অনুগত হয় এবং

টীকা-১৮. অর্থাৎ ক্বোরআন শরীফ, যার মধ্যে মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হওয়ার বর্ণনা রয়েছে। এটা

টীকা-১৯. অর্থাৎ মিথ্যা ও ধোকা।

টীকা-২০. যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন,

টীকা-২১. সেই শাস্তি কেন অবতীর্ণ হচ্ছেনা? বিলম্ব কিসের? কাফিরদের এ ত্বরান্বিত করা অস্বীকার ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের উদ্দেশ্যেই।

টীকা-২২. সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার অথবা প্রচুর জীবিকা ও সম্পদের,

টীকা-২৩. অর্থাৎ পুনরায় ঐ নি'মাতপ্রাপ্তি থেকে হতাশ হয়ে যায়, আর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থেকে নিজ আকাঙ্খা পরিহার করে নেয়। ধৈর্য ও (আল্লাহ্‌র ইচ্ছা বা) সন্তুষ্টির উপর অটল থাকেনা। আর গত হওয়া নি'মাতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

টীকা-২৪. কৃতজ্ঞ হবার পরিবর্তে ও নি'মাতের হক আদায় করার পরিবর্তে।

টীকা-২৫. বিপদে ধৈর্যশীল ও নি'মাত লাভ করে কৃতজ্ঞ রয়েছে,

টীকা-২৬. ইমাম তিরমিযী বলেছেন যে, এখানে প্রশ্নবোধক বাক্যটা 'না বোধক' অর্থপ্রকাশ করেছে। অর্থাৎ 'আপনার প্রতি যেই ওহী আসে সবই আপনি পৌঁছিয়ে দিন এবং মনকে সংকুচিত করবেন না।' এটা হচ্ছে- রিসালতের বাণী পৌঁছানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করা। অথচ, আল্লাহ্ তা'আলা জানেন যে, তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম রিসালতের দায়িত্ব পালনে কোন ত্রুটি করেন না, আর তিনি তাঁকে তা থেকে নিষ্পাপ করেছেন। এ গুরুত্বারোপের মধ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মনের শান্তনা রয়েছে। পক্ষান্তরে, কাফিরদের হতাশাও রয়েছে যে, তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা ধর্মপ্রচারের কাজে কোনরূপ ক্ষতি সাধন করতে পারেনা।

শানে নুযূলঃ আবদুল্লাহ্ ইবনে উমাইয়া মাখ্যূমী রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলো, "যদি আপনি সত্য রসূল হন এবং আপনার খোদাও সর্বশক্তিমান হন, তবে আপনার প্রতি তিনি ধন-ভাণ্ডার কেন অবতীর্ণ করেন নি? কিংবা আপনার সাথে কোন ফিরিশ্তা কেন প্রেরণ করেন নি, যে আপনার রিসালতের পক্ষে সাক্ষ্য দিতো?" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-২৭. আপনার ভয় কিসের যদি কাফিররা মান্য না করে কিংবা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে?

টীকা-২৮. অর্থাৎ মক্কার কাফিররা ক্বোরআন শরীফ সম্পর্কে

টীকা-২৯. কেননা, মানুষ যদি এমন বাণী রচনা করতে পারতো, তবে তার অনুরূপ রচনা করাও তোমাদের ক্ষমতার অতীত হবেনা। তোমরাও তো আরবী ভাষাভাষী, ভাষা-অলংকার শাস্ত্রবিদ হও। কাজেই, চেষ্টা করো!

টীকা-৩০. তোমাদের সাহায্যের জন্য

টীকা-৩১. তোমাদের এ দাবীতে যে, 'এ বাণী (ক্বোরআন) মানুষের রচিত।'

টীকা-৩২. এবং এতে বিশ্বাস করবে যে, এটা আল্লাহ্রই পক্ষ থেকে? অর্থাৎ ক্বোরআনের সাথে মুকাবিলায় নিজকে অক্ষমদেখে নেয়ার (اعجـــاز) পর ঈমান ও ইস্লামের উপর অটল থাকো।

টীকা-৩৩. এবং নিজের অসাহসিকতার কারণে পরকালের প্রতি দৃষ্টি রাখেনা,

টীকা-৩৪. এবং যেসব কর্ম তারা পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত করেছিলো সেগুলোর প্রতিদান- সুস্বাস্থ্য, ধন-সম্পদ, জীবিকার প্রাচুর্য ও অধিক সন্তান ইত্যাদি দ্বারা পৃথিবীতেই পূর্ণ করে দেবো।

টীকা-৩৫. শানে নুযূলঃ দাহ্হাক বলেছেন যে, এ আয়াত শরীফ মুশরিকদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ তারা যদি আত্মীয়তা বজায় রাখে অথবা অভাবীকে দান করে কিংবা কোন দুঃখক্লিষ্টকে সাহায্য করে অথবা এ ধরণের অন্য কোন ভাল কাজ করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা রিয্ক্বের প্রাচুর্য ইত্যাদি দ্বারা তাদের সৎকর্মের প্রতিদান দুনিয়াতেই দিয়ে দেন। আর পরকালে তাদের জন্য কোন অংশ নেই। অপর এক অভিমত হচ্ছে- এ আয়াত মুনাফিকদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা পরকালের প্রতিদানে তো বিশ্বাসী ছিলোনা। আর জিহাদসমূহে গণীমতের মাল অর্জন করার জন্যই অংশ গ্রহণ করতো।

১২. তবে কি আপনার প্রতি যেই ওহী আসে তা থেকে আপনি কিছু বর্জন করবেন এবং এতে কি মন সংকুচিত হবে (২৬), এতদ্ভিত্তিতে যে, তারা বলে, 'তাঁর সাথে কোন ধন-ভাণ্ডার কেন অবতীর্ণ হয়নি? অথবা তাঁর সাথে কোন ফিরিশ্তা আসতো!' নিশ্চয় আপনি তো সতর্ককারী (২৭) আর আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী।

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌۢ بَعۡضَ مَا يُوۡحٰٓى اِلَيۡكَ وَضَآئِقٌۢ بِهٖ صَدۡرُكَ اَنۡ يَّقُوۡلُوۡا لَوۡلَاۤ اُنۡزِلَ عَلَيۡهِ كَنۡزٌ اَوۡ جَآءَ مَعَهٗ مَلَكٌ ؕ اِنَّمَاۤ اَنۡتَ نَذِيۡرٌ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ وَّكِيۡلٌ ؕ﴿۱۲﴾

১৩. তারা কি (২৮) এ কথা বলে, 'তিনি তা নিজের মন থেকে রচনা করেছেন?' আপনি বলুন, 'তোমরা এর অনুরূপ স্বরচিত দশটা সূরা নিয়ে এসো (২৯) এবং আল্লাহ্ ব্যতীত যাকে পাওয়া যায় (৩০) সবাইকে ডেকে নাও যদি তোমরা সত্যবাদী হও (৩১)।'

اَمۡ يَقُوۡلُوۡنَ افۡتَرٰٮهُ ؕ قُلۡ فَاۡتُوۡا بِعَشۡرِ سُوَرٍ مِّثۡلِهٖ مُفۡتَرَيٰتٍ وَّادۡعُوۡا مَنِ اسۡتَطَعۡتُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ اِنۡ كُنۡتُمۡ صٰدِقِيۡنَ ﴿۱۳﴾

১৪. তবে, হে মুসলমানগণ! যদি তারা তোমাদের এ আহ্বানে সাড়া দিতে না পারে, তবে বুঝে নাও যে, তা আল্লাহ্রই জ্ঞান থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং এই যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই। তবে কি এখন তোমরা মেনে নেবে (৩২)?

فَاِلَّمۡ يَسۡتَجِيۡبُوۡا لَـكُمۡ فَاعۡلَمُوۡۤا اَنَّمَاۤ اُنۡزِلَ بِعِلۡمِ اللّٰهِ وَاَنۡ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَهَلۡ اَنۡتُمۡ مُّسۡلِمُوۡنَ ﴿۱۴﴾

১৫. যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও সাজ-সজ্জা কামনা করে (৩৩), আমি তাতে তাদের (কৃতকর্মের) পূণ ফল দিয়ে দেবো (৩৪) এবং এর মধ্যে কম দেয়া হবেনা।

مَنۡ كَانَ يُرِيۡدُ الۡحَيٰوةَ الدُّنۡيَا وَزِيۡنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيۡهِمۡ اَعۡمَالَهُمۡ فِيۡهَا وَهُمۡ فِيۡهَا لَا يُبۡخَسُوۡنَ ﴿۱۵﴾

১৬. এরা হচ্ছে ঐসব লোক, যাদের জন্য পরলোকে কিছুই নেই, কিন্তু আগুনই এবং নিষ্ফল হয়েছে যা কিছু ওখানে করতো এবং বিলীন হয়েছে যা তাদের কৃতকর্ম ছিলো (৩৫)।

اُولٰٓـئِكَ الَّذِيۡنَ لَيۡسَ لَهُمۡ فِى الۡاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوۡا فِيۡهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ ﴿۱۶﴾

১৭. তবে কি (তারা ঐ ব্যক্তির সমতুল্য), যে আপন প্রতিপালকের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে (৩৬); এবং তার নিকট

اَفَمَنۡ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنۡ رَّبِّهٖ

টীকা-৩৬. সে কি তারই সমতুল্য হতে পারে, যে পার্থিব জীবন ও এর সুখ-শান্তি চায়? এমন নয়। উভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। 'সুস্পষ্ট প্রমাণ'

তারা ঐ যুক্তি ভিত্তিক প্রমাণ বুঝায় যা ইসলামের সত্যতার পক্ষে প্রমাণ বহন করে। আর ঐ ব্যক্তি দ্বারা, যে আপন প্রতিপালকের নিকট থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, ঐ ইহুদীদের কথা বুঝানো হয়েছে, যে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছে। যেমন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রাদিয়াল্লাহু আনহু)।

টীকা-৩৭. এবং তার সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এ সাক্ষী হচ্ছে ক্বোরআন মজীদ।

টীকা-৩৮. অর্থাৎ তাওরীত।

وَ يَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰۤى اِمَامًا وَّ رَحْمَةً ؕ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ ۚ فَلَا تَكُ فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۗ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٧﴾

এবং তার নিকট আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাক্ষী আসে (৩৭); এবং তার পূর্বে মূসার কিতাব (৩৮) পরিচালক ও অনুগ্রহ (হিসেবে ছিলো)? তারা সেটার উপর (৩৯) ঈমান আনে। আর যে ব্যক্তি সেটা অস্বীকার করে সমস্ত দলের মধ্যে (৪০), তবে আগুনই তার প্রতিশ্রুতি। সুতরাং, হে শ্রোতা! তুমি তাতে সন্দিগ্ধ হয়োনা। নিশ্চয়, তা সত্য, তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। কিন্তু অনেক মানুষ ঈমান রাখেনা।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ؕ اُولٰٓئِكَ يُعْرَضُوْنَ عَلٰى رَبِّهِمْ وَيَقُوْلُ الْاَشْهَادُ هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ۚ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٨﴾

১৮. এবং তার চেয়ে অধিক যালিম কে, যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে (৪১)? তাদেরকে আপন প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত করা হবে (৪২) এবং সাক্ষীগণ বলবে, 'এরাই হচ্ছে যারা আপন প্রতিপালক সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করেছিলো। ওহে! যালিমদের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত (৪৩);

الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ؕ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿١٩﴾

১৯. যারা আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয় এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করে; এবং তারাই পরলোককে অস্বীকার করে।

اُولٰٓئِكَ لَمْ يَكُوْنُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ۘ يُضٰعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ؕ مَا كَانُوْا يَسْتَطِيْعُوْنَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوْا يُبْصِرُوْنَ ﴿٢٠﴾

২০. তারা পৃথিবীতে (আল্লাহ্‌কে) ঠেকাতে পারে এমন নয় (৪৪) এবং না আল্লাহ্ থেকে পৃথক তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী আছে (৪৫)। তাদের শাস্তির উপর শাস্তি হবে (৪৬)। না তারা শুনতে পারতো এবং না দেখতো পেতো (৪৭)।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٢١﴾

২১. তারাই হচ্ছে, যারা নিজেদেরকে ক্ষতির মধ্যে ফেলেছে এবং তাদের থেকে উধাও হয়ে গেছে যেসব কথা তারা রচনা করতো।

لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২. নিশ্চয় তারাই পরকালে সর্বাধিক ক্ষতির মধ্যে (থাকবে) (৪৮)।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَخْبَتُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ ۙ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. নিশ্চয়, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে আর আপন প্রতিপালকের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে, তারা জান্নাতবাসী, তারা তাতে সর্বদা থাকবে।

টীকা-৩৯. অর্থাৎ ক্বোরআন শরীফের উপর

টীকা-৪০. যে কেউ হোক না কেন,

হাদীস শরীফঃ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "তাঁরই শপথ, যাঁর কুদরতের হাতে আমি মুহাম্মদ (মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রাণ, এ উম্মতের মধ্যে যে কেউ থাকুক, চাই সে ইহুদী হোক কিংবা খৃষ্টান, যারই নিকট আমার সংবাদ পৌঁছবে এবং সে আমার দ্বীনের উপর ঈমান আনা ব্যতিরেকেই মৃত্যুবরণ করেছে সে অবশ্যই জাহান্নামী।"

টীকা-৪১. এবং তাঁর জন্য শরীক এবং সন্তান-সন্ততি স্থির করে। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করা নিকৃষ্টতম যুলুম।

টীকা-৪২. ক্বিয়ামতের দিনে এবং তাদেরকে তাদের কর্ম সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। আর নবীগণ ও ফিরিশ্‌তাগণ তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেন।

টীকা-৪৩. বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে যে, রোজ-ক্বিয়ামতে কাফির ও মুনাফিকদেরকে সমস্ত সৃষ্টির সম্মুখে বলা হবে, "এরা হচ্ছে ঐসব লোক, যারা আপন প্রতিপালক সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করেছে, যালিমদের উপর খোদার লা'নত।" এভাবে তাদেরকে সমস্ত সৃষ্টির সামনে অপমানিত করা হবে।

টীকা-৪৪. আল্লাহ্‌কে; যদি তিনি তাদেরকে শাস্তি দিতে চান। কেননা, তারা তাঁর করায়ত্বে ও মালিকানাধীন রয়েছে; না তাঁর নিকট থেকে পলায়ন করতে পারে, না বাঁচতে পারে।

টীকা-৪৫. যে, তাদেরকে সাহায্য করবে এবং তাদেরকে তাঁর শাস্তি থেকে রক্ষা করবে।

টীকা-৪৬. কেননা, তারা মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে বাধা দিয়েছে এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়াকে অস্বীকার করেছে।

টীকা-৪৭. হযরত ক্বাতাদাহ্ বলেছেন যে, তারা সত্য শ্রবণে বধির হয়ে গেছে। সুতরাং তারা কোন কল্যাণের কথা শুনে উপকার লাভ করে না এবং না তারা কুদরতের নিদর্শনসমূহ দেখে উপকৃত হয়।

টীকা-৪৮. যেহেতু তারা জান্নাতের পরিবর্তে জাহান্নামকে বেছে নিয়েছে।

টীকা-৪৯. অর্থাৎ কাফির ও মু'মিনের।

টীকা-৫০. কাফিরের উপমা ঐ ব্যক্তির মতো, যে না দেখতে পায়, না শুনতে পায়। এ হচ্ছে অসম্পূর্ণ। আর মু'মিনের উপমা হচ্ছে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে দেখে ও শুনে। সে হচ্ছে পরিপূর্ণ। হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করে।

টীকা-৫১. কখনো নয়।

টীকা-৫২. তিনি সম্প্রদায়কে বললেন

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

২৪. উভয় দলের (৪৯) অবস্থা এমনই, যেমন একজন অন্ধ ও বধির এবং অপরজন দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তিসম্পন্ন (৫০)। উভয়ের অবস্থা কি এক সমান (৫১)? তবে কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করছো না?

রুকূ' - তিন

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٢٥﴾

২৫. এবং নিশ্চয় আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম (৫২) যে, 'আমি তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী;

أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿٢٦﴾

২৬. যেন তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করো; নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য এক বিপদসঙ্কুল দিনের শাস্তির আশংকা করি (৫৩)।'

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾

২৭. সুতরাং তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা, যারা কাফির হয়েছিলো, বললো, 'আমরা তো তোমাকে আমাদেরই মত মানুষ দেখছি (৫৪), এবং আমরা দেখছিনা যে, তোমার অনুসরণ কেউ করেছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে হীন লোকেরাই (৫৫), অগভীর দৃষ্টিতে (৫৬); এবং আমরা তোমাদের মধ্যে আমাদের উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখতে পাচ্ছিনা (৫৭), বরং আমরা তোমাদেরকে (৫৮) মিথ্যাবাদী মনে করি।'

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ﴿٢٨﴾

২৮. বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়! হাঁ বলোতো, যদি আমি আপন প্রতিপালকের নিকট থেকে (আগত) প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হই (৫৯) এবং তিনি আমাকে তাঁর নিকট থেকে অনুগ্রহ দান করে থাকেন (৬০), অতঃপর তোমরা সে বিষয়ে অন্ধ হয়ে থাকো, আমরা কি সেটাকে তোমাদের গলায় বেঁধে দেবো আর তোমরা অসন্তুষ্ট হও (৬১)? '

টীকা-৫৩. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন যে, হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম চল্লিশ বছর পর নবীরূপে প্রেরিত হন। আর ৯৫০ বছর যাবৎ আপন সম্প্রদায়কে ঈমানের দিকে দাওয়াত দিতে থাকেন এবং তিনি তুফানের পরও ৬০ বছর জীবদ্দশায় ছিলেন। সুতরাং তাঁর বয়স হয় সর্বমোট ১০৫০ বছর। এতদ্ব্যতীতও তাঁর বয়স সম্পর্কে আরো কতিপয় অভিমত রয়েছে। (খাযিন)

টীকা-৫৪. এ ভ্রান্তিতে বহু জাতি লিপ্ত হয়ে ইসলাম থেকে বঞ্চিত থাকে। ক্বোরআন পাকে স্থানে স্থানে তাদের আলোচনা রয়েছে। এ উম্মতের মধ্যেও অনেক হতভাগ্য লোক নবীকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে 'মানুষ' বলে আখ্যায়িত করে। আর সমতুল্য হবার ভ্রান্ত ধারণা রাখে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে গোমরাহী থেকে রক্ষা করুন!

টীকা-৫৫. 'হীন লোকেরা' দ্বারা তাদের ঐসব লোকের কথাই বুঝানো হয়েছে, যারা তাদের দৃষ্টিতে হীন পেশা অবলম্বন করেছিলো। আর বাস্তব ঘটনা হলো, তাদের এ উক্তি ছিলো তাদের নিছক অজ্ঞতারই ফসল। কারণ, মানুষের মর্যাদা দ্বীনের অনুসরণ ও রসূলের আনুগত্যের মধ্যেই নিহিত; সম্পদ, পদ-মর্যাদা ও পেশার এতে কোন দখল নেই। দ্বীনদার ও সাচ্চরিত্রবান পেশাদার লোককে ঘৃণার চোখে দেখা ও তুচ্ছজ্ঞান করা মূর্খতা মাত্র।

টীকা-৫৬. অর্থাৎ কোন প্রকার চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই-

টীকা-৫৭. সম্পদ ও রাজত্বের ক্ষেত্রে তাদের এ উক্তিও মূর্খতারি পরিচায়ক। কেননা, আল্লাহর নিকট বান্দার জন্য ঈমান ও আনুগত্যই মর্যাদার মাপকাঠি, ধন-সম্পদ ও রাজত্ব নয়।

টীকা-৫৮. (হে নূহ তোমাকে) নবূয়তের দাবীতে এবং তোমার অনুসারীদেরকে সেটার সত্যায়নের ক্ষেত্রে

টীকা-৫৯. যা আমার দাবীর সত্যতার উপর সাক্ষ্য দেয়

টীকা-৬০. অর্থাৎ নবূয়ত দান করেন,

টীকা-৬১. এবং ঐ প্রমাণকে অপছন্দ করেছো?

টীকা-৬২. অর্থাৎ রিসালতের বাণী পৌঁছানোর পরিবর্তে

টীকা-৬৩. যাতে তা প্রদান করা তোমাদের উপর বোঝা না হয়;

টীকা-৬৪. এটা হযরত নূহ আলায়হিস সালাম তাদের ঐ কথার জবাবরূপে বলেছিলেন, যা তারা বলতো। তা হচ্ছে- "হে নূহ! হীন লোকদেরকে আপনার বৈঠক থেকে বের করে দিন, যাতে আমাদের আপনার মজলিশে বসতে লজ্জাবোধ না হয়।"

টীকা-৬৫. এবং তাঁর নৈকট্য লাভে ধন্য হবে; কাজেই, আমি তাদেরকে কিভাবে বের করে দিই?

টীকা-৬৬. ঈমানদারগণকে 'হীনলোক' বলে আখ্যায়িত করছো এবং তাঁদের মূল্যায়ন করছো না আর জানো না যে, তাঁরা তোমাদের চেয়ে উত্তম।

টীকা-৬৭. হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ তাস্লীমাত-এর সম্প্রদায় তাঁর নবূয়ত সম্পর্কে তিনটা সন্দেহ করেছিলোঃ

প্রথম সন্দেহ হচ্ছে- مَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ (আমরা তো তোমাদের মধ্যে আমাদের উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখতে পাচ্ছিনা) অর্থাৎ "তোমরা তো ধন-সম্পদের মধ্যে আমাদের চেয়ে অধিক নও।"

এর জবাবে- হযরত নূহ আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম বলেন- لَاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ অর্থাৎ "আমি তোমাদেরকে বলছিনা যে, আমার নিকট আল্লাহ্‌র ধন-ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে।" সুতরাং তোমাদের এ অভিযোগ সম্পূর্ণ অবাস্তব। আমি কখনো ধন-সম্পদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিনি আর পার্থিব সম্পদের প্রতি তোমাদেরকে আশাবাদীও করিনি এবং আমার দাওয়াতকে ধন-সম্পদের সাথে সম্পৃক্তও করিনি। সুতরাং তোমরা একথা বলার কিভাবে উপযোগী হও যে, "আমরা তোমার মধ্যে সম্পদের দিক দিয়ে কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখতে পাচ্ছিনা।" আর তোমাদের এ আপত্তি নিছক অর্থহীন।

وَيٰقَوْمِ لَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ؕ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَمَاۤ اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَلٰكِنِّىْۤ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ۝٢٩

২৯. এবং হে সম্প্রদায়! আমি তোমাদের নিকট এর পরিবর্তে (৬২) কোন ধন-সম্পদ চাইনা (৬৩); আমার প্রতিদান তো আল্লাহ্‌রই উপর রয়েছে এবং আমি মুসলমানদেরকে বিতাড়নকারী নই (৬৪); নিশ্চয় তারা আপন প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎকারী (৬৫), কিন্তু আমি তোমাদেরকে নিরেট মূর্খলোকরূপেই পাচ্ছি (৬৬)।

وَيٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِىْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝٣٠

৩০. হে সম্প্রদায়! আমাকে আল্লাহ থেকে কে রক্ষা করবে যদি আমি তাদেরকে বিতাড়িত করি? তবুও কি তোমরা মনযোগ দিচ্ছোনা?

وَلَاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَاۤ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَاۤ اَقُوْلُ اِنِّىْ مَلَكٌ وَّلَاۤ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِىْۤ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا

৩১. এবং আমি তোমাদেরকে বলিনা যে, আমার নিকট আল্লাহ্‌র ধন-ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে; এবং না এও যে, আমি অদৃশ্য জেনে নিই, আর এ কথাও বলিনা যে, আমি ফিরিশ্তা হই (৬৭) এবং আমি তাদেরকে একথা বলিনা যাদেরকে তোমাদের দৃষ্টি হীন মনে করে যে, 'আল্লাহ্ কখনো তাদেরকে কোন মঙ্গল দেবেন না।'

দ্বিতীয় সন্দেহ হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামের সম্প্রদায় এটাই করেছিলো- مَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِىَ الرَّاْىِ অর্থাৎ "আমরা দেখতে পাচ্ছিনা যে, কেউ তোমার অনুসরণ করেছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে হীন লোকেরা, অগভীর দৃষ্টিতে।" (এতে তাদের) উদ্দেশ্য ছিলো যে, 'তারাও শুধু প্রকাশ্যভাবে মু'মিন, আন্তরিকভাবে নয়।'

এর জবাবে- হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম একথা বললেন, "আমি একথা বলছিনা যে, আমি অদৃশ্য বিষয়ে জেনে নিই।" তখন আমার বিধি-বিধানগুলো অদৃশ্য জ্ঞানের উপরই নির্ভরশীল হতো। তখন তোমাদেরও এ আপত্তি করার সুযোগ থাকতো। যখন আমি একথা বলিইনি, তখন আপত্তিও অযথা। শরীয়তের মধ্যে প্রকাশ্য অবস্থারই গুরুত্ব দেয়া হয়। সুতরাং তোমাদের আপত্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। অনুরূপভাবে, وَلَاۤ اَعْلَمُ الْغَيْبَ (আমি অদৃশ্য জানিনা) বলার মধ্যে সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে এ কথার প্রতিও সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কারো গোপনীয় বিষয়ের উপর হুকুম দেয়া তাঁরই কাজ, যিনি অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন। আমি তো তা দাবী করিনি, নবী হওয়া সত্ত্বেও। তোমরা কীভাবে বলছো যে, তাঁরা আন্তরিকভাবে ঈমান আনেনি?

তৃতীয় সন্দেহ উক্ত সম্প্রদায়ের এ ছিলো যে, مَا نَرٰىكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا অর্থাৎ "আমরা তোমাকে তোমাদের মত মানুষই দেখতে পাচ্ছি।"

এর জবাবে তিনি বলেছেন, "আমি তোমাদেরকে একথা বলছিনা যে, আমি ফিরিশ্তা।" অর্থাৎ, আমি আমার দাওয়াতকে নিজে ফিরিশ্তা হওয়ার উপর নির্ভরশীল করিনি, যাতে তোমাদের এ আপত্তি করার অবকাশ হতো যে, 'প্রকাশ তো করছেন নিজেকে একজন ফিরিশ্তা; অথচ হলেন একজন মানুষ!' সুতরাং তোমাদের এ আপত্তিও বাতিল।

টীকা-৬৮. সৎ কাজ, না অসৎকাজ; নিষ্ঠা, না কপটতা।

টীকা-৬৯. অর্থাৎ যদি আমি তাদের প্রকাশ্য ঈমানের দিকটাকে অস্বীকার করে তাদের অন্তরের অবস্থার বিরুদ্ধে অপবাদ দিই এবং তাদেরকে বের করে দিই, তবে

টীকা-৭০. এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসাক্রমে, আমি যালিমদের কখনো অন্তর্ভূক্ত নই। সুতরাং আমি কখনো এমন করবোনা।

اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ ۚۖ اِنِّيْۤ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣١﴾

আল্লাহ্ ভালভাবে জানেন যা কিছু তাদের অন্তরে রয়েছে (৬৮)। এমন করলে (৬৯) অবশ্যই আমি যালিমদের অন্তর্ভূক্ত হবো (৭০)।'

قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جٰدَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩২. (তারা) বললো, 'হে নূহ! তুমি আমাদের সাথে ঝগড়া করেছো এবং অতিমাত্রায় ঝগড়া করেছো; সুতরাং তা নিয়ে এসো যেটার (৭১) আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছো, যদি তুমি সত্যবাদী হও।'

قَالَ اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَآءَ وَمَاۤ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩. বললো, 'সেটা তো আল্লাহ্ তোমাদের নিকট উপস্থিত করবেন যদি চাও। আর তোমরা ঠেকাতে পারবেনা (৭২)।

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْۤ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ ؕ هُوَ رَبُّكُمْ ۟ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪. এবং তোমাদেরকে আমার উপদেশ উপকার দেবেনা যদিও আমি তোমাদের মঙ্গল কামনা করি, যখন আল্লাহ্ তোমাদের পথভ্রষ্টতা চান। তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে (৭৩)।'

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَعَلَيَّ اِجْرَامِيْ وَاَنَا بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُجْرِمُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫. তারা কি বলে, 'তিনি সেটা মনগড়াভাবে রচনা করে নিয়েছেন' (৭৪)? আপনি বলুন, 'যদি আমি তা রচনা করে থাকি, তবে আমার পাপ আমার উপরই বর্তাবে (৭৫) এবং আমি হলাম তোমাদের পাপ থেকে পৃথক।'

রুকূ' – চার

وَاُوْحِيَ اِلٰى نُوْحٍ اَنَّهٗ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَىِٕسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬. এবং নূহের প্রতি ওহী হয়েছে, 'তোমার সম্প্রদায় থেকে মুসলমান হবে না কিন্তু যত সংখ্যক লোক ঈমান এনেছে। সুতরাং তুমি দুঃখ করোনা তজ্জন্য, যা তারা করছে (৭৬)।

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭. এবং নৌকা নির্মাণ করো আমারই সামনে (৭৭) এবং আমারই নির্দেশে; এবং যালিমদের সম্পর্কে আমাকে কিছুই বলোনা (৭৮); তাদেরকে অবশ্যই ডুবিয়ে যারা হবে (৭৯)।

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ ۫ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَاٌ مِّنْ قَوْمِهٖ سَخِرُوْا مِنْهُ ؕ قَالَ

৩৮. এবং নূহ নৌকা নির্মাণ করছেন; আর যখন তার সম্প্রদায়-প্রধানরা তার নিকট দিয়ে যেতো, তখন এতে উপহাস করতো (৮০);

টীকা-৭১. অর্থাৎ শাস্তির

টীকা-৭২. তাঁকে, শাস্তি প্রদানে; অর্থাৎ তোমরা না সেই শাস্তিতে বাধা দিতে পারবে, না তা থেকে বাঁচতে পারবে।

টীকা-৭৩. পরকালে; তিনিই তোমাদেরকে কর্মসমূহের প্রতিফল দেবেন।

টীকা-৭৪. এবং এভাবে, তারা আল্লাহ্‌র কালাম এবং সেটার বিধি-বিধান মান্য করা থেকে বিরত থাকে ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয় এবং তাঁরই প্রতি মিথ্যা-বানোয়াট কথা-বার্তাকে সম্পৃক্ত করে, যাঁর সত্যতা সুস্পষ্ট অকাট্য দলীলাদি ও শক্তিশালী প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে; সুতরাং এখন তাদের উদ্দেশ্যে

টীকা-৭৫. অবশ্যই সেটার শাস্তি আসবে, কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রশংসাক্রমে, আমি সত্যবাদী। তোমরা বুঝে নাও যে, তোমাদের অস্বীকারের পরিণামফল তোমাদের উপরই বর্তাবে।

টীকা-৭৬. অর্থাৎ কুফর, আপনাকে অস্বীকার করা এবং আপনাকে কষ্ট দেয়া। কারণ, এখন তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের সময় এসে গেছে।

টীকা-৭৭. আমারই তত্ত্বাবধানে আমারই শিক্ষা দ্বারা;

টীকা-৭৮. অর্থাৎ তাদের পক্ষে সুপারিশ এবং শাস্তি অপসারণের প্রার্থনা করবেন না। কেননা, তাদের নিমজ্জিত হওয়া অবধারিত হয়ে গেছে।

টীকা-৭৯. হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম আল্লাহ্‌র নির্দেশে 'শাল বৃক্ষ' রোপন করলেন। বিশ বছরে সেই বৃক্ষটা তৈরী হলো। এ সময়সীমার মধ্যে কোন সন্তানই জন্মগ্রহণ করেনি। ইতিপূর্বে যে সন্তান জন্মলাভ করেছিলো তারা বয়োপ্রাপ্ত হলো। তারাও হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের দাওয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকার করলো। আর হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম 'নৌকা' তৈরী করার কাজে মশগুল হয়ে গেলেন।

টীকা-৮০. আর বলতো, "হে নূহ! তুমি কি করছো?" তিনি বলতেন, "এমন বাসস্থান তৈরী করছি, যা পানির উপর চলতে পারে।" তা শুনে তারা উপহাস করতো। কেননা, তিনি নৌকা নির্মাণ করতেন জঙ্গলের মধ্যে, যেখানে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পানি ছিলোনা। তখন ঐসব লোক উপহাস করে একথাও বলতো,

"প্রথমে তো আপনি নবী ছিলেন, এখন কি ছুতার মিস্ত্রী হয়ে গেলেন?"

টীকা-৮১. তোমাদেরকে ধ্বংস প্রাপ্ত হতে দেখে।

টীকা-৮২. নৌকা দেখে। বর্ণিত আছে যে, এ নৌকা দু' বছরের অভ্যন্তরে তৈরী হয়েছিলো। সেটার দৈর্ঘ্য তিনশ গজ, প্রস্থ ছিলো পঞ্চাশ গজ এবং উচ্চতা ত্রিশ গজ। (এ প্রসঙ্গে আরো কতিপয় অভিমত আছে ★।) ঐ নৌকার তিনটা স্তর নির্মাণ করা হয়। নিম্ন স্তরে বন্যপশু ও হিংস্র জন্তু এবং বিষাক্ত কীটপতঙ্গ (هــــوام), মধ্যম স্তরে গৃহপালিত চতুষ্পদ প্রাণীসমূহ ইত্যাদি এবং উচ্চ স্তরে খোদ্ হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম ও তাঁর সঙ্গীগণ, আর হযরত আদম আলায়হিস্ সালামের দেহ মুবারক, যা পুরুষ ও স্ত্রী লোকদের মধ্যখানে অন্তরায় ছিলো, খাদ্য ইত্যাদি সামগ্রীও ছিলো। পাখীগুলোও উচ্চ স্তরে ছিলো। (খাযিন ও মাদারিক ইত্যাদি)

টীকা-৮৩. পৃথিবীতে এবং সেটা হচ্ছে- নিমজ্জিত হবার শাস্তি।

إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣٨﴾

বললো, 'যদি তোমরা আমাদেরকে উপহাস করো, তবে আমরাও এক সময় তোমাদেরকে উপহাস করবো (৮১), যেমন তোমরা উপহাস করছো (৮২)।

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٩﴾

৩৯. সুতরাং অনতিবিলম্বে জেনে নেবে কার উপর আসছে ঐ শাস্তি, যা তাকে লাঞ্ছিত করবে (৮৩) এবং আপতিত হয় ঐ শাস্তি যা স্থায়ী হবে (৮৪)।'

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ ۚ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٤٠﴾

৪০. অবশেষে, যখন আমার আদেশ আসলো (৮৫) এবং উনান উথলে উঠলো (৮৬) আমি বললাম, 'নৌকায় উঠিয়ে নাও প্রত্যেক শ্রেণী থেকে এক জোড়া করে- নর ও মাদী এবং যাদের বিরুদ্ধে পূর্ব সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে (৮৭) তারা ব্যতীত আপন পরিবার-পরিজনকে ও অবশিষ্ট মুসলমানদেরকে;' এবং তাঁর সাথে মুসলমান ছিলোনা, কিন্তু অল্প সংখ্যক লোক (৮৮)।

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٤١﴾

৪১. এবং বললো, 'এতে আরোহণ করো (৮৯), আল্লাহ্‌র নামে সেটার গতি ও সেটার স্থিতি (৯০)। নিশ্চয় নিশ্চয় আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, দয়ালু।

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ

৪২. এবং সেটাই তাদেরকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো এমনসব তরঙ্গের মধ্যে যেমন পাহাড় (৯১) এবং নূহ আপন পুত্রকে আহ্বান করে

টীকা-৮৪. অর্থাৎঃ পরকালের শাস্তি।

টীকা-৮৫. শাস্তি ও ধ্বংসের

টীকা-৮৬. এবং পানি তা থেকে সবেগে উঠতে লাগলো। এখানে 'উনান' দ্বারা হয়ত ভূ-পৃষ্ঠ বুঝানো হচ্ছে, অথবা ঐ উনানই যার মধ্যে রুটি তৈরী করা হয়। এ প্রসঙ্গেও কতিপয় অভিমত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি অভিমত এ যে, সেই উনান পাথরের তৈরী ছিলো। তা হযরত হাওয়া (আলায়হাস্ সালাম)-এরই, যা তিনি (হযরত নূহ) মীরাস হিসেবে পেয়েছিলেন এবং সেটা সিরিয়ার মধ্যে ছিলো অথবা ভারতে। আর সেই উনান উথলে ওঠা শাস্তি আসারই পূর্বাভাষ ছিলো।

টীকা-৮৭. অর্থাৎ তাদের ধ্বংসের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিলো। আর তা দ্বারা তাঁর স্ত্রী 'ওয়াইলাহ্' বুঝায়, যে ঈমান আনে নি এবং তাঁর পুত্র 'কিন্'আন'। সুতরাং হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালাম, তাদের সবাইকে আরোহণ করালেন। পশু তাঁর নিকট আসতো আর তাঁর বরকতময় ডান হাত নরের উপর ও বাম হাত মাদীর উপর পড়তো। এভাবেই তিনি সেগুলোকে আরোহণ করিয়ে নিচ্ছিলেন।

টীকা-৮৮. হযরত মুক্বাতিল বলেছেন যে, সর্বমোট নর-নারীর সংখ্যা ছিলো ৭২ (বাহাত্তর) এবং এ প্রসঙ্গে আরো কতিপয় অভিমতও রয়েছে। প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কে আল্লাহ্ই অবগত আছেন। তাদের সংখ্যা কোন বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হয়নি।

টীকা-৮৯. এটা বলতে বলতে যে,

টীকা-৯০. এতে এ শিক্ষা রয়েছে যে, বান্দার উচিৎ যে, যখন সে কোন কাজ করতে চায়, তখন সেটা 'বিস্‌মিল্লাহ্' পাঠ করেই আরম্ভ করবে যাতে উক্ত কাজে বরকত হয় আর তা কৃতকার্যতারও কারণ হয়।

হযরত দাহ্হাক বলেছেন যে, যখন হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম এটা ইচ্ছা করতেন যে, নৌকা চালিত হোক, তখন 'বিস্‌মিল্লাহ্' পাঠ করতেন। তখনই নৌকা চলতে থাকতো। আর যখন চাইতেন যে, নৌকা থেমে যাক, তখনও 'বিস্‌মিল্লাহ্' পাঠ করতেন। তৎক্ষণাৎ তা থেমে যেতো।

টীকা-৯১. চল্লিশ রাত ও দিন যাবৎ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হতে এবং যমীন থেকে পানি উথলাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সমস্ত পাহাড়-পর্বত ডুবে গেলো।

★ নৌকাটা সেগুন কাঠের তৈরী; ১২০০ গজ দৈর্ঘ্য, ৬০০ গজ প্রস্থ এবং ৩০০ গজ উচ্চতা সম্পন্ন। (তাফসীর-ই-নূরুল ইরফান)

টীকা-৯২. অর্থাৎ হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম থেকে পৃথক ছিলো, তাঁর সাথে (নৌকায়) আরোহণ করেনি।

وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَّبُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

বললো, অথচ সে তার নিকট থেকে পৃথক ছিলো (৯২), 'হে আমার পুত্র! আমাদের সাথে আরোহণ করো, এবং কাফিরদের সঙ্গী হয়োনা (৯৩)!'

قَالَ سَاٰوِيْۤ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَآءِ ؕ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ ۝

৪৩. সে বললো, 'এখনই আমি কোন পর্বতে আশ্রয় নিচ্ছি। তা আমাকে পানি থেকে রক্ষা করবে।' বললো, 'আজ আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে রক্ষা করার কেউ নেই, কিন্তু যার উপর তিনি দয়া করবেন।' এবং তাদের মধ্যখানে তরঙ্গ আড়াল হলো। অতঃপর সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেলো (৯৪)।

وَقِيْلَ يٰۤاَرْضُ ابْلَعِيْ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝

৪৪. এবং নির্দেশ দেয়া হলো, 'হে যমীন, তুমি তোমার পানি গ্রাস করে নাও এবং হে আস্‌মান, থেমে যাও!' এবং পানি শুকিয়ে দেয়া হলো। আর কার্য সমাপ্ত হলো এবং নৌকা (৯৫) জূদী-পর্বতের উপর থেমে গেলো (৯৬)। আর বলা হলো, 'দূর হোক! ইন্‌সাফহীন লোকেরা।'

وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ ۝

৪৫. এবং নূহ আপন প্রতিপালককে আহ্বান করলো। আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্রও তো আমার পরিবারভূক্ত (৯৭) এবং নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য এবং তুমি সবচেয়ে বড় নির্দেশদাতা (৯৮)।'

قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْـَٔلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنِّيْۤ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ۝

৪৬. এরশাদ করলেন, 'হে নূহ! সে তোমার পরিবারভূক্ত নয় (৯৯), নিঃসন্দেহে, তার কর্ম বড়ই অনুপযুক্ত। তুমি আমার নিকট ঐ কথা বলোনা যার সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই (১০০)। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যেন অজ্ঞদের অন্তর্ভূক্ত না হও।'

قَالَ رَبِّ اِنِّيْۤ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَاِلَّا تَغْفِرْ لِيْ وَتَرْحَمْنِيْۤ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

৪৭. আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমারই আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার নিকট ঐ বস্তুর জন্য প্রার্থনা করা থেকে, যে সম্পর্কে আমার জ্ঞান নেই এবং তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না করো ও দয়া না করো, তবে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবো।'

قِيْلَ يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰۤى اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ ؕ

৪৮. বলা হলো, 'হে নূহ! নৌকা থেকে অবতরণ করো! আমারই পক্ষ থেকে শান্তি এবং বরকতসমূহের সাথে (১০১), যেগুলো তোমার উপর রয়েছে এবং তোমার সঙ্গেকার কিছু সম্প্রদায়ের উপর (১০২)।

টীকা-৯৩. যাতে ধ্বংস হয়ে যাও। এ পুত্র 'মুনাফিক' ছিলো। তার পিতার সামনে নিজেকে মুসলমান বলে প্রকাশ করতো; আর গোপনে কাফিরদের সাথে একমত ছিলো। (হোসাঈনী)

টীকা-৯৪. যখন প্লাবন তার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছলো আর কাফিরগণ নিমজ্জিত হলো; তখন আল্লাহ্‌র নির্দেশ এলো।

টীকা-৯৫. ছয় মাস ধরে সমগ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে

টীকা-৯৬. যা মসূল অথবা সিরিয়ার সীমানায় অবস্থিত। হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম নৌকার মধ্যে ১০ই রজব আরোহণ করেছিলেন এবং ১০ই মুহর্‌রম জূদী পর্বতের উপর থেমে গেলো। তখন তিনি এর শোকরিয়ার উদ্দেশ্যে রোজা রাখলেন এবং তাঁর সমস্ত সঙ্গীকেও রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন।

টীকা-৯৭. এবং তুমি আমাকে ও আমার পরিবারভূক্তদেরকে মুক্তিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছো।

টীকা-৯৮. কাজেই, এতে কি রহস্য রয়েছে? শেখ আবুল মানসূর মাতুরীদী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেছেন, "হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর পুত্র কিন্'আন মুনাফিক ছিলো এবং তাঁর সামনে নিজেকে মু'মিন বলে প্রকাশ করতো। যদি সে তার কুফরকে প্রকাশ করে দিতো তবে তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে তার মুক্তির জন্য প্রার্থনা করতেন না। (মাদারিক)

টীকা-৯৯. এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, বংশীয় আত্মীয়তা অপেক্ষা ধর্মীয় আত্মীয়তা অধিক শক্তিশালী।

টীকা-১০০. যে, তা প্রার্থনা করার উপযোগী কিনা।

টীকা-১০১. এবং ঐসব বরকত দ্বারা তাঁর বংশধর ও তাঁর অনুসারীদের সংখ্যাধিক্য বুঝানো হয়েছে যে, অধিক সংখ্যক নবী ও দ্বীনী ইমামগণ তাঁর পবিত্র বংশ থেকে জন্মলাভ করেন। তাঁদের সম্পর্কেই এরশাদ করেছেন যে, এসব বরকত হচ্ছে-

টীকা-১০২. মুহাম্মদ ইবনে কা'আব খাযা'ঈ বলেছেন যে, ঐসব দলের মধ্যে ক্বিয়ামত পর্যন্ত যত মু'মিন হবে, তাদের প্রত্যেকেই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

টীকা-১০৩. এটা দ্বারা হযরত নূহ্ আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের পর জন্মলাভকারী কাফির সম্প্রদায়ের কথা বুঝানো হয়েছে; যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত ব্যাপক সুখ-শান্তি ও প্রচুর রিয্ক্ দান করবেন।

টীকা-১০৪. পরকালে।

টীকা-১০৫. এ সম্বোধন বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকেই করা হয়েছে।

টীকা-১০৬. খবর দেয়া

টীকা-১০৭. আপন সম্প্রদায়ের নির্যাতনসমূহের উপর; যেমন নূহ্ আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম আপন সম্প্রদায়ের নির্যাতনের উপর ধৈর্যধারণ করেছেন।

টীকা-১০৮. যে, পৃথিবীতে বিজয়ী ও খোদায়ী সাহায্যপ্রাপ্ত এবং পরকালে পুরস্কৃত ও সাওয়াবপ্রাপ্ত।

وَ اُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٤٨﴾

এবং এমন কিছু সম্প্রদায় আছে, যাদেরকে আমি দুনিয়া উপভোগ করতে দেবো (১০৩) অতঃপর তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে বেদনাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে (১০৪)।

تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَاۤ اِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَاۤ اَنْتَ وَ لَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا ۛ فَاصْبِرْ ۛ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٩﴾ ع

৪৯. এ সমস্ত অদৃশ্যের সংবাদ আমি আপনারই প্রতি ওহী করছি (১০৫)। সেগুলো না আপনি জানতেন, না আপনার সম্প্রদায়, এ(১০৬)-র পূর্বে; সুতরাং ধৈর্যধারণ করো (১০৭)। নিঃসন্দেহে, শুভ-পরিণাম পরহেয্গারদের জন্যই (১০৮)।

রুকূ' – পাঁচ

وَ اِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫০. এবং আদ-সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের স্বীয় সম্প্রদায়ের লোক হূদকে (১০৯)। বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্রই ইবাদত করো (১১০), তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন মা'বুদ নেই। তোমরা তো কেবল মিথ্যা রচনাকারী (১১১)।

يٰقَوْمِ لَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ؕ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى الَّذِيْ فَطَرَنِيْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٥١﴾

৫১. হে সম্প্রদায়! আমি এর পরিবর্তে তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাচ্ছিনা। আমার প্রতিদান তো তাঁরই দায়িত্বে রয়েছে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন (১১২)। তবুও কি তোমাদের বোধশক্তি নেই (১১৩)?

وَ يٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْۤا اِلَيْهِ

৫২. এবং হে আমার সম্প্রদায়! (তোমরা) আপন প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো (১১৪)। অতঃপর তাঁরই দিকে ফিরে এসো।

টীকা-১০৯. 'নবী' করে পাঠিয়েছি। হযরত হূদ আলায়হিস সালামকে ' أخ ' (ভাই) বংশানুসারে বলা হয়েছে। এ কারণে, হযরত অনুবাদক (আ'লা হযরত) কুদ্দিসা সিররুহু এ শব্দের (أخ) অনুবাদ করেছেন 'স্বীয় সম্প্রদায়'। (আল্লাহ্ তাঁর মর্যাদাকে আরো বুলন্দ করুন!)

টীকা-১১০. তাঁরই একত্ববাদের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী থাকো, তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করোনা,

টীকা-১১১. যেমন– মূর্তিগুলোকে আল্লাহ্র শরীক স্থির করছো।

টীকা-১১২. যতজন রসূল তাশরীফ এনেছেন সবাই আপন আপন সম্প্রদায়কে এটাই বলেছেন। আর নির্মল উপদেশ হচ্ছে সেটাই, যা কোন লোভের বশবর্তী হয়ে করা হয়না।

টীকা-১১৩. যাতে এতটুকু বুঝতে পারো যে, যে ব্যক্তি নিঃস্বার্থভাবেই উপদেশ দেয় সে নিঃসন্দেহে হিতকামী ও সত্য। পক্ষান্তরে, অসৎকর্মপরায়ণ, যে কাউকে পথভ্রষ্ট করে, সে অবশ্যই কোন না কোন কুউদ্দেশ্যে এবং কোন না কোন হীন স্বার্থেই করে থাকে। এটা দ্বারা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে সহজেই পার্থক্য করা যায়।

টীকা-১১৪. ঈমান এনে। যখন 'আদ সম্প্রদায় হযরত হূদ আলায়হিস্ সালামের দাওয়াত কবূল করেনি তখন আল্লাহ্ তাদের কুফরের কারণে তিন বছর যাবৎ বৃষ্টিবর্ষণ মওকূফ করে দিলেন এবং অতি মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। আর তাদের স্ত্রীদেরকে বন্ধ্যা করে দিলেন।

যখন ঐসব লোক খুব পেরেশান হয়ে পড়লো, তখন হযরত হূদ আলায়হিস সালাতু ওয়াস্ সালাম প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, যদি তারা আল্লাহ্র উপর ঈমান আনে, তাঁর রসূলকে সত্য বলে মেনে নেয় এবং তাঁর নিকট তাওবা ও ইস্তিগফার (অনুশোচনা ও ক্ষমা প্রার্থনা) করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। আর তাদের ভূমিগুলোকে সুজলা-সুফলা করে নতুন জীবন দান করবেন এবং শক্তি ও সন্তান-সন্ততি দান করবেন।

হযরত ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একদা হযরত আমীর মু'আবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তখন তাঁকে আমীর মু'আবিয়ার একজন কর্মচারী বললো, "আমি একজন ধনী লোক, কিন্তু আমার কোন সন্তান নেই। আমাকে এমন কিছু বলে দিন, যার ফলে আল্লাহ্ আমাকে সন্তান দান করেন।" তিনি বললেন, "ইস্তিগফার পড়তে থাকো।" লোকটা 'ইস্তিগফার'-এর মাত্রা এতো বৃদ্ধি করলো যে, প্রতিদিন সাতশ বার ইস্তিগফার পড়তে আরম্ভ করলো। এর বরকতে সে ব্যক্তির দশটা পুত্র সন্তান জন্মলাভ করলো। এ সংবাদ হযরত মু'আবিয়ার নিকট পৌঁছলো। তখন তিনি এ লোকটাকে

বললেন, "তুমি হযরত ইমামকে একথাও কেন জিজ্ঞাসা করোনি যে, এ আমলটা তিনি কোন্ উৎস থেকে বলেছেন।" দ্বিতীয়বার যখন হযরত ইমামের সাথে লোকটার সাক্ষাৎ হলো, তখন সে তাঁকে তা জিজ্ঞাসা করলো। হযরত ইমাম বললেন, "তুমি কি হযরত হূদের উক্তি শুনোনি? তিনি বলেছিলেন– يَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ ["তিনি (আল্লাহ্) তোমাদেরকে শক্তির সাথে শক্তি বাড়িয়ে দেবেন] এবং হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামের এ এরশাদ– يُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ (তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা)।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ অধিক জীবিকা ও সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে অধিক ইস্তিগফার (আস্তাগ্ফিরুল্লাহ্) পাঠ করা ক্বোরআনী আমল।

يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّ يَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ ۝٥٢

(তিনি) তোমাদের প্রতি মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদের মধ্যে যে পরিমাণ শক্তি আছে তা অপেক্ষা আরো অধিক দেবেন (১১৫)। এবং অপরাধ করে মুখ ফিরিয়ে নিও না (১১৬)।'

قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِيْٓ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝٥٣

৫৩. (তারা) বললো, 'হে হূদ! তুমি কোন প্রমাণ নিয়ে আমাদের নিকট এসোনি (১১৭) এবং আমরা শুধু তোমার কথায় আমাদের উপাস্যগুলোকে ছেড়ে দেবার নই, না তোমার কথায় বিশ্বাস করবো।

اِنْ نَّقُوْلُ اِلَّا اعْتَرٰىكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْٓءٍ ۗ قَالَ اِنِّيْٓ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْٓا اَنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ۝٥٤

৫৪. আমরাতো এটাই বলি, আমাদের কোন খোদার অশুভ আক্রমণ তোমাকে স্পর্শ করবে (১১৮)।' বললো, 'আমি আল্লাহ্কে সাক্ষী করছি এবং তোমরাও সবাই সাক্ষী হয়ে যাও যে, 'আমি অসন্তুষ্ট ওসব থেকে যে গুলোকে তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত তাঁর শরীক স্থির করো।

مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِيْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ ۝٥٥

৫৫. তোমরা সবাই মিলে আমার অমঙ্গল কামনা করো (১১৯); অতঃপর আমাকে অবকাশ দিওনা (১২০)।

اِنِّيْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ ۗ مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا ۗ اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝٥٦

৫৬. আমি আল্লাহ্র উপরই ভরসা করেছি, যিনি আমার প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক। এমন কোন বিচরণকারী নেই (১২১) যার কপালের কেশগুচ্ছ (ঝুঁটি) তাঁর কুদরতের আয়ত্বে নেই (১২২)। নিশ্চয় আমার প্রতিপালককে সরল পথেই পাওয়া যায়।

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖٓ اِلَيْكُمْ ۗ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّيْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۚ وَ

৫৭. অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে আমি তোমাদের নিকট পৌঁছিয়েছি যা নিয়ে তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি (১২৩); এবং আমার প্রতিপালক তোমাদের স্থলে অন্যান্যদেরকে নিয়ে আসবেন (১২৪); এবং

টীকা-১১৫. ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি সহকারে।

টীকা-১১৬. আমার (দাওয়াত (দ্বীনের প্রতি আহ্বান)-এর দিক থেকে।

টীকা-১১৭. যা তোমার দাবীর সত্যতা প্রমাণ করে এবং এ কথাটা তারা একেবারে ভুল ও মিথ্যা বলেছিলো। হযরত হূদ আলায়হিস্ সালাম তাদেরকে যে সব মু'জিযা দেখিয়েছিলেন সেগুলোকে অস্বীকার করলো।

টীকা-১১৮. অর্থাৎ 'তুমি যে বোত্গুলোকে মন্দ বলছো, এ কারণে সেগুলো তোমাকে উন্মাদ করে দিয়েছে।' এতে তাদের উদ্দেশ্য এ যে, 'এখন যা কিছু বলছো তা উন্মাদনার কথা।' (আল্লাহ্র আশ্রয়!)

টীকা-১১৯. অর্থাৎ তোমরা ও সেগুলো, যেগুলোকে তোমরা উপাস্য মনে করছো– সবাই মিলে আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করো।

টীকা-১২০. আমাকে তোমাদের ও তোমাদের উপাস্যগুলোর এবং তোমাদের ধোঁকাবাজিগুলোর কোন পরোয়া নেই। আর তোমাদের মর্যাদাও ক্ষমতার কোন ভয় আমার নেই। যেগুলোকে তোমরা উপাস্য বলছো, সেগুলোতো প্রাণহীন জড়বস্তু; না কারো কোন উপকার করতে পারে, না কোন অপকার। সেগুলোর কি বাস্তবতা যে, সেগুলো আমাকে উন্মাদ করতে পারে? এটা হযরত হূদ আলায়হিস্ সালামের মু'জিযা যে, তিনি এ ক্ষমতাবান, প্রতিহিংসাপরায়ণ, শক্তিশালী ও মর্যাদাবান সম্প্রদায়কে, যারা তাঁর খুনের পিপাসু ও প্রাণের শত্রু ছিলো, এ ধরণেরউপদেশবাক্য বলেছিলেন এবং মোটেই ভয় করেন নি। আর সেই সম্প্রদায় চূড়ান্ত পর্যায়ের শত্রুতা ও দুশমনী সত্ত্বেও তাঁর ক্ষতিসাধন করতে অক্ষম থেকে যায়।

টীকা-১২১. এতে বনী-আদম ও পশু– সবই অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে।

টীকা-১২২. অর্থাৎ তিনিই সবার মালিক এবং সবার উপর বিজয়ী, শক্তিমান ও ক্ষমতা প্রয়োগকারী।

টীকা-১২৩. এবং প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে;

টীকা-১২৪. অর্থাৎ তোমরা যদি ঈমান আনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও এবং যেই বিধানাবলী আমি তোমাদের নিকট নিয়ে এসেছি সেগুলো গ্রহণ না করো

তবে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ধ্বংস করবেন। আর তোমাদের স্থলে অপর এমন এক জাতিকে তোমাদের দেশ ও ধন-সম্পদের মালিক করে দেবেন, যারা তাঁর একত্ববাদে বিশ্বাসী এবং তাঁরই ইবাদত করে।

টীকা-১২৫. কেননা, তিনি এ থেকে পবিত্র যে, কেউ তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে। কাজেই, তোমাদের মুখ ফিরিয়ে নেয়ার ক্ষতি যা হবার আছে তা তোমাদেরকেই পেয়ে বসবে।

তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবেনা (১২৫)। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সমস্ত কিছুর রক্ষণাবেক্ষণকারী (১২৬)।'

لَا تَضُرُّوْنَهٗ شَيْـًٔا ۭ اِنَّ رَبِّيْ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ۝٥٧

৫৮. এবং যখন আমার নির্দেশ আসলো তখন আমি হূদ ও তাঁর সঙ্গেকার মুসলমানদেরকে (১২৭) আমার অনুগ্রহ করে রক্ষা করেছি (১২৮) এবং তাদেরকে (১২৯) কঠিন শাস্তি হতে মুক্তি দিয়েছি।

وَلَمَّا جَاۗءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۚ وَنَجَّيْنٰهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ۝٥٨

৫৯. এবং এ 'আদ সম্প্রদায় (১৩০), যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছিলো এবং তাঁর রসূলগণকে অমান্য করেছিলো এবং প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারীর নির্দেশ অনুসরণ করেছিলো।

وَتِلْكَ عَادٌ ڜ جَحَدُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهٗ وَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ۝٥٩

৬০. এবং তাদের পেছনে লেগেছিলো এ দুনিয়ায় অভিসম্পাত এবং ক্বিয়ামতের দিনে। শুনে নাও! নিশ্চয় আদ-সম্প্রদায় আপন প্রতিপালককে অস্বীকার করেছিলো। ওহে, দূর হোক 'আদ, হূদের সম্প্রদায়!

وَاُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ اَلَآ اِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ۭ اَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ ۝٦٠

রুকূ' - ছয়

৬১. এবং সামূদ সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের স্বগোত্রীয় সালিহ্‌কে (১৩১)। বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র ইবাদত করো (১৩২), তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই (১৩৩)। তিনি তোমাদেরকে যমীন থেকে সৃষ্টি করেছেন (১৩৪) এবং তিনি সেটাতেই তোমাদেরকে আবাদ করেছেন (১৩৫)। সুতরাং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। অতঃপর তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করো। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক নিকটেই, প্রার্থনা শ্রবণকারী।'

وَاِلٰي ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۭ هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ۭ اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ ۝٦١

৬২. (তারা) বললো, 'হে সালিহ! এর পূর্বেতো তুমি আমাদের মধ্যে আশপ্রদ মনে করা হতে (১৩৬)!

قَالُوْا يٰصٰلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَآ اَتَنْهٰىنَآ

টীকা-১২৬. এবং কারো কথা ও কাজ তাঁর নিকট গোপন নয়। যখন হূদ (আলায়হিস্ সালাম)-এর সম্প্রদায় উপদেশ গ্রহণ করেনি, তখন সত্য ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার দরবার থেকে তাদের শাস্তির নির্দেশ কার্যকর হলো।

টীকা-১২৭. যাদের সংখ্যা চার হাজার ছিলো,

টীকা-১২৮. এবং 'আদ সম্প্রদায়কে 'প্রচণ্ড বাতাস'-এর শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করে দিয়েছি।

টীকা-১২৯. অর্থাৎ মুসলমানদেরকে যেমন দুনিয়ার শাস্তি থেকে রক্ষা করেছি, তেমনি আখিরাতেরও

টীকা-১৩০. এ'তে বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর উম্মতকে সম্বোধন করা হয়েছে। আর تِلْكَ দ্বারা 'আদ সম্প্রদায়ের কবর ও নিদর্শনসমূহের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে- 'ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ করো, সেগুলো দেখো এবং শিক্ষা অর্জন করো।

টীকা-১৩১. প্রেরণ করেছি। তখন হযরত সালিহ্ আলায়হিস্ সালাম তাদেরকে

টীকা-১৩২. এবং তাঁরই একত্ববাদকে স্বীকার করো,

টীকা-১৩৩. শুধু তিনিই ইবাদতের উপযোগী।

টীকা-১৩৪. তোমাদের পিতামহ হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম)-কে তা থেকে সৃষ্টি করে আর তোমাদের বংশের উৎস-মূল বীর্যের উপাদানগুলোকে তা থেকে সৃষ্টি করে।

টীকা-১৩৫. এবং পৃথিবীতে তোমাদের দ্বারা আবাদ করেছেন। ইমাম দাহ্‌হাক 'اِسْتَعْمَرَكُمْ'-এর অর্থ এটা বর্ণনা করেছেন যে, 'তোমাদেরকে দীর্ঘজীবন দান করেছেন।' এমনকি, তাদের বয়স তিনশ বছর থেকে এক হাজার বছর পর্যন্ত হতো।

টীকা-১৩৬. "এবং আমরা আশা করতাম যে, আপনি আমাদের সরদার হবেন। কেননা, আপনি দুর্বলদের সাহায্য করতেন, অভাবীদেরকে দান করতেন।" যখন তিনি তাওহীদের প্রতি দাওয়াত দিলেন এবং বোত্‌গুলোর মন্দ সমালোচনা করলেন তখন সম্প্রদায়ের আশা-আকাংখা তাঁর দিক থেকে ভেঙ্গে গেলো এবং বলতে লাগলো-

أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ
آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا
إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿٦٢﴾

তুমি কি আমাদেরকে আমাদের বাপ-দাদার উপাস্যগুলোর পূজা করতে বাধা দিচ্ছো? নিঃসন্দেহে, যে বিষয়ের দিকে আমাদেরকে আহ্বান করছো, আমরা তা দ্বারা এক মহা বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে আছি।'

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ
بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً
فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ
فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿٦٣﴾

৬৩. বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়! হাঁ, বলোতো, যদি আমি আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর নিকট থেকে অনুগ্রহ দান করেন (১৩৭), তবে আমাকে তাঁর থেকে কে রক্ষা করবে যদি আমি তাঁর অবাধ্যতা করি (১৩৮)? সুতরাং তোমরা ক্ষতি ব্যতীত আমার অন্য কিছু বৃদ্ধি করবে না (১৩৯)।'

وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً
فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا
تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿٦٤﴾

৬৪. এবং হে আমার সম্প্রদায়! এটা আল্লাহ্‌রই উষ্ট্রী, তোমাদের জন্য নিদর্শন। সুতরাং ওটা ছেড়ে দাও যাতে আল্লাহ্‌র জমিতে চরে এবং সেটার গায়ে মন্দভাবে হাত লাগিয়োনা, যেন তোমাদের উপর আশু শাস্তি আপতিত হয় (১৪০)।'

فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ
ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴿٦٥﴾

৬৫. অতঃপর তারা (১৪১) সেটার গোছগুলো কেটে দিলো। অতঃপর সালিহ্ বললো, 'তোমরা তোমাদের ঘরে আরো তিন দিন জীবন উপভোগ করে নাও (১৪২)। এটা প্রতিশ্রুতি, যা মিথ্যা হবার নয় (১৪৩)।'

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ
آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ
يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿٦٦﴾

৬৬. অতঃপর যখন আমার নির্দেশ আসলো, তখন আমি সালিহ্ ও তাঁর সঙ্গেকার মুসলমানদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ পূর্বক (১৪৪) রক্ষা করেছি এবং ঐ দিনের লাঞ্ছনা থেকে। নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক শক্তিমান, মর্যাদাবান।

وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا
فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٦٧﴾

৬৭. এবং যালিমদেরকে ভয়ানক শব্দ পেয়ে বসলো (১৪৫)। ফলে, ভোরে তারা নিজ নিজ ঘরে হাঁটুর উপর ভর করে পড়ে রইলো;

كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا
رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ ﴿٦٨﴾

৬৮. যেন তারা সেখানে কখনো বসবাসই করেনি। শুনে নাও! নিশ্চয় 'সামূদ-সম্প্রদায়' তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছিলো। ওহে, লা'নত হোক সামূদ গোত্রের উপর!

রুকূ' - সাত

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا
سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ

৬৯. এবং নিশ্চয় আমার ফিরিশতারা ইব্রাহীমের নিকট (১৪৬) সুসংবাদ নিয়ে আসলো। তারা বললো, 'সালাম'। বললো (১৪৭), 'সালাম।'

টীকা-১৩৭. হিকমত (প্রজ্ঞা) ও নবূয়ত দান করেন।

টীকা-১৩৮. রিসালতের প্রচার ও মূর্তি পূজা থেকে বাধা দেয়ার মধ্যে!

টীকা-১৩৯. অর্থাৎ আমার মধ্যে তোমাদের ক্ষতির অভিজ্ঞতা আরো বেশী হবে।

টীকা-১৪০. সামূদ সম্প্রদায় হযরত সালিহ আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের নিকট মু'জিযা তলব করেছিলো। (যার বিবরণ সূরা আ'রাফে দেয়া হয়েছে।)

তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করলেন। তখন আল্লাহ্‌র নির্দেশে পাথর থেকে উষ্ট্রী সৃষ্টি হলো। এই উষ্ট্রীটা তাদের জন্য নিদর্শন ও মু'জিযা ছিলো। এ আয়াতের মধ্যে ঐ উষ্ট্রী সম্পর্কে বিধানাবলী এরশাদ করা হয়েছে যে, "সেটাকে জমিতে চরতে দাও এবং কোন প্রকার কষ্ট দিওনা। অন্যথায় দুনিয়াতেই শাস্তিতে আক্রান্ত হবে এবং অবকাশ পাবেনা।"

টীকা-১৪১. আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিরোধিতা করলো এবং বুধবারে

টীকা-১৪২. অর্থাৎ জুমু'আহ্‌র দিন পর্যন্ত যা কিছু পার্থিব জীবনে উপভোগ করার আছে, করে নাও। শনিবার তোমাদের উপর শাস্তি আসবে। প্রথম দিন তোমাদের চেহারা হলদে বর্ণের হয়ে যাবে। দ্বিতীয় দিন লাল বর্ণের, তৃতীয় দিন অর্থাৎ জুমু'আহ্‌র দিন কালো বর্ণের (হয়ে যাবে) এবং শনিবার শাস্তি অবতীর্ণ হবে।

টীকা-১৪৩. অতএব, অনুরূপই ঘটেছিলো।

টীকা-১৪৪. ঐসব বালা-মুসীবৎ থেকে-

টীকা-১৪৫. অর্থাৎ ভয়ানক গর্জন, যার আতঙ্কে তাদের হৃদযন্ত্র ফেটে গিয়েছিলো আর তারা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলো।

টীকা-১৪৬. শুভ্র-চেহারাধারী যুবকদের সুন্দর আকৃতিতে, হযরত ইসহাক্ব ও হযরত য়া'ক্বূব আলায়হিমাস্ সালামের জন্মের

টীকা-১৪৭. হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস সালাম)।

টীকা-১৪৮. তাফসীরকারকগণ বলেন যে, হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালাম অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ ছিলেন। অতিথি ব্যতীত খানা খেতেন না। তখনকার সময়ে ঘটনাক্রমে এমনি হলো যে, দীর্ঘ পনের দিন ধরে কোন মেহমানই আসেনি। তিনি এ চিন্তায় ছিলেন। (অতঃপর) এসব অতিথিকে দেখতেই তিনি তাদের জন্য খাদ্য পরিবেশনে তৎপর হলেন। যেহেতু তাঁর নিকট গরুই বেশী ছিলো, এ জন্য গরু বাছুরের তাজা করা মাংস তাদেরকে পরিবেশন করা হলো।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর দস্তরখানার উপর গরুর মাংসই বেশীর ভাগ থাকতো। আর তিনিও তা পছন্দ করতেন। গরুর মাংস ভক্ষণকারীরা যদি হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামের সুন্নাত পালন করার নিয়ত করে, তাহলে অধিক সাওয়াব লাভ করবে।

টীকা-১৪৯. শাস্তি দেয়ার জন্য

فَمَا لَبِثَ أَنْ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴿٦٩﴾

অতঃপর অল্পক্ষণও বিলম্ব করেনি, একটা ভাজা করা গো-বৎস নিয়ে আসলো (১৪৮)।

فَلَمَّا رَأَىٰٓ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۚ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧٠﴾

৭০. অতঃপর যখন দেখলো যে, তাদের হাত খাদ্যের দিকে প্রসারিত হচ্ছেনা, তখন তাদেরকে অবাঞ্ছিত মনে করলো এবং মনে মনে তাদেরকে ভয় করতে লাগলো। তারা বললো, 'ভয় করবেন না! আমরা লূতের সম্প্রদায়ের প্রতি (১৪৯) প্রেরিত হয়েছি।'

وَامْرَأَتُهُ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَٰهَا بِإِسْحَٰقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَٰقَ يَعْقُوبَ ﴿٧١﴾

৭১. এবং তাঁর স্ত্রী (১৫০) দণ্ডায়মান ছিলো। সে হাসতে লাগলো। অতঃপর আমি তাকে (১৫১) ইসহাক্বের সুসংবাদ দিলাম এবং ইসহাক্বের পরবর্তী (১৫২) য়া'ক্বূবের (১৫৩)।

قَالَتْ يَٰوَيْلَتَىٰٓ ءَأَلِدُ وَأَنَا۠ عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِى شَيْخًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَىْءٌ عَجِيبٌ ﴿٧٢﴾

৭২. সে বললো, 'হায়রে দুঃখ! আমার কি সন্তান হবে! এবং (আমি) হলাম বৃদ্ধা (১৫৪)। আর ইনি আমার স্বামী বৃদ্ধ (১৫৫)। নিঃসন্দেহে, এটাতো অদ্ভুত ব্যাপার!'

قَالُوٓا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۖ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَٰتُهُۥ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ۚ إِنَّهُۥ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ﴿٧٣﴾

৭৩. ফিরিশ্তাগণ বললো, 'আল্লাহ্‌র কাজে কি তুমি বিস্ময় বোধ করছো? আল্লাহ্‌র রহমত ও তাঁর বরকতসমূহ তোমাদের প্রতি রয়েছে, হে পরিবারবর্গ! নিঃসন্দেহে, (১৫৬) তিনিই হন সমস্ত প্রশংসার মালিক, সম্মানের অধিকারী।'

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَٰهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَٰدِلُنَا فِى قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧٤﴾

৭৪. অতঃপর যখন ইব্রাহীমের ভয় দূরীভূত হলো এবং তিনি সুসংবাদ পেলেন, তখন আমাদের সাথে লূতের সম্প্রদায় সম্পর্কে বাদানুবাদ করতে লাগলো (১৫৭)।

টীকা-১৫০. হযরত সারাহ্ পর্দার অন্তরালে

টীকা-১৫১. তাঁর সন্তান

টীকা-১৫২. হযরত ইস্হাক্বের সন্তান

টীকা-১৫৩. হযরত সারাহ্‌কে সুসংবাদ দেয়ার উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, সন্তানের আনন্দ পুরুষদের তুলনায় মেয়ে লোকেরা বেশী অনুভব করে। তাছাড়া, এ কারণও ছিলো যে, হযরত সারাহ্‌র কোন সন্তান ছিলোনা। আর হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর (অপর স্ত্রী হযরত হাজেরার গর্ভের) সন্তান হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম বিদ্যমান ছিলেন।

এ সুসংবাদের অন্তরালে অপর এক সুসংবাদ এও ছিলো যে, হযরত সারাহ্‌র বয়স এতই দীর্ঘায়িত হবে যে, তিনি পৌত্র পর্যন্ত দেখতে পাবেন।

টীকা-১৫৪. আমার বয়স ৯০ বছরকেও ছাড়িয়ে গেছে।

টীকা-১৫৫. যাঁর বয়স একশ বিশ বছর পর্যন্ত হয়ে গেছে।

টীকা-১৫৬. ফিরিশ্তাদের বক্তব্যের অর্থ এ যে, 'তোমাদের আশ্চর্যবোধ করার কি আছে? তোমরা তো এমন ঘরে রয়েছো যা মু'জিযা ও অলৌকিক ঘটনাবলী এবং আল্লাহ্ তা'আলার রহমত ও বরকতসমূহের অবতরণ-স্থল হয়ে আছে!

মাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, স্ত্রীগণও 'আহলে বায়ত' (পরিবারবর্গ)-এর অন্তর্ভুক্ত।

টীকা-১৫৭. অর্থাৎ বাদানুবাদ করতে লাগলেন। হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর বাদানুবাদ এ ছিলো যে, তিনি ফিরিশ্তাদেরকে বললেন, "লূতের সম্প্রদায়ের বস্তিসমূহে যদি পঞ্চাশজন ঈমানদার থাকে তবুও কি তাদেরকে তোমরা ধ্বংস করবে?" ফিরিশ্তারা বললেন, "না।" তিনি বললেন, "যদি ৪০ জন থাকে?" তাঁরা বললেন, "তবেও না।" তিনি বললেন, "যদি ৩০ জন থাকে?" "তাঁরা বললেন, "তবেও না।" তিনি এভাবে বলে যাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন, "যদি একজন মুসলমানও বিদ্যমান থাকে তবেও কি তাদেরকে ধ্বংস করবে?" তারা বললেন, "না।"

অতঃপর তিনি বললেন, "সেটার মধ্যে লূত আলায়হিস্ সালাম রয়েছেন।" এর জবাবে ফিরিশ্তাগণ বললেন, "আমাদের জানা আছে, যাঁরা সেখানে রয়েছেন। আমরা হযরত লূত আলায়হিস সালাম এবং তাঁর পরিবারবর্গকে রক্ষা করবো; তাঁর স্ত্রী ব্যতীত।" ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, তিনি শাস্তি বিলম্বে আসা কামনা করতেন, যেন ঐ বস্তিবাসীদেরকে কুফর ও অবাধ্যতা থেকে ফিরিয়ে আমার আরেকটা সময়-সুযোগ পাওয়া

যায়।অতএব, হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের গুণাবলী বর্ণনা করে এরশাদ হচ্ছে-

টীকা-১৫৮. এসব গুণাবলীতে তাঁর কোমল হৃদয় এবং তাঁর সহানুভূতি ও দয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়, যেগুলো বাদানুবাদের কারণ হয়েছিলো। ফিরিশতারা বললেন-

টীকা-১৫৯. সুন্দর সুন্দর আকৃতিতে। আর হযরত লূত আলায়হিস্ সালাম তাঁদের গড়ন ও সৌন্দর্য দেখে সম্প্রদায়ের ব্যভিচার ও কুকর্মের কথা কল্পনা করে-

টীকা-১৬০. বর্ণিত আছে যে, ফিরিশ্তাদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ এ ছিলো যেন তাঁরা লূতের সম্প্রদায়কে ততক্ষণ পর্যন্ত ধ্বংস না করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত লূত আলায়হিস্ সালাম নিজেই ঐ সম্প্রদায়ের কুকর্মের উপর চারবার সাক্ষ্য দেবেন না।

অতএব, যখন এ ফিরিশ্তাগণ হযরত লূত আলায়হিস্ সালাম-এর সাথে সাক্ষাত করলেন, তখন তিনি তাঁদেরকে বললেন, "তোমাদের কি এ বস্তিবাসীদের অবস্থা জানা ছিলোনা?" ফিরিশ্তাগণ বললেন, "তাদের অবস্থা কি?" তিনি বললেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, কর্মের দিক দিয়ে ভূ-পৃষ্ঠে এটা হচ্ছে নিকৃষ্টতম বস্তি।" এবং তিনি একথা চারবার বলেছিলেন।

হযরত লূত আলায়হিস্ সালাম-এর স্ত্রী, যে কাফির ছিলো, বের হলো এবং সে তার সম্প্রদায়ের নিকট গিয়ে খবর দিলো যে, হযরত লূত আলায়হিস্ সালামের নিকট এমনই মনোরম চেহারাধারী ও সুন্দর সুন্দর মেহমান এসেছে, যাদের মতো এ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি নজরে পড়েনি।

টীকা-১৬১. এবং কোন লজ্জা-শরমই অবশিষ্ট থাকেনি। হযরত লূত আলায়হিস্ সালাম-

টীকা-১৬২. এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে উপভোগ করো! কারণ, এগুলোই তোমাদের জন্য বৈধ। হযরত লূত আলায়হিস্ সালাম তাদের স্ত্রীদেরকে, যারা সে সম্প্রদায়েরই কন্যা ছিলো, পিতৃতুল্য স্নেহের কারণে 'আপন কন্যা' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন, যাতে এ সুন্দর চরিত্র থেকে উপকার গ্রহণ করে এবং মর্যাদাবোধ শিখে।

টীকা-১৬৩. অর্থাৎ তাদের প্রতি আমাদের আগ্রহ নেই

টীকা-১৬৪. অর্থাৎ আমার নিকট যদি তোমাদের প্রতিরোধের শক্তি থাকতো কিংবা এমন গোত্র থাকতো যারা আমার সাহায্য করতো, তবে তোমাদের সাথে মুকাবিলা ও যুদ্ধ করতাম। হযরত লূত আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম স্বীয় ঘরের দরজা বন্ধ করে নিয়েছিলেন এবং ভিতর থেকে এ কথোপকথন করছিলেন। সম্প্রদায়ের লোকেরা চেয়েছিলো দেয়াল ভেঙ্গে ফেলতে। ফিরিশ্তাগণ যখন তাঁর বিষণ্ণতা ও অস্থিরতা দেখলেন তখন

টীকা-১৬৫. আপনার ভিত্তি মজবুত আছে। আমরা এসব লোককে শাস্তি দেয়ার জন্য এসেছি। আপনি দরজা খুলে দিন এবং আমাদেরকে ও তাদেরকে ছেড়ে দিন!

إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّٰهٌ مُّنِيبٌ ۝٧٥

৭৫. নিশ্চয় ইব্রাহীম সহনশীল, অতি ক্রন্দনকারী এবং আল্লাহ্-অভিমুখী (১৫৮)।

يَٰٓإِبْرَٰهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَآ ۖ إِنَّهُۥ قَدْ جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ۝٧٦

৭৬. হে ইব্রাহীম! এই চিন্তায় পড়োনা। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের নির্দেশ এসে পড়েছে এবং নিঃসন্দেহে, তাদের প্রতি শাস্তি আগমনকারী, যা হটানো যাবেনা।

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِىٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ۝٧٧

৭৭. এবং যখন লূতের নিকট আমার ফিরিশ্তারা আসলো (১৫৯), তখন তাঁর মনে তাদের জন্য দুঃখ হলো এবং তাদের কারণে হৃদয় সংকুচিত হলো এবং বললো, 'এটা অতি কঠিন দিন (১৬০)।'

وَجَآءَهُۥ قَوْمُهُۥ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ هَٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِى هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ۖ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِى ضَيْفِىٓ ۖ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ۝٧٨

৭৮. এবং তাঁর নিকট তাঁর সম্প্রদায় ছুটে আসলো এবং তাদের মধ্যে পূর্ব থেকেই মন্দ কাজের অভ্যাস স্থান পেয়েছিলো (১৬১)। বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়! এ গুলো হচ্ছে আমার সম্প্রদায়ের কন্যা। এরা তোমাদের জন্য পবিত্র। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো (১৬২) এবং আমাকে আমার মেহমানদের মধ্যে লজ্জিত করোনা! তোমাদের মধ্যে কি একজন লোকও সচ্চরিত্রবান নেই?'

قَالُوا۟ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِى بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ۝٧٩

৭৯. (তারা) বললো, 'তোমার জানা আছে যে, তোমার সম্প্রদায়ের কন্যাদের প্রতি আমাদের কোন কর্তব্য নেই (১৬৩) এবং তুমি অবশ্যই জানো যা আমাদের অভিলাষ।'

قَالَ لَوْ أَنَّ لِى بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِىٓ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ۝٨٠

৮০. বললেন, 'হায়! তোমাদের প্রতিরোধের যদি আমার শক্তি থাকতো কিংবা যদি কোন মজবুত স্তম্ভের আশ্রয় নিতাম (১৬৪)!'

قَالُوا۟ يَٰلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ

৮১. ফিরিশতারা বললো, 'হে লূত! আমরা আপনার প্রতিপালকের প্রেরিত হই (১৬৫)।

টীকা-১৬৬. এবং আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। হযরত দরজা খুলে দিলেন। সম্প্রদায়ের লোকেরা ঘরে প্রবেশে করলো। হযরত জিব্রাঈল আল্লাহ্‌র নির্দেশে তাঁর পাখা দিয়ে তাদের মুখের উপর আঘাত করলেন। সবাই অন্ধ হয়ে গেলো এবং হযরত লূত আলায়হিস্ সালামের বাসগৃহ থেকে বের হয়ে পলায়ন করলো। তারা রাস্তা দেখতে পায়নি এবং একথা বলতে বলতে যাচ্ছিলো, "হায়! হায়! লূতের ঘরে বড় বড় যাদুকর রয়েছে। তারা আমাদেরকে যাদু করেছে।" ফেরেশ্‌তাগণ হযরত লূত আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামকে বললেন–

টীকা-১৬৭. এভাবে আপনার ঘরের সব লোক চলে যাবে;

টীকা-১৬৮. হযরত লূত আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম বললেন, "এই শাস্তি কবে সংঘটিত হবে?" হযরত জিব্রাঈল বললেন–

টীকা-১৬৯. হযরত লূত আলায়হিস্ সালাম বললেন, "আমি তো আরও শীঘ্রই চাই।" হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম বললেন–

তারা আপনার নিকট পৌঁছতে পারবেনা (১৬৬)। সুতরাং আপনি আপনার পরিবরবর্গকে নিয়ে রাতারাতি বের হয়ে পড়ুন এবং আপনাদের মধ্যে কেউ পেছন দিকে ফিরে দেখবে না (১৬৭); আপনার স্ত্রী ব্যতীত। তাকেও তা স্পর্শ করা উচিৎ যা তাদেরকে স্পর্শ করবে (১৬৮)। নিশ্চয় তাদের প্রতিশ্রুত সময় হচ্ছে প্রভাতকাল (১৬৯)। প্রভাত কি নিকটবর্তী নয়?'

লَنْ يَّصِلُوْٓا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا امْرَاَتَكَ ؕ اِنَّهٗ مُصِيْبُهَا مَآ اَصَابَهُمْ ؕ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ؕ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ ﴿٨١﴾

৮২. অতঃপর যখন আমার আদেশ আসলো তখন আমি উক্ত জনপদের উপরিভাগকে নিচের দিকে উল্টিয়ে দিলাম (১৭০) এবং তাদের উপর ক্রমাগত কঙ্কর বর্ষাণো হলো;

فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ۙ مَّنْضُوْدٍ ﴿٨٢﴾

৮৩. যেগুলো চিহ্নিত হয়ে এসেছিলো তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে (১৭১) এবং সেই পাথরগুলো যালিমদের থেকে দূরে নয় (১৭২)।

مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ؕ وَمَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ ﴿٨٣﴾

রুকূ' – আট

৮৪. এবং (১৭৩) মাদ্‌য়ানবাসীদের প্রতি তাদের স্বগোত্রীয় শু'আয়বকে (১৭৪)। বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র ইবাদত করো, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই (১৭৫) এবং মাপে ও ওজনে কম করোনা; নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে ভাল অবস্থাসম্পন্ন দেখছি (১৭৬) এবং আমি তোমাদের সর্বগ্রাসী দিনের শাস্তির আশংকা করছি (১৭৭)।

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ بِخَيْرٍ وَّاِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ ﴿٨٤﴾

৮৫. এবং হে আমার সম্প্রদায়! মাপ ও ওজন ন্যায়সঙ্গতভাবে পূর্ণ করো এবং লোকদেরকে তাদের প্রাপ্যবস্তুসমূহ কম করে দিওনা এবং যমীনে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে বেড়িয়োনা।

وَيٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٨٥﴾

টীকা-১৭০. অর্থাৎ উলট-পালট করে দিলাম। এভাবে যে, হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালাম লূত সম্প্রদায়ের শহর ভূ-পৃষ্ঠের যে অংশে অবস্থিত ছিলো সেটার নিম্নভাগে স্বীয় ডানা স্থাপন করলেন। আর ঐ পাঁচটি শহরকে, যেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিলো 'সাদূম' এবং সেগুলোতে চার লক্ষ মানুষ বসবাস করতো, এতই উপরে উঠালেন যে, সেখানকার কুকুর ও মোরগের ডাক আসমানের উপর পৌঁছতে লাগলো এবং এত ধীর গতিতে উঠিয়েছিলেন যে, কোন পাত্রের পানি পর্যন্ত গড়িয়ে পড়েনি এবং কোন ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রতও হয়নি। অতঃপর সেই উচ্চাকাশ থেকে সেটাকে উপুড় করে উল্টিয়ে দিলেন।

টীকা-১৭১. সে কংকরগুলোর উপর এমন চিহ্ন ছিলো, যে কারণে সেগুলো অন্যান্য পাথর থেকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যময় ছিলো। হযরত ক্বাতাদাহ্ বলেছেন যে, সেগুলোর উপর লাল রেখা ছিলো। হযরত হাসান ও সুদ্দীর অভিমত হলো, সেগুলোর উপর মোহর অংকিত ছিলো। অপর এক অভিমত এ যে, যে পাথর দ্বারা যে ব্যক্তিকে ধ্বংস করা অবধারিত ছিলো তার নাম সে পাথরের উপর লিপিবদ্ধ ছিলো।

টীকা-১৭২. অর্থাৎ মক্কাবাসীদের থেকে।

টীকা-১৭৩. আমি প্রেরণ করেছি– শহরের বাসিন্দাগণ।

টীকা-১৭৪. তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে–

টীকা-১৭৫. প্রথমেতো তিনি তাওহীদ ও ইবাদতের প্রতি পথ প্রদর্শন করেছিলেন, যা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অতঃপর যে সব বদ-অভ্যাসে তারা লিপ্ত ছিলো সেগুলোতে বাধা দিলেন এবং এরশাদ করলেন–

টীকা-১৭৬. এমতাবস্থায় মানুষের উচিৎ যেন নি'মাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং স্বীয় সম্পদ দ্বারা অপরের উপকার সাধন করে যেন তাদের প্রাপ্যসমূহ হ্রাস না করে। এমতাবস্থায় এই কুকর্মের অভ্যাস থেকে এ আশংকা রয়েছে যে, কখনো সেই স্বভাব থেকে বঞ্চিত করে দেয়া হয় কিনা।

টীকা-১৭৭. যা থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ সাধ্য হবে না এবং সবাই একচ্ছত্রভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। এও হতে পারে যে, 'ঐ দিনের শাস্তি' দ্বারা 'পরকালের শাস্তি' বুঝানো হয়েছে।

بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ﴿٨٦﴾

৮৬. আল্লাহর প্রদত্ত যা অবশিষ্ট থাকে তা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বিশ্বাস করো (১৭৮) এবং আমি তোমাদের কিছুরই তত্ত্বাবধায়ক নই (১৭৯)।'

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَآ اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِيْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ؕ اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ﴿٨٧﴾

৮৭. (তারা) বললো, 'হে শু'আয়ব! তোমার নামায কি তোমাকে এ নির্দেশ দিচ্ছে যে, আমরা আমাদের পিতৃ-পুরুষদের খোদাগুলোকে বর্জন করবো (১৮০) অথবা স্বীয় ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে যা ইচ্ছা তা করবো না (১৮১)? হাঁ- জ্বী! তুমি তো বড়ই বুদ্ধিমান, সদাচারী হও!'

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَرَزَقَنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ؕ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰىكُمْ عَنْهُ ؕ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ؕ وَمَا تَوْفِيْقِيْٓ اِلَّا بِاللّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ﴿٨٨﴾

৮৮. বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়! হাঁ, বলোতো যদি আমি আমার প্রতিপালকের নিকট থেকে স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হই (১৮২) এবং তিনি আমাকে তাঁর নিকট থেকে উৎকৃষ্ট জীবিকা দিয়ে থাকেন (১৮৩); এবং আমি চাইনা যে, যা আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি নিজেই সেটার বরখেলাফ করতে থাকবো (১৮৪)। আমিতো যথাসম্ভব সংশোধনই করতে চাই এবং আমার সামর্থ্য আল্লাহরই নিকট থেকে। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করেছি এবং আমি তাঁরই অভিমুখী হচ্ছি।

وَيٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْٓ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَآ اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ ؕ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ﴿٨٩﴾

৮৯. হে আমার সম্প্রদায়! আমার সাথে বিরোধ যেন তোমাদেরকে এমন অপরাধ না করিয়ে বসে যাতে তোমাদের উপর আপতিত হয় যা আপতিত হয়েছিলো নূহ-এর সম্প্রদায় অথবা হূদ-এর সম্প্রদায় কিংবা সালিহ-এর সম্প্রদায়ের উপর; এবং লূত-এর সম্প্রদায়তো তোমাদের থেকে মোটেই দূরে নয় (১৮৫);

وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ؕ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ ﴿٩٠﴾

৯০. এবং আপন প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো অতঃপর তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করো; নিশ্চয় আমার প্রতিপালক পরম দয়ালু, প্রেমময়।'

টীকা-১৭৮. অর্থাৎ অবৈধ সম্পদ বর্জন করার পর যে পরিমাণ বৈধ সম্পদ অবশিষ্ট থাকে তাই তোমাদের জন্য উত্তম। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুমা বলেন, "পরিপূর্ণভাবে মাপা ও ওজন করার পর যা অবশিষ্ট থাকে তাই উত্তম।"

টীকা-১৭৯. যে, তোমাদের কার্যকলাপের উপর ধর-পাকড়াও করবো। আলিমগণ বলেন যে, কোন কোন নবীর জন্য যুদ্ধেরও অনুমতি ছিলো। যেমন, মূসা আলায়হিস্ সালাম, হযরত দাঊদ ও হযরত সুলায়মান আলায়হিমাস্ সালাম প্রমুখ। কোন কোন নবী এমনও ছিলেন, যাঁদের প্রতি যুদ্ধের আদেশ দেয়া হয়নি; হযরত শু'আয়ব আলায়হিস্ সালাম তাঁদেরই অন্তর্ভুক্ত। তিনি গোটা দিন ওয়ায-নসীহত করতেন আর পূর্ণরাত নামাযে অতিবাহিত করতেন। সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে বলতো, "এ নামায দ্বারা আপনার কী লাভ?" তিনি বলতেন, "নামায সৎ কার্যাদির নির্দেশ দেয়, মন্দ কাজে বাধা দেয়।" এর জবাবে তারা বিদ্রূপ করে বলতো, যা পরবর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

টীকা-১৮০. মূর্তিপূজা করবোনা।

টীকা-১৮১. উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, 'আমরা আমাদের ধন-সম্পদের উপর অধিকার রাখি- ইচ্ছা হলে মাপে কম দেবো, ইচ্ছা হলে ওজনে কম দেবো।

টীকা-১৮২. অন্তর-দৃষ্টি ও হিদায়তের উপর।

টীকা-১৮৩. অর্থাৎ নবূয়ত ও রিসালত অথবা বৈধ সম্পদ, হিদায়ত এবং মা'রিফাত (আধ্যাত্মিক জ্ঞান)। কাজেই, এটা কিভাবে হতে পারে যে, আমি তোমাদেরকে মূর্তিপূজা ও পাপকার্যে নিষেধ করবোনা? কেননা, নবীগণ এ জন্যই প্রেরিত হয়ে থাকেন।

টীকা-১৮৪. ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন যে, সম্প্রদায় হযরত শু'আয়ব আলায়হিস সালামের সহনশীল ও সুপথগামী হবার কথা স্বীকার করেছিলো এবং তাদের এ উক্তি বিদ্রূপ ছিলো না; বরং উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, তিনি সহনশীলতা ও পূর্ণ বিবেক সত্ত্বেও আমাদেরকে নিজেদের ধন-সম্পদের মধ্যে আমাদের ইচ্ছামত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে কেন নিষেধ করছেন? হযরত শু'আয়ব আলায়হিস্ সালাম এই প্রশ্নের জবাবে যা বলেছিলেন তার সারকথা হলো- 'যখন তোমরা আমার পরিপূর্ণ বিবেকের কথা স্বীকার করছো তখন তোমাদের এ কথা অনুধাবন করা উচিৎ যে, আমি আমার জন্য যে কথা পছন্দ করেছি তা হবে সেটাই, যা সর্বাধিক উত্তম এবং তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ এবং মাপ ও ওজনে অবিশ্বস্ততা বর্জন করা। আমি হলাম সেটা নিয়মানুবর্তিতার সাথে পালনকারী। সুতরাং তোমাদের এ কথা বুঝে নেয়া উচিৎ যে, এ পন্থাই হলো উত্তম।

টীকা-১৮৫. তাদের উপর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়নি, না তারা কিছু দূরবর্তী স্থানে বসবাসকারী। সুতরাং তাদের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো।

টীকা-১৮৬. যে, যদি আমরা আপনার প্রতি কোন অন্যায় করি, তবে আপনার মধ্যে তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা নেই।

টীকা-১৮৭. যারা ধর্মের মধ্যে আমাদের সমর্থক এবং যাদেরকে আমরা ভালবাসি।

৯১. (তারা) বললো, 'হে শু'আয়ব! তোমার অনেক কথা আমাদের বুঝে আসেনা এবং নিঃসন্দেহে আমরা তোমাকে আমাদের মধ্যে দুর্বলই দেখছি (১৮৬)। এবং যদি তোমার স্বজনবর্গ না থাকতো (১৮৭) তবে আমরা তোমাকে পাথর নিক্ষেপ করে থাকতাম। এবং আমাদের দৃষ্টিতে তোমার কোন মর্যাদা নেই।'

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ ۖ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴿٩١﴾

৯২. বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার স্বজনবর্গের প্রভাব কি আল্লাহ্ অপেক্ষাও বেশী (১৮৮)? এবং তোমরা তাঁকে তোমাদের পৃষ্ঠ-পশ্চাতে ফেলে রেখেছো (১৮৯)। নিশ্চয় তোমরা যা কিছু করছো সবই আমার প্রতিপালকের ক্ষমতাধীন রয়েছে।

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا ۖ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٩٢﴾

৯৩. এবং হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা স্ব স্ব স্থানে আপন আপন কাজ করতে থাকো। আমি আমার কাজ করছি। শীঘ্রই জানতে পারবে কার উপর আসছে ঐ শাস্তি, যা তাকে লাঞ্ছিত করবে এবং কে মিথ্যাবাদী (১৯০)। এবং অপেক্ষা করো (১৯১), আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রয়েছি।'

وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ۖ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿٩٣﴾

৯৪. এবং যখন (১৯২) আমার নির্দেশ আসলো তখন আমি শু'আয়ব এবং তাঁর সঙ্গেকার মুসলমানদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ করে রক্ষা করেছি এবং যালিমদেরকে ভয়ানক বিকট শব্দ পেয়ে বসেছিলো (১৯৩)। ফলে, তারা নিজ নিজ ঘরে হাঁটুর উপর ভর করে পড়ে রইলো;

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٩٤﴾

৯৫. যেন তারা কখনো সেখানে বসবাসই করেনি। ওহে! দূর হোক মাদ্‌য়ানবাসী যেমন দূরীভূত হয়েছে সামূদ-সম্প্রদায় (১৯৪)।

كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۗ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ ﴿٩٥﴾

রুকূ' - নয়

৯৬. এবং নিশ্চয় আমি মূসাকে আমার নিদর্শনসমূহ (১৯৫) ও সুস্পষ্ট দলীল সহকারে,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٩٦﴾

৯৭. ফিরআউন ও তার রাজন্যবর্গের প্রতি প্রেরণ করেছি। অতঃপর তারা ফিরআউনের কথামত চললো (১৯৬); এবং ফিরআউনের কার্যকলাপ সরলতার উপর ছিলো না (১৯৭)।

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿٩٧﴾

টীকা-১৮৮. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র জন্য তো তোমরা আমাকে হত্যা করা থেকে বিরত হওনি; অথচ আমার স্বজনবর্গের কারণে বিরত থাকছো এবং তোমরা আল্লাহ্‌র নবীর প্রতি তো সম্মান প্রদর্শন করোনি বরং স্বজনবর্গকেই মর্যাদা দিয়েছো!

টীকা-১৮৯. এবং তাঁর নির্দেশের কোন তোয়াক্কাই করলেনা।

টীকা-১৯০. আপন দাবীসমূহের মধ্যে। অর্থাৎ তোমরা শীঘ্রই অবগত হবে যে, আমি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, না তোমরা; এবং আল্লাহ্‌র শাস্তি দ্বারা হতভাগ্য ব্যক্তির দুর্ভাগ্য প্রকাশ পেয়ে যাবে।

টীকা-১৯১. কর্মের পরিণাম ও প্রতিফলের,

টীকা-১৯২. তাদের শাস্তি ও ধ্বংসের জন্য

টীকা-১৯৩. হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম ভয়ানক কণ্ঠে বললেন,

مُوتُوا جَمِيعًا

(তোমরা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হও!) উক্ত আওয়াজের ভয়ে তাদের প্রাণবায়ু বের হয়ে গেলো, সবাই মরে গেলো।

টীকা-১৯৪. আল্লাহ্‌র রহমত থেকে। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেছেন যে, কখনো দু'টি জাতিকে একই শাস্তিতে আক্রান্ত করা হয়নি, হযরত শু'আয়ব ও সালিহ আলায়হিমাস সালাম-এর উম্মতগণ ব্যতীত। কিন্তু হযরত সালিহ-এর সম্প্রদায়কে তাদের নিম্নদেশ থেকে ভয়ানক শব্দ ধ্বংস করেছিলো। আর হযরত শু'আয়ব-এর সম্প্রদায়কে উপর থেকে আগত বিকট শব্দ ধ্বংস করেছিলো।

টীকা-১৯৫. অর্থাৎ মু'জিযাসমূহ

টীকা-১৯৬. এবং কুফরে লিপ্ত হয়েছে ও হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের উপর ঈমান আনেনি।

টীকা-১৯৭. সে সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে ছিলো। কেননা, মানুষ হওয়া সত্ত্বেও খোদা হওয়ার দাবী করেছিলো। আর প্রকাশ্যভাবে, এমন যুলুম ও অত্যাচারসমূহ করছিলো, যে কার্যকলাপ শয়তানী হওয়াটা সুস্পষ্ট ও নিশ্চিত। সে কোথায় এবং তার খোদায়ী কোথায়? পক্ষান্তরে, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর মধ্যে সরলতা ও সততা ছিলো। তাঁর সততার প্রমাণসমূহ ও প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী এবং সুস্পষ্ট মু'জিযাদি সেসব লোক পর্যবেক্ষণ করেছিলো। এতদসত্ত্বেও তারা তাঁর অনুসরণ থেকে

বিমুখ হলো এবং এমনই এক পথভ্রষ্টের আনুগত্য করলো। সুতরাং সে যখন দুনিয়াতে কুফর ও ভ্রষ্টতার মধ্যে আপন সম্প্রদায়ের নেতা ছিলো অনুরূপভাবে, জাহান্নামেও সে তাদের নেতা হবে এবং

টীকা-১৯৮. যেমন তাদেরকে নীলনদে (মতান্তরে, লোহিত সাগরে) নিয়ে নিক্ষেপ করেছিলো।

টীকা-১৯৯. অর্থাৎ দুনিয়াতেও অভিশপ্ত এবং পরকালেও অভিশপ্ত।

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ۖ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ﴿٩٨﴾

৯৮. সে আপন সম্প্রদায়ের অগ্রভাগে থাকবে ক্বিয়ামতের দিনে; অতঃপর সে তাদেরকে দোযখের মধ্যে নিয়ে অবতরণ করাবে (১৯৮) এবং সেটা কতই নিকৃষ্ট ঘাট অবতরণের!

وَأُتْبِعُوا فِي هٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ﴿٩٩﴾

৯৯. এবং তাদের পেছনে পড়লো এ জগতে অভিশাপ এবং ক্বিয়ামতের দিনে (১৯৯)। কতই নিকৃষ্ট পুরস্কার, যা তারা লাভ করেছে!

ذٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرٰى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿١٠٠﴾

১০০. এ হচ্ছে বস্তিসমূহের (২০০) সংবাদ, যা আমি আপনাকে শুনাচ্ছি (২০১); সেগুলোর মধ্যে কতেক এখনো দণ্ডায়মান (২০২) এবং কতেক নির্মূল হয়ে গেছে (২০৩)।

وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ﴿١٠١﴾

১০১. এবং আমি তাদের প্রতি যুলুম করিনি; বরং তারা নিজেরাই (২০৪) নিজেদের প্রতি যুলুম করেছে। অতঃপর তাদের উপাস্যগুলো, যে গুলোকে (২০৫) তারা আল্লাহ্ ব্যতীত পূজা করতো, তাদের কোন কাজে আসেনি (২০৬) যখন আপনার প্রতিপালকের নির্দেশ আসলো; এবং ঐসব (২০৭)-এর কারণে তাদের ধ্বংস ব্যতীত অন্য কিছু বৃদ্ধি পায়নি।

وَكَذٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظٰلِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴿١٠٢﴾

১০২. এবং অনুরূপই পাকড়াও তোমার প্রতিপালকের, যখন বস্তিগুলোকে পাকড়াও করেন তাদের যুলুমের কারণে। নিশ্চয় তাঁর পাকড়াও বেদনাদায়ক, কঠিন (২০৮)।

إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ۚ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴿١٠٣﴾

১০৩. নিশ্চয় তাতে নিদর্শন (২০৯) রয়েছে তারই জন্য, যে পরকালের শাস্তিকে ভয় করে; ঐ দিন, যাতে সমস্ত মানুষ (২১০) একত্রিত হবে এবং ঐ দিন হাযির হবারই (২১১)।

وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ ﴿١٠٤﴾

১০৪. এবং আমি সেটাকে (২১২) পেছনে হটাই না, কিন্তু গোনা কিছু সময়ের জন্য (২১৩)।

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿١٠٥﴾

১০৫. যখন ঐ দিন আসবে তখন আল্লাহ্র নির্দেশ ব্যতীত কেউ কথা বলবে না (২১৪); অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ হতভাগ্য এবং কেউ ভাগ্যবান (২১৫)।

টীকা-২০০. অর্থাৎ বিগত উম্মতগুলোর।

টীকা-২০১. যে, আপনি আপনার উম্মতদেরকে খবর দিন যাতে তারা সেগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং ঐসব বস্তির অবস্থা ক্ষেতসমূহের মতো যে,

টীকা-২০২. সেটার ঘরবাড়ীর দেয়ালগুলো এখনো বিদ্যমান রয়েছে, ধ্বংস প্রাপ্ত অট্টালিকা পাওয়া যায়, চিহ্ন অবশিষ্ট রয়েছে। যেমন 'আদ ও সামূদ সম্প্রদায় দুটির বাসস্থানসমূহ।

টীকা-২০৩. অর্থাৎ কর্তিত ক্ষেতের মতো একেবারে নাম-নিশানা শূন্য হয়ে গেলো এবং সেটার কোন চিহ্নই অবশিষ্ট থাকেনি; যেমন হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামের সম্প্রদায়ের বাসস্থানগুলো।

টীকা-২০৪. কুফর ও পাপাচার করে

টীকা-২০৫. অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতা বশতঃ

টীকা-২০৬. এবং একটা ক্ষুদ্র পরিমাণ শাস্তিকেও প্রতিহত করতে পারেনি।

টীকা-২০৭. মূর্তি ও মিথ্যা উপাস্যগুলো

টীকা-২০৮. সুতরাং প্রত্যেক যালিমের উচিৎ যেন এ সব ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং শীঘ্রই তাওবা করে।

টীকা-২০৯. শিক্ষা ও উপদেশ

টীকা-২১০. পূর্ব ও পরবর্তী হিসাব-নিকাশের জন্য

টীকা-২১১. যাতে আস্মানবাসী ও দুনিয়াবাসী- সবাই উপস্থিত হবে।

টীকা-২১২. অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিনকে,

টীকা-২১৩. অর্থাৎ যে সময়সীমা আমি দুনিয়ার স্থায়িত্বের জন্য নির্দিষ্ট করছি তা পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত।

টীকা-২১৪. সমস্ত সৃষ্টি নিশ্চুপ হবে। ক্বিয়ামতের দিন হবে খুবই দীর্ঘ। এর অবস্থাদি বিভিন্ন ধরণের হবে। কোন কোন অবস্থায়, এ ভয়ানক ভীতির কারণে কেউ আল্লাহ্র নির্দেশ ব্যতীত কোন কথা মুখে উচ্চারণ করার সাহস পাবে না। আর কোন কোন অবস্থায় অনুমতি দেয়া হবে। তখন লোকেরা অনুমতি নিয়ে কথা বলবে। কোন কোন অবস্থায় ভয় ও আতঙ্ক কম হবে। তখন লোকেরা নিজেদের ব্যাপারে বিতর্ক করবে এবং নিজেদের মোকাদ্দমা পেশ করবে।

টীকা-২১৫. শাক্বীক্ব বল্খী (কুদ্দিসা সির্রুহু) বলেছেন, সৌভাগ্যবানের পাঁচটি চিহ্ন রয়েছে। যথা- ১) অন্তরের নম্রতা, ২) অধিক ক্রন্দন, ৩) দুনিয়ার

প্রতি ঘৃণা, ৪) আশা কম হওয়া এবং ৫) লজ্জাবোধ।

এবং হতভাগ্যের চিহ্নও পাঁচটি। যথা– ১) হৃদয়ের পাষণ্ডতা, ২) চক্ষুর অশ্রুশূন্যতা, ৩) দুনিয়ার প্রতি আসক্তি, ৪) দীর্ঘ আশা এবং ৫) লজ্জাহীনতা।

টীকা-২১৬. এতটুকু আরো অধিক থাকবে এবং এ আধিক্যের কোন শেষ নেই। সুতরাং অর্থ হচ্ছে এ যে, 'তারা স্থায়ীভাবে থাকবে; কখনো মুক্তি পাবেনা।' (জালালাঈন)

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٠٦﴾

১০৬. অতঃপর সেসব লোক, যারা হতভাগ্য, তারা তো দোযখের মধ্যে যাবে, তারা সেখানে গাধার মত চিৎকার করবে;

خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾

১০৭. তারা সেখানে থাকবে যতদিন পর্যন্ত আসমান ও যমীন থাকবে; কিন্তু যতটুকু আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করেন (২১৬); নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক যখন যা চান করেন।

وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴿١٠٨﴾

১০৮. এবং ঐসব লোক, যারা ভাগ্যবান হয়েছে, তারা জান্নাতের মধ্যে থাকবে, সর্বদা সেখানে থাকবে যতদিন পর্যন্ত আসমান ও যমীন থাকবে; কিন্তু যতটুকু আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করেন (২১৭)। এটা এমন এক দান, যা কখনো শেষ হবে না।

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هٰؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ ﴿١٠٩﴾

১০৯. সুতরাং, হে শ্রোতা! ধোকায় পড়োনা তা দ্বারা, যার এ কাফিরগণ পূজা করছে (২১৮); এরা তেমনি পূজা করে যেমন পূর্বে তাদের পিতৃপুরুষেরা পূজা করতো (২১৯)। এবং নিশ্চয়ই আমি তাদের অংশ তাদেরকে পুরোপুরি ভর্তি করে দেবো, যাতে কম করা হবেনা।

রুকূ' – দশ

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿١١٠﴾

১১০. এবং নিশ্চয় আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি (২২০), অতঃপর তাতে মতবিরোধ ঘটেছিলো (২২১)। যদি আপনার প্রতিপালকের একটা সিদ্ধান্ত (২২২) পূর্বেই না নেয়া হতো, তবে শীঘ্রই তাদের মীমাংসা করে দেয়া হতো (২২৩)। এবং নিশ্চয় তারা সেটার দিক থেকে (২২৪) বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে (২২৫)।

وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١١﴾

১১১. এবং নিশ্চয় যতই রয়েছে (২২৬) একেক জনকে আপনার প্রতিপালক তার কর্মফল পুরোপুরি প্রদান করবেন। তিনি তাদের কার্যাদি সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন (২২৭)।

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا

১১২. সুতরাং স্থির থাকুন (২২৮) যেমন আপনাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে; এবং যে আপনার সাথে প্রত্যাবর্তন করেছে (২২৯)। এবং হে লোকেরা! ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করোনা।

টীকা-২১৭. এতটুকু আরো অধিক থাকবে, এ আধিক্যের কোন শেষ নেই। এটা দ্বারা চিরস্থায়িত্ব বুঝায়। সুতরাং এরশাদ করছেন–

টীকা-২১৮. নিশ্চয়, এটা ঐ মূর্তিপূজা'র কারণে শাস্তি দেয়া হবে, যেমন পূর্ববর্তী উম্মতগণ শাস্তিতে আক্রান্ত হয়েছে।

টীকা-২১৯. আর তোমরা অবহিত হয়েছো যে, তাদের কি পরিণাম হবে।

টীকা-২২০. অর্থাৎ তাওরীত

টীকা-২২১. কতেক সেটার উপর ঈমান এনেছিলো এবং কতেক কুফর করেছিলো।

টীকা-২২২. অর্থাৎ তাদের হিসাবের মধ্যে ত্বরান্বিত করবেন না। সৃষ্টির হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদানের দিন হচ্ছে ক্বিয়ামতের দিন।

টীকা-২২৩. এবং দুনিয়াতেই শাস্তিতে লিপ্ত হবে।

টীকা-২২৪. অর্থাৎ তাঁর উম্মতের কাফিররা ক্বোরআন করীমের দিক থেকে

টীকা-২২৫. যা তাদের বিবেককে হতভম্ব করে দিয়েছিলো।

টীকা-২২৬. সমস্ত সৃষ্টি সত্যায়নকারী হোক কিংবা অস্বীকারকারী হোক ক্বিয়ামতের দিন

টীকা-২২৭. তাঁর নিকট কোন কিছু গোপন নেই। এর মধ্যে সৎকর্মপরায়ণ ও সত্যায়নকারীদের জন্য তো এ সুসংবাদ রয়েছে যে, তাঁরা সৎ কর্মের প্রতিদান পাবেন। পক্ষান্তরে, কাফিরগণ ও অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তির এ হুমকি রয়েছে যে, তারা তাদের অসৎ কর্মের শাস্তিতে গ্রেফতার হবে।

টীকা-২২৮. আপন প্রতিপালকের নির্দেশ এবং তাঁর দ্বীনের প্রতি দাওয়াতের উপর,

টীকা-২২৯. এবং সে আপনার দ্বীনকে গ্রহণ করেছে, সেও যেন দ্বীন ও আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে।

মুসলিম শরীফের হাদিসে বর্ণিত হয়– সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ সাক্বাফী রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আরয করলেন, আমাকে ধর্মের ক্ষেত্রে এমন একটা কথা বলে দিন যাতে আবার কাউকেও জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন না হয়। এরশাদ করলেন, " آمَنْتُ بِاللّٰهِ ' (আমি

আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছি) বলো এবং স্থির থাকো।"

টীকা-২৩০. 'কারো প্রতি ঝুঁকে পড়া'- তার সাথে মেলামেশা ও ভালবাসা রাখাকেই বলা হয়। আবুল আলীয়া বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে- 'যালিমদের কার্যকলাপের উপর সন্তুষ্ট হয়োনা।' সুদ্দী বলেছেন, "তাদের সাথে কোন প্রকার শিথিলতা করোনা।" হযরত ক্বাতাদাহ্ বলেছেন, "মুশরিকদের সাথে মেলামেশা করোনা।"

মাস্‌আলাঃ এ থেকে জানা গেলো যে, আল্লাহ্‌র অবাধ্যদের সাথে, অর্থাৎ কাফির, বে-দ্বীন এবং পথভ্রষ্টদের সাথে মেলামেশা সামাজিকতা, বন্ধুত্ব ও ভালবাসা রাখা, তাদের সুরে সুর মিলানো এবং তাদের সাথে চাটুকারিতায় থাকা নিষিদ্ধ।

টীকা-২৩১. তোমাদেরকে তাঁর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে। এ অবস্থাতো ঐসব লোকের, যারা যালিমদের সাথে সামাজিকতা, মেলামেশা ও ভালোবাসা রাখে এবং এর উপর ঐসব লোকের অবস্থা অনুমান করা উচিৎ যারা নিজেরাই যালিম।

টীকা-২৩২. 'দিনের দু-প্রান্ত' দ্বারা 'সকাল ও সন্ধ্যা' বুঝানো হয়েছে। সূর্য স্থির হবার পূর্বেকার সময় 'সকাল'-এর মধ্যে এবং পরবর্তী সময় 'সন্ধ্যার' মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। সকালের নামায হচ্ছে 'ফজর' আর সন্ধ্যার নামায হচ্ছে 'যোহর' ও 'আসর'।

টীকা-২৩৩. এবং 'রাতের কিছু অংশের' নামাযসমূহ হচ্ছে 'মাগরিব' ও 'এশা'।

টীকা-২৩৪. 'সৎকর্মসমূহ' দ্বারা হয়তো ঐ পঞ্জেগানা নামায বুঝানো হয়েছে, যেগুলোর কথা আয়াতের মধ্যে উল্লেখিত, অথবা যে কোন ইবাদত কিংবা سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ পাঠ করার কথা বুঝানো হয়েছে।

মাস্‌আলাঃ আয়াত দ্বারা বুঝা গেলো যে, সৎ কর্মসমূহ ছোট খাটো পাপাচারের জন্য 'কাফ্‌ফারা' হয়- চাই সেই সৎ কর্ম 'নামায' হোক কিংবা 'দান-সাদক্বাহ্' অথবা যিক্‌র ও ইস্‌তিগফার (আল্লাহ্‌র স্মরণ ও তাঁর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা) অথবা অন্য কিছু।

মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয় যে, পাঁচ ওয়াক্তের নামায এবং জুমু'আহ্ পরবর্তী জুমু'আহ্ পর্যন্ত, অপর এক বর্ণনা মতে, এক রমযান পরবর্তী রমযান পর্যন্ত- এ সবই কাফ্‌ফারা ঐসব পাপের জন্য, যেগুলো এর মধ্যবর্তী সময়ে সংঘটিত হয়েছে; যখন মানুষ 'কবীরাহ্ গুনাহ্' (ঐ মহাপাপ যা তাওবা ব্যতিরেকে মার্জিত হয় না) থেকে বিরত থাকে।

নিশ্চয় তিনি তোমাদের কর্ম প্রত্যক্ষ করছেন।	اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝١١٢
১১৩. এবং যালিমদের প্রতি ঝুঁকে পড়োনা। পড়লে তোমাদেরকে আগুন স্পর্শ করবে (২৩০) এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নেই (২৩১)। অতঃপর তোমরা সাহায্য পাবেনা।	وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُۙ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ۝١١٣
১১৪. এবং নামায প্রতিষ্ঠিত রাখো দিনের দু'প্রান্তে (২৩২) এবং রাতের কিছু অংশে (২৩৩)। নিশ্চয় সৎকর্মসমূহ অসৎ কর্মসমূহকে মিটিয়ে দেয় (২৩৪)। এটা উপদেশ মান্যকারীদের জন্য।	وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِؕ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِؕ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ۝١١٤
১১৫. এবং ধৈর্যধারণ করো। কারণ, আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না।	وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝١١٥
১১৬. সুতরাং কেন হয়নি তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে (২৩৫) এমন সব লোক, যাদের মধ্যে মঙ্গলের কিছু অংশ লেগেই থাকতো, যারা পৃথিবীতে ফ্যাসাদ ছড়াতে বাধা দিতো (২৩৬)? হাঁ, তাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক ছিলো তারাই, যাদেরকে আমি রক্ষা করেছি (২৩৭)। এবং যালিমগণ সে-ই ভোগ-বিলাসের পেছনে পড়ে রইলো যা তাদেরকে দেয়া হয়েছে (২৩৮) এবং তারা পাপী ছিলো।	فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُوْا بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْاَرْضِ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْۚ وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَآ اُتْرِفُوْا فِيْهِ وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ۝١١٦
১১৭. এবং আপনার প্রতিপালক এরূপ নন	وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ

শানে নুযুলঃ এক ব্যক্তি কোন একজন নারীকে দেখেছিলো। তখন তার দ্বারা কোন হালকা ধরণের নির্লজ্জ কাজ সম্পন্ন হয়েছিলো। এর উপর সে লজ্জিত হলো এবং রসূল করীম (দঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আপন কৃতকর্মের কথা আরয করলো। এর জবাবে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। লোকটা আরয করলো, "ছোট খাটো পাপের জন্য সৎ কর্মসমূহ কাফ্‌ফারা হওয়া কি বিশেষ করে আমার জন্যেই?" হুযূর (দঃ) এরশাদ করলেন, "না, প্রত্যেকের জন্য।"

টীকা-২৩৫. অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে যাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে।

টীকা-২৩৬. অর্থ এ যে, ঐসব উম্মতের মধ্যে এমন সব কল্যাণকামী ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেনি যারা মানুষকে পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টিতে এবং পাপাচারে বাধা দিতো। এ কারণে, আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি।

টীকা-২৩৭. তারা নবীগণ (আঃ)-এর উপর ঈমান এনেছে, তাঁদের বিধি-বিধানের প্রতি অনুগত থাকে এবং মানুষকে ফ্যাসাদ সৃষ্টিতে বাধা দিতে থাকে।

টীকা-২৩৮. এবং আরাম-আয়েশ, রিপুর কামনা ও কুপ্রবৃত্তি এবং যৌন কামনাকে চরিতার্থ করণে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং কুফর ও পাপাচারে নিমজ্জিত থাকে।

টীকা-২৩৯. ফলে, সবই এক ধর্মাবলম্বী হতো।

যে, তিনি বস্তিগুলোকে বিনা কারণে ধ্বংস করবেন অথচ সেগুলোর অধিবাসীরা হয় ভালো।

الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ ﴿١١٧﴾

১১৮. এবং আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে সমস্ত মানুষকে একই উম্মত (জাতি) করতে পারতেন (২৩৯) এবং তারা সর্বদা মতভেদেই থাকবে (২৪০);

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ ﴿١١٨﴾

১১৯. কিন্তু যাদের উপর আপনার প্রতিপালক দয়া করেছেন (২৪১) এবং মানুষকে এই জন্যই সৃষ্টি করেছেন (২৪২)। এবং আপনার প্রতিপালকের এ'কথা চূড়ান্ত হয়েছে, 'নিশ্চয় নিশ্চয় জাহান্নাম পূর্ণ করবো জিন্ ও মানুষ– উভয়কে সম্মিলিত করে (২৪৩)।

اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿١١٩﴾

১২০. এবং সব কিছু আমি আপনাকে রসূলগণের সংবাদই শুনাচ্ছি, যা দ্বারা আমি আপনার হৃদয়কে দৃঢ় করবো (২৪৪) এবং এই সূরায় আপনার নিকট সত্য এসেছে (২৪৫) এবং মুসলমানদের জন্য উপদেশ ও নসীহত (২৪৬)।

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ ۚ وَجَآءَكَ فِىْ هٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٢٠﴾

১২১. এবং কাফিরদেরকে বলুন, 'তোমরা আপন জায়গায় কাজ করে যাও (২৪৭), আমিও আমার কাজ করে যাচ্ছি (২৪৮)।

وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ ۭ اِنَّا عٰمِلُوْنَ ﴿١٢١﴾

১২২. এবং অপেক্ষা করো, আমিও অপেক্ষা করছি (২৪৯)।

وَانْتَظِرُوْا ۚ اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ﴿١٢٢﴾

১২৩. এবং আল্লাহ্রই জন্য আসমানসমূহ ও যমীনের অদৃশ্য বিষয়াদি (২৫০) এবং তাঁরই দিকে সমস্ত কাজের প্রত্যাবর্তন; সুতরাং তাঁরই বন্দেগী করো এবং তাঁরই উপর ভরসা রাখো। এবং আপনার প্রতিপালক তোমাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অনবহিত নন। ★

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۭ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٣﴾

সূরা য়ূসুফ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা য়ূসুফ মক্কী	আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-১১১ রুকূ'-১২

রুকূ' – এক

১. আলিফ-লাম-রা;

الٓرٰ

টীকা-২৪০. কতেক এক ধর্মে, কতেক অন্য ধর্মে;

টীকা-২৪১. তারা সত্য দ্বীনের উপর একমত থাকবে এবং তাতে মতভেদ করবেনা

টীকা-২৪২. অর্থাৎ মতভেদকারীদেরকে মতভেদ সৃষ্টি করার জন্য এবং করুণাপ্রাপ্তগণ ঐকমত্যের জন্য।

টীকা-২৪৩. কেননা, তিনি জানেন যে, ভ্রান্তি অবলম্বনকারীরা সংখ্যায় বেশী হবে।

টীকা-২৪৪. এবং নবীগণের অবস্থা ও তাঁদের উম্মতগণের আচরণ দেখে আপন সম্প্রদায়ের নির্যাতন সহ্য করা এবং সেটার উপর ধৈর্য ধারণ করা আপনার জন্য সহজ হবে।

টীকা-২৪৫. এবং নবীগণ ও তাঁদের উম্মতগণের আলোচনা বাস্তবানুযায়ী বিবৃত হয়েছে, যা অন্যান্য কিতাবসমূহ ও অন্যান্য লোকদের অর্জিত হয়নি। অর্থাৎ যে সব ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো সত্য,

টীকা-২৪৬. -ও, যাতে বিগত উম্মতগণের অবস্থাদি এবং তাঁদের পরিণাম ফল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

টীকা-২৪৭. অনতিবিলম্বে এর ফল পেয়ে যাবে।

টীকা-২৪৮. যা করার জন্য আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।

টীকা-২৪৯. তোমাদের পরিণাম-ফলের।

টীকা-২৫০. তাঁর নিকট কোন কিছু গোপন থাকতে পারেনা। ★

****

টীকা-১. সূরা য়ূসুফ মক্কী। এর মধ্যে ১২টি রুকূ', ১১১টি আয়াত, ১৬০০টি পদ এবং ৭১৬৬টি বর্ণ রয়েছে।

শানে নুযূলঃ ইহুদী সম্প্রদায়ের আলিমগণ আরবের অভিজাত ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্যে বলেছিলো, "বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করুন– হযরত য়া'কূব (আলায়হিস সালাম)-এর সন্তানগণ সিরিয়া থেকে মিশরে কিভাবে পৌঁছলো এবং তারা সেখানে গিয়ে আবাদ হবার কারণ কি ছিলো? আর

★ 'সূরা হূদ' সমাপ্ত।

হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম-এর ঘটনা কি?" এর জবাবে এ সূরা মোবারক অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-২. যার সাথে মুকাবিলা করা মনুষ্য শক্তি বহির্ভূত হওয়া (اعجاز) সুস্পষ্ট ও (তা) আল্লাহ্‌র নিকট থেকে হওয়া পরিষ্কার। আর এর মাহাত্ম্যও জ্ঞানীদের নিকট সন্দেহাতীত এবং এর মধ্যে হালাল-হারাম, শরীয়তের সীমারেখা ও বিধানাবলী পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে।

অপর এক অভিমত এ যে, এর মধ্যে পূর্ববর্তীদের অবস্থাদি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে এবং হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করে দেয়া হয়েছে।

টীকা-৩. যাতে অনেক আশ্চর্যজনক ও বিরল বিষয়াদি, প্রজ্ঞাসমূহ এবং উপদেশাবলী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আর সেটার মধ্যে দ্বীন ও দুনিয়ার বহু উপকারী বিষয়, শাসকবৃন্দ ও শাসিতের এবং অনেক জ্ঞানীর অবস্থা, নারীদের স্বভাব, শত্রুদের নানা নির্যাতনের উপর ধৈর্যধারণ ও তাদের উপর আধিপত্য লাভের পর তাদেরকে ক্ষমা করার অতি উত্তম বিবরণ রয়েছে, যা দ্বারা শ্রবণকারীর মধ্যে সু-স্বভাব ও নির্মল চরিত্র সৃষ্টি হয়। 'বাহ্‌র আল্-হাক্বাইক্ব'-এর রচয়িতা বলেছেন যে, এ বিবরণ সর্বোত্তম হওয়া এ কারণে যে, এ কাহিনী মানুষের অবস্থাদির সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্য রাখে– যদি 'হযরত য়ূসুফ' দ্বারা 'অন্তর', হযরত য়া'কূব দ্বারা 'আত্মা', 'রাহীল' দ্বারা 'সত্তা' এবং 'হযরত য়ূসুফ-এর ভ্রাতাগণ' দ্বারা 'শক্তিশালী ইন্দ্রিয় শক্তিগুলো' বুঝানো যায় এবং সমগ্র ঘটনার মানুষের অবস্থাদির সাথে সামঞ্জস্য দেখানো হয়। অতএব, তিনি সেই সামঞ্জস্য বর্ণনাও করেছেন, যেগুলো এখানে সংক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর নয়।

টীকা-৪. হযরত য়া'কূব ইবনে ইসহাক্ব ইব্‌নে ইব্রাহীম আলায়হিমুস সালাম।

টীকা-৫. হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাতু ওয়াস্ সালাম স্বপ্নে দেখলেন যে, আসমান থেকে এগারটা নক্ষত্র অবতরণ করেছে এবং সেগুলোর সাথে সূর্য এবং চন্দ্রও রয়েছে। সেসবই তাঁকে সাজদা করেছে। এ স্বপ্নটা তিনি শুক্রবারি রাত্রে দেখেছিলেন। সে রাতটাও ছিলো 'শবে ক্বদর'। নক্ষত্রগুলোর ব্যাখ্যা হচ্ছে– তাঁর 'এগারজন ভ্রাতা', সূর্য হচ্ছে 'তাঁর পিতা', আর 'চন্দ্র' হচ্ছে তাঁর 'মাতা' অথবা 'খালা'। তাঁর মহীয়সী মায়ের নাম 'রাহীল'।

সুদ্দীর অভিমত হচ্ছে যেহেতু রাহীলের ইন্তিকাল হয়েছিলো, সেহেতু 'চন্দ্র' দ্বারা 'তাঁর খালা' বুঝানো হয়েছে। আর সাজদা করার অর্থ হচ্ছে 'বিনয় প্রকাশ করা ও অনুগত হওয়া'।

অপর এক অভিমত হচ্ছে– বাস্তব 'সাজদা'-ই বুঝানো হয়েছে। কেননা, সেই যুগে আমাদের সালামের মতো 'সাজদা-ই-তাহিয়্যাহ্' (সম্মানসূচক সাজদাহ্)-এর বিধান ছিলো। হযরত য়ূসুফ আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের পবিত্র বয়স ছিলো তখন বার বছর। সাত বছর ও সতের বছর-এর অভিমতও এসেছে। হযরত য়া'কূব আলায়হিস্ সালামের হযরত য়ূসুফ আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের প্রতি খুব গভীর স্নেহ ছিলো। এ কারণে তাঁর প্রতি তাঁর ভাইয়েরা ঈর্ষা পোষণ করতো। হযরত য়া'কূব আলায়হিস্ সালাম সে সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। এ কারণে, হযরত য়ূসুফ আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালাম যখন এ স্বপ্ন দেখলেন, তখন হযরত য়া'কূব আলায়হিস সালাম-

এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত (২)।	تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ①
২. নিশ্চয়, আমি সেটাকে আরবী ক্বোরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পারো।	اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ②
৩. আমি আপনাকে সর্বোত্তম বর্ণনা শুনাচ্ছি (৩) এজন্য যে, আমি আপনার প্রতি এ ক্বোরআনের ওহী প্রেরণ করেছি; যদিও নিশ্চয় ইতিপূর্বে আপনার নিকট খবর ছিলোনা।	نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَاۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ ۖ وَ اِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ ③
৪. স্মরণ করুন! যখন য়ূসুফ তার পিতা (৪)-কে বললো, 'হে আমার পিতা! আমি এগারটা নক্ষত্র, সূর্য এবং চন্দ্র দেখেছি, সেগুলোকে আমার জন্য সাজদা করতে দেখেছি (৫)।'	اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰۤاَبَتِ اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ ④
৫. বললো, 'হে আমার পুত্র! আপন স্বপ্ন আপন ভাইদের নিকট বর্ণনা করোনা (৬)। তারা তোমার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করবে (৭)। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু (৮)।	قَالَ يٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰۤى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ⑤

টীকা-৬. কেননা, তারা সেটার ব্যাখ্যা বুঝে ফেলবে। হযরত য়া'কূব আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম জানতেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালামকে নবূয়তের জন্য মনোনীত করবেন এবং উভয় জাহানের অনুগ্রহ ও মর্যাদা দান করবেন। এ কারণে, তাঁর মনে তাঁর ভ্রাতাদের বিদ্বেষের আশংকা ছিলো এবং তিনি বললেন,

টীকা-৭. এবং তোমার ধ্বংসের কোন পথ খুঁজে বের করবে।

টীকা-৮. তাদেরকে ষড়যন্ত্র ও বিদ্বেষের প্রতি উৎসাহিত করবে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাতু ওয়াস্ সালামের ভ্রাতাগণ যদি হযরত য়ূসুফ (আলায়হিস্ সালাম)-এর বিরুদ্ধে তাকে কষ্ট দেয়ার কিংবা ক্ষতি সাধনের কোন পদক্ষেপগ্রহণ করে, তবে তার কারণ শয়তানের প্ররোচনাই হবে। (খাযিন)

বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয় যে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ভাল স্বপ্ন আল্লাহ্‌র নিকট থেকে। সেটা কোন বন্ধু ভাবাপন্ন লোকের নিকট বর্ণনা করা উচিৎ। মন্দ স্বপ্ন শয়তানের তরফ থেকে। যখন কেউ এমন স্বপ্ন দেখে তখন তার উচিৎ স্বীয় বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলা এবং এ দোয়াটা পাঠ করা– اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ وَمِنْ شَرِّ هٰذِهِ الرُّؤْيَا

(আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি এই স্বপ্নের অমঙ্গল থেকে।)

টীকা-৯. إِجْتِبَاء (ইজতিবা) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কোন বান্দাকে মনোনীত করে নেয়া বা নির্বাচিত করা। এর অর্থ এ যে, কোন বান্দাকে আল্লাহ্‌র দানের সাথে বিশেষিত করা, যার কারণে তাঁর বিভিন্ন অলৌকিকতা ও পরিপূর্ণতা কোন প্রকার চেষ্টা বা পরিশ্রম ব্যতীত অর্জিত হয়। এ মর্যাদা নবীগণের জন্যই নির্দিষ্ট এবং তাঁদের ওসীলায় তাঁদের নৈকট্যপ্রাপ্ত, অতি সত্যবাদী, শহীদ এবং নেককার লোকেরাও ঐ নি'মাত লাভ করে ধন্য হন।

টীকা-১০. জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করবেন এবং পূর্ববর্তী কিতাবাদি ও নবীগণ (আঃ)-এর হাদীসসমূহের দুর্বোধ্য অর্থসমূহ সুস্পষ্ট করবেন। আর তাফসীরকারকগণ এটা দ্বারা স্বপ্নের ব্যাখ্যা দানও বুঝিয়েছেন। হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম স্বপ্নের ব্যাখ্যা দানে বড় দক্ষ ছিলেন।

টীকা-১১. 'নবূয়ত' দান করে, যা সর্বোচ্চ মর্যাদাসমূহের অন্যতম এবং সৃষ্টির সমস্ত উচ্চপদ ও তদপেক্ষা নিম্নতর এবং রাজকীয় ক্ষমতা প্রদান করে দ্বীন ও দুনিয়ার নি'মাতসমূহ দ্বারা ধন্য করে,

টীকা-১২. অর্থাৎ তাঁদেরকে নবূয়ত দান করেছেন। কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন, "এ নি'মাত দ্বারা হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালামকে নমরূদের অগ্নিকুণ্ড থেকে মুক্তি প্রদান ও আপন 'খলীল' (অন্তরঙ্গ বন্ধু) হিসাবে গ্রহণ করা এবং হযরত ইসহাক্ব আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালামকে হযরত য়া'কূব (আলায়হিস্ সালাম) ও পুত্র-পৌত্র দান করা বুঝানো হয়েছে।"

টীকা-১৩. হযরত য়া'কূব আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালামের প্রথম স্ত্রী লায়্য বিনতে লাইয়্যান, তাঁর মামার কন্যা ছিলেন। তাঁর গর্ভে তাঁর ছয় সন্তান জন্ম লাভ করেন। তাঁরা হলেন- (১) রুবীল, (২) শাম'উন, (৩) লাওয়া, (৪) এয়াহুদা (৫) যাবুলূন ও (৬) ইয়া'শজার। অপর চার সন্তান ও তাঁর পবিত্র 'হেরেম' থেকে জন্ম লাভ করেন। তাঁরা হলেন-(১) দা-ন, (২) নাফতা'লী, (৩) জাদ এবং (৪) আশর। তাঁদের মাতাগণ হলেন- যুলফা ও বাল্‌হা। লায়্যার ইন্তিকালের পর হযরত য়া'কূব আলায়হিস সালাম তাঁর (লায়্য) বোন রাহীলকে বিবাহ করেন। তাঁর গর্ভে দু' সন্তান জন্ম লাভ করেন- য়ূসুফ ও বিন্ ইয়ামীন। এঁরা হলেন হযরত য়া'কূব আলায়হিস সালামের ১২ জন সন্তান। তাঁদেরকেই 'আসবাত' (اسباط) বলা হয়। ★

وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَآ اَتَمَّهَا عَلٰٓى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

৬. এবং এভাবে তোমাকে তোমার প্রতিপালক মনোনীত করবেন (৯) এবং তোমাকে কথার পরিণাম বের করা শিক্ষা দেবেন (১০); এবং তোমার উপর আপন অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন এবং য়া'কূবের পরিবার-পরিজনের উপরও (১১), যেভাবে তোমার পূর্বে উভয়ই-পিতা ও পিতামহ ইব্রাহীম ও ইসহাক্বের উপর পূর্ণ করেছেন (১২)। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক জ্ঞানীময় ও প্রজ্ঞাময়।

রুকূ' - দুই

لَقَدْ كَانَ فِيْ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖٓ اٰيٰتٌ لِّلسَّآئِلِيْنَ ۝

৭. নিশ্চয় য়ূসুফ এবং তাঁর ভাইদের মধ্যে (১৩) জিজ্ঞাসাকারীদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে (১৪)।

اِذْ قَالُوْا لَيُوْسُفُ وَاَخُوْهُ

৮. যখন তারা বললো (১৫), 'অবশ্যই য়ূসুফ ও তার ভাই (১৬)

টীকা-১৪. 'জিজ্ঞাসাকারীগণ' দ্বারা ইহুদীদের কথা বুঝানো হয়েছে যারা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাম-এর অবস্থা ও হযরত য়া'কূব আলায়হিস সালাম-এর বংশধরদের কিন'আন-ভূমি থেকে মিশরের দিকে স্থানান্তরিত হবার কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলো। তখন বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালামের অবস্থাদি বর্ণনা করলেন এবং ইহুদীগণ তা তাওরীতের বর্ণনার অবিকল হুবহু পেলো। কারণ, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কিতাব পাঠ করা, আলিমগণ ও তাদের ধর্মীয় নেতাদের মজলিশে বসা এবং কারো নিকট থেকে কিছু শিক্ষা করা ছাড়াই এরূপ সঠিক ঘটনাবলী কিভাবে বর্ণনা করলেন! এটা একথার অকাট্য প্রমাণ যে, 'তিনি অবশ্যই নবী হন এবং ক্বোরআন পাক নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র ওহী।' আর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে 'পবিত্র জ্ঞান' প্রদান করে ধন্য করেছেন। এতদ্‌ব্যতীত, এই ঘটনার মধ্যে বহু শিক্ষা, উপদেশ এবং বাস্তব জ্ঞান রয়েছে।

টীকা-১৫. য়ূসুফ আলায়হিস সালামের ভ্রাতাগণ

টীকা-১৬. অর্থাৎঃ সহোদর বিন্-ইয়ামীন

★ অথবা এভাবে বলা যায়- হযরত য়া'কূব আলায়হিস্ সালামের দু'জন স্ত্রী ছিলেন এবং দু'জন ছিলো ক্রীতদাসী। স্ত্রী দু'জন হলেন- ১) লায়্য ও ২) রাহীল আর ক্রীতদাসী দু'জন হলো- ১) যুলফা ও ২) বাল্‌হা। এ চার জনের গর্ভে সর্বমোট ১২ জন পুত্র সন্তান এবং কিছু সংখ্যক কন্যা সন্তান জন্ম লাভ করেন।

সুতরাং প্রথমা স্ত্রী লায়্যের এক কন্যা- 'দানিয়া' এবং ছয় পুত্র জন্ম লাভ করেনঃ ১) রুভীল, ২) শামউন, ৩) লাওয়া, ৪) ইয়াহুদা, ৫) ইয়াশজার এবং ৬) যিয়াল্লুন (বা যবূলূন)। আর দ্বিতীয় স্ত্রী রাহীলের গর্ভে দু'সন্তান- ১) হযরত য়ূসুফ (আলায়হিস্ সালাম) এবং বিন-ইয়ামীন জন্ম গ্রহণ করেন।

ক্রীতদাসী যুলফার গর্ভে দু'জন সন্তান- জাদ ও আশর এবং বাল্‌হার গর্ভে দু'সন্তান- দা-ন ও নাফতালীর জন্ম হয়।

রাহীল প্রথমে বন্ধ্যা ছিলেন। তাঁর সন্তান হয় বৃদ্ধ বয়সেই। তিনি বিন্-ইয়ামীন ভূমিষ্ট হবার অবস্থায় ওফাত পান। তখন হযরত য়ূসুফ আলায়হিস্ সালামের বয়স ছিলো দু'বছর।

তাদের সবার মধ্যে হযরত য়ূসুফ আলায়হিস্ সালাম পিতার নিকট সর্বাধিক প্রিয় ছিলেন। (নূরুল ইরফান)

টীকা-১৭. শক্তিশালী হই, অধিক কাজে আসতে পারি, বেশী উপকার সাধন করতে পারি। হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাম হলেন কনিষ্ঠ, তিনি কি কাজে আসতে পারেন?

টীকা-১৮. এবং একথা তাদের কল্পনায় আসেনি যে, হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালামের মাতা তাঁর শিশু বয়সেই ইন্তিকাল করে গেছেন। এ কারণে, তিনি অধিক স্নেহ ও ভালবাসার পাত্র হয়েছিলেন। আর তাঁর মধ্যে সরলতা ও আভিজাত্যের ঐ সব নিদর্শন পাওয়া যেতো, যে গুলো অন্যান্য ভাইয়ের মধ্যে ছিলোনা। এ কারণে, হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালামের প্রতি হযরত য়া'কূব আলায়হিস সালামের এত বেশী স্নেহ ছিলো। এসব কথা কল্পনায় না এসে তাদের নিকট, হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালামের প্রতি তাদের মহান পিতার অধিকতর ভালোবাসা অসহনীয়ই হয়ে ছিলো এবং তারা পরস্পর মিলে এ পরামর্শ করেছিলো যে, 'এমন কোন তদ্‌বীর বা কৌশল খুঁজে বের করা চাই যাতে আমাদের পিতার দৃষ্টি আমাদের প্রতি অধিকতর নিবদ্ধ হয়।'

কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে, শয়তানও উক্ত পরামর্শ বৈঠকে শরীক ছিলো এবং সে হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালামকে হত্যা করার প্রস্তাব দিয়েছিলো। পরামর্শ বৈঠকে আলোচনা এভাবে হয়েছিলো–

টীকা-১৯. জনপদ থেকে দূরে। এসব পন্থাই যথেষ্ট, যে গুলোর কারণে

টীকা-২০. এবং তাঁর অন্তরে শুধু তোমাদেরই স্নেহ থাকবে, অন্য কারো নয়

টীকা-২১. এবং তাওবা করে নেবে।

টীকা-২২. অর্থাৎ ইয়াহূদা অথবা রুবীল

টীকা-২৩. কেননা, হত্যা মহাপাপ।

টীকা-২৪. অর্থাৎ কোন মুসাফির সে স্থান অতিক্রম করবে এবং তাঁকে অন্য কোন দেশে নিয়ে যাবে। এ থেকেও এ উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে যে, না তিনি এখানে থাকবেন, না পিতার কৃপাদৃষ্টি তাঁর প্রতি এভাবে নিবদ্ধ থাকবে।

টীকা-২৫. এতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, উচিৎ তো এ যে– কিছুই করো না; কিন্তু যদি সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকো তবে শুধু এতটুকুই করে ক্ষান্ত হও! অতএব, সবাই এ কথার উপর একমত হলো এবং তাদের পিতাকে

টীকা-২৬. অর্থাৎ আমোদ-প্রমোদের বৈধ কার্যাদির আনন্দ উপভোগ করবেন। যেমন–শিকার করা, তীরন্দাজী ইত্যাদি।

টীকা-২৭. তাঁর পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করবো।

টীকা-২৮. কেননা, তাঁর এক মুহূর্তের বিচ্ছেদ সহ্য করার মতো নয়।

টীকা-২৯. কেননা, ঐ ভূ-খণ্ডে নেকড়ে বাঘ ও হিংস্র প্রাণী অনেক।

টীকা-৩০. এবং নিজেদের ভ্রমণ ও আমোদ-প্রমোদে মগ্ন হয়ে যাবে।

টীকা-৩১. অতএব, তাঁকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন! অদৃষ্টের লিখন তাই ছিলো। হযরত য়া'কূব আলায়হিস সালাম অনুমতি দিলেন। রওনা দেয়ার সময় হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালামের বরকতময় জামা, যা বেহেশ্‌তী রেশমের তৈরী ছিলো এবং যখন হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালামকে বস্ত্রহীন

আমাদের পিতার নিকট আমাদের চেয়ে অধিক প্রিয় এবং আমরা একটা দল (১৭), নিশ্চয় আমাদের পিতা স্পষ্টতঃ তাদের ভালোবাসায় নিমজ্জিত রয়েছেন (১৮)।

أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ۚ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ⑧

৯. য়ূসুফকে মেরে ফেলো অথবা অন্য কোথাও যমীনে ফেলে এসো (১৯), এতে তোমাদের পিতার দৃষ্টি তোমাদের মধ্যেই নিবিষ্ট থাকবে (২০) এবং এরপর তোমরা আবার ভালো লোক হয়ে যাবে (২১)।'

اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ⑨

১০. তাদের মধ্যে একজন বক্তা (২২) বললো, 'য়ূসুফকে হত্যা করোনা (২৩) এবং তাকে গভীর কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করো, যাতে কোন যাত্রী এসে তাকে নিয়ে যায় (২৪), যদি তোমরা কিছু করতে চাও (২৫)।'

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ⑩

১১. বললো, 'হে আমাদের পিতা! আপনার কি হয়েছে যে, য়ূসুফের ব্যাপারে আমাদেরকে বিশ্বাস করছেন না? অথচ আমরা তো তার শুভাকাংখী হই।

قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ⑪

১২. আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন, সে ফলমূল খাবে ও খেলাধূলা করবে (২৬) এবং নিশ্চয় আমরা তার রক্ষণাবেক্ষণকারী (২৭)।'

أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ⑫

১৩. বললো, 'নিশ্চয় একথা আমাকে কষ্ট দেবে যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে (২৮) এবং আমি আশংকা করছি যে, তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলবে (২৯) আর তোমরা তার প্রতি অমনোযোগী হয়ে থাকবে (৩০)।'

قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ⑬

১৪. (তারা) বললো, 'যদি তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলে, অথচ আমরা হলাম একটা দল, তখন তো আমরা কোন কাজের লোকই হবো না (৩১)।'

قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَاسِرُونَ ⑭

করে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো, তখন হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম ঐ জামাটা তাঁকে পরিয়েছিলেন; ঐ বরকতময় জামা হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালাম থেকে হযরত ইসহাক্ব আলায়হিস সালাম-এর নিকট এবং তাঁর নিকট থেকে তার সন্তান হযরত য়া'কূব আলায়হিস সালাম-এর নিকট পৌঁছেছিলো; ঐ জামাকে হযরত য়া'কূব আলায়হিস সালাম তাবিজ বানিয়ে হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালামের গলায় বেঁধে দিয়েছিলেন।

টীকা-৩২. এভাবে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত য়া'কূব আলায়হিস সালাম তাদেরকে দেখছিলেন ততক্ষণ পর্যন্ত তো তারা হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালামকে আপন স্কন্ধে আরোহণ করিয়ে সসম্মানে ও সযত্নে নিয়ে যায়। যখন দূর প্রান্তে চলে গেলো এবং হযরত য়া'কূব আলায়হিস সালামের সৃষ্টির অন্তরাল হলো তখন তারা হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালামকে মাটির উপর ছুঁড়ে মারলো এবং তাদের অন্তরে যে ঈর্ষা ছিলো তা প্রকাশ করলো। যারই দিকে যেতেন সেই মারধর করতো এবং তিরস্কার করতো। আর তাঁর স্বপ্নের কথা তারা যে কোন প্রকারে শুনতে পেয়েছিলো। সেটার উপরও তিরস্কার করতে লাগলো এবং বলতে লাগলো– "তোমার স্বপ্নকে ডাকো, এখন সেটা তোমাকে আমাদের হাত থেকে রক্ষা করুক!" তাদের নির্যাতন যখন চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছলো তখন হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাম ইয়াহুদাকে বললেন, "আল্লাহ্কে ভয় করো এবং এসব লোককে এসব নির্যাতন থেকে বাধা দাও!" ইয়াহুদা তার ভাইদের উদ্দেশ্যে বললো, "তোমরা আমার সাথে কি অঙ্গীকার করেছিলে? তা স্মরণ করো। হত্যার সিদ্ধান্ত তো গৃহীত হয়নি?" তখন তারা এ আচরণ থেকে বিরত হলো।

টীকা-৩৩. সুতরাং তারা তাই করলো। সে কূপটা 'কিন'আন' শহর থেকে তিন ফরসঙ্গ ★ দূরে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের আশেপাশে জর্ডান ভূমিতে অবস্থিত ছিলো। উপরের দিকে সেটার মুখ সংকীর্ণ ছিলো এবং ভিতরের দিক ছিলো প্রশস্ত। হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাম-এর হাত-পা বেঁধে জামা খুলে তারা কূপের মধ্যে ছেড়ে দিলো। যখন তিনি কূপের অর্ধেক গভীরে পৌঁছলেন তখন তারা রশি ছেড়ে দিলো, যাতে তিনি পানিতে পতিত হয়ে শহীদ হয়ে যান। হযরত জিব্রাঈল আমীন আল্লাহ্র নির্দেশে সেখানে পৌঁছে গেলেন এবং তিনি তাঁকে একটা পাথরের উপর বসিয়ে দিলেন, যা ঐ কূপের মধ্যেই ছিলো। আর তাঁর হাত দু'টি খুলে দিলেন এবং ঘর থেকে রওনা হবার সময় হযরত য়া'কূব আলায়হিস সালাম হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালামের যে জামাটা তাবিজ বানিয়ে তাঁর গলায় বেঁধে দিয়েছিলেন সেটা খুলে তাঁকে পরায়ে দিলেন। ফলে, অন্ধকার কূপ আলোকিত হয়ে গেলো। সুবহানাল্লাহ (আল্লাহ্রই পবিত্রতা)! নবীগণ আলায়হিমুস সালাম-এর বরকতময় শরীরের মধ্যে কি বরকত! একটা জামা, যা ঐ বরকতময় শরীরকে স্পর্শ করেছিলো, তা অন্ধকার কূপকে আলোকিত করে দিলো!

১৫. অতঃপর যখন তাকে নিয়ে গেলো (৩২) এবং সবার সিদ্ধান্ত এটাই হলো যে, তাঁকে গভীর কূপে নিক্ষেপ করবে (৩৩) এবং আমি তার প্রতি ওহী প্রেরণ করলাম (৩৪), 'নিশ্চয় তুমি তাদেরকে তাদের এ কাজের কথা জানিয়ে দেবে (৩৫) এমনি সময়ে যে, তারা অনুধাবন করতে পারবে না (৩৬)।'

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ⑮

১৬. এবং রাত হলো। তারা তাদের পিতার নিকট কাঁদতে কাঁদতে আসলো (৩৭)।

وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ⑯

১৭. (তারা) বললো, 'হে আমাদের পিতা! আমরা দৌড়ের প্রতিযোগিতায় দূরে চলে গিয়েছিলাম (৩৮) এবং য়ূসুফকে আমাদের মালপত্রের নিকট রেখে গিয়েছিলাম, অতঃপর

قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا

মাস্আলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, আল্লাহ্র মাক্বূল বান্দাদের পোষাক এবং স্মৃতিসমূহের বরকত অর্জন করা শরীয়তসম্মত এবং নবীগণেরই সুন্নাত।

টীকা-৩৪. হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস সালামের মাধ্যমে অথবা 'ইলহাম' (স্বর্গীয় প্রেরণা)-এর পন্থায়। আপনি দুঃখিত হবেন না। আমি আপনাকে গভীর কূপ থেকে উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দেবো, আপনার ভাইদেরকে অভাবগ্রস্ত করে আপনারই নিকট উপস্থিত করবো, তাদেরকে আপনারই শাসনাধীন করবো এবং এমন হবে–

টীকা-৩৫. যা তারা ঐ সময় আপনার সাথে করেছিলো

টীকা-৩৬. যে, তুমি য়ূসুফ হও। কেননা, তখন তাঁর মর্যাদা এতই উচ্চ হবে, তিনি ঐ সালতানাত ও রাজ্য পরিচালনায় এমন উচ্চ মসনদে আসীন হবেন যে, তারা তাঁকে চিনতে পারবেনা। মোটকথা, য়ূসুফ আলায়হিস সালামের ভ্রাতাগণ হযরত য়ূসুফকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করে ফিরে গিয়েছিলো এবং হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালামের যে জামাটা তারা খুলে নিয়েছিলো তা একটা ছাগলের বাচ্চার রক্তে রঞ্জিত করে সাথে নিয়ে গেলো।

টীকা-৩৭. যখন বাড়ীর নিকেট পৌঁছুলো তখন হযরত য়া'কূব আলায়হিস সালাম তাদের আর্তনাদের (চিৎকার) শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি আতঙ্কিত হয়ে বাইরে তাশরীফ আনলেন। আর বললেন, "হে আমার সন্তানরা! তোমাদের ছাগলের পালের কি কোন ক্ষতি হয়েছে?" তারা বললো, "না।" বললেন, "তবে কি বিপদ ঘটেছে? এবং য়ূসুফ কোথায়?"

টীকা-৩৮. অর্থাৎ আমরা একে অপরের সাথে দৌড়ের প্রতিযোগিতা করছিলাম– কে কার উপর প্রাধান্য লাভ করবে, এভাবে আমরা অনেক দূর প্রান্তে চলে গিয়েছিলাম।

★ ৩ মাইল = ১ ফরসঙ্গ।

টীকা-৩৯. কেননা, আমাদের সাথে না কোন সাক্ষী আছে, না এমন কোন প্রমাণ বা চিহ্ন, যা দ্বারা আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে।

টীকা-৪০. এবং জামাটা ছিঁড়তে ভুলে গিয়েছিলো। হযরত য়া'কূব আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম তাঁর জামাটা আপন চেহারা মোবারকের উপর রেখে খুব ক্রন্দন করলেন আর বললেন, "আজব ধরণের হুঁশিয়ার নেকড়ে বাঘ ছিলো, যা আমার পুত্রকেতো খেয়ে ফেলেছে, কিন্তু জামাটাও ছিঁড়লো না!"

অপর এক বর্ণনায় এও এসেছে যে, তারা একটা নেকড়ে বাঘও ধরে নিয়ে এসেছিলো এবং হযরত য়া'কূব আলায়হিস সালামকে বলতে লাগলো, "এ নেকড়ে বাঘটাই হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালামকে সাবাড় করেছে।" তিনি (হযরত য়া'কূব আলায়হিস সালাম) নেকড়েকে জিজ্ঞাসা করলেন। বাঘটা আল্লাহর নির্দেশে বাকশক্তি লাভ করে বলতে লাগলো, "হুযূর, না আমি আপনার সন্তানকে খেয়েছি এবং না কোন নবীর সাথে কোন নেকড়ে বাঘ এমন করতে পারে।" হযরত উক্ত নেকড়েটাকে ছেড়ে দিলেন এবং পুত্রদের উদ্দেশ্যে

টীকা-৪১. এবং বাস্তবতা তার বিপরীত;

টীকা-৪২. হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম তিন দিন যাবৎ কূপের মধ্যে ছিলেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে তা থেকে রক্ষা করলেন।

তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলেছে; এবং আপনি কোন মতেই আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না যদিও আমরা সত্যবাদী হই (৩৯)।'

فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ۖ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴿١٧﴾

১৮. এবং তারা তাঁর জামায় এক মিথ্যা রক্ত লেপন করে নিয়ে এসেছিলো (৪০)। বললো, 'বরং তোমাদের অন্তরগুলো একটা কাহিনী তোমাদের জন্য সাজিয়ে দিয়েছে (৪১); সুতরাং ধৈর্যই শ্রেয়; এবং আল্লাহ্‌রই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি এ সব বিষয়ে, যা তোমরা বলছো (৪২)।'.

وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾

১৯. এবং একটা কাফেলা আসলো (৪৩), তারা তাদের পানি সংগ্রহকারীকে প্রেরণ করলো (৪৪); অতঃপর সে তার পানির ডোল নামিয়ে দিলো (৪৫)। (সে) বলে উঠলো, 'আহ, কেমন সুখবর! এ যে এক কিশোর!' এবং (তারা) তাকে একটা মূলধন বানিয়ে লুকিয়ে রাখলো (৪৬); এবং আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত সে সম্পর্কেই, যা তারা করছে।

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ ۖ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ ۚ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

২০. এবং ভাইয়েরা তাকে নগন্য মূল্যে- মাত্র কয়েক দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দিলো (৪৭) এবং তাদের মধ্যে এতে কোন আগ্রহই ছিলো না (৪৮)।

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

টীকা-৪৩. যা মাদ্‌য়ান থেকে মিসরের দিকে যাচ্ছিলো। তারা পথ ভুলে এই জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়েছিলো। জনবসতি থেকে বহুদূরে এ কূপটা অবস্থিত ছিলো এবং সেটার পানি লবণাক্ত ছিলো; কিন্তু হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালামের বরকতে মিষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। যখন উক্ত কাফেলা ঐ কূপের নিকট এসে পৌঁছলো তখন,

টীকা-৪৪. যার নাম ছিল মালিক বিন য়া'আর খাযাঈ। এ লোকটা মাদ্‌য়ানের অধিবাসী ছিলো। যখন সে কূপের নিকট পৌঁছলো,

টীকা-৪৫. হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম উক্ত ডোলটিকে ধরে ফেললেন এবং তাতে লটকে গেলেন। মালিক ডোল টেনে উপরে উঠালো। তিনি বাইরে তাশরীফ আনলেন। সে তাঁর বিশ্ব উজ্জ্বলকারী সৌন্দর্য দেখতে পেলো। তখন অতি মাত্রায় আনন্দিত হয়ে তার সফর সঙ্গীদেরকে সুসংবাদ দিলো।

টীকা-৪৬. হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালামের ভাইয়েরা, যারা উক্ত জঙ্গলে মেষ চরাচ্ছিলো তারা সজাগ দৃষ্টি রাখতো। সে দিন যখন তারা য়ূসুফ আলায়হিস সালামকে কূপের মধ্যে দেখতে পায়নি তখন তারা খোঁজ করতে লাগলো এবং কাফেলার নিকট এসে পৌঁছলো। সেখানে তারা মালিক ইবনে য়া'আরের নিকট হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালামকে দেখতে পেলো। তখন তারা তাকে বলতে লাগলো, "এ ক্রীতদাস আমাদের নিকট থেকে পালিয়ে এসেছে। কোন কাজের নয় এবং অবাধ্য। যদি তোমরা কিনতে চাও তাহলে আমরা তাকে স্বল্প মূল্যে বিক্রি করে ফেলবো। অতঃপর তাঁকে কোথাও বহুদূরে নিয়ে যাও, যাতে আমরা তার খবরও শুনতে না পাই।" হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাম তাদের ভয়ে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলেন এবং তিনি কিছুই বললেন না।

টীকা-৪৭. যার পরিমাণ হযরত কাতাদাহ-এর বর্ণনা মতে, ২০ (বিশ) দিরহাম ছিলো।

টীকা-৪৮. অতঃপর মালিক ইবনে য়া'আর এবং তার সাথীরা হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালামকে মিসরে নিয়ে গেলো। সে যুগে মিসরের বাদশাহ্ ছিলেন রাইয়ান ইবনে ওয়ালীদ ইবনে নাযওয়ান আমলীক্বি। তিনি তাঁর সালতানাতের বাগডোর ক্বিতফীর মিসরীর হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। সমস্ত ধন-ভাণ্ডার তারই আয়ত্বে ছিলো এবং তাকে মিসরের 'আযীয' বলতেন। তিনি বাদশাহ্‌র প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

যখন য়ূসুফ আলায়হিস সালামকে মিশরের বাজারে বিক্রি করার জন্য আনা হলো, তখন প্রত্যেকটা লোকের অন্তরে তাঁকে পাবার আশার সঞ্চার হলো এবং ক্রেতারা দাম বৃদ্ধি করতে আরম্ভ করলো। শেষ পর্যন্ত, তাঁর ওজন পরিমাণ স্বর্ণ, সে পরিমাণ রৌপ্য, সে পরিমাণ মেশক এবং সে পরিমাণ রেশম মূল্য নির্ধারিত

হলো। এবং তাঁর ওজন তখন ৪০০ 'রিতিল' (رطل) ছিলো এবং বয়স ছিলো ১৩ অথবা ১৭ বছর। মিশরের 'আযীয' উক্ত মূল্যে তাঁকে খরিদ করে নিলেন এবং আপন ঘরে নিয়ে এলেন। অন্যান্য ক্রেতারা তাঁর মুকাবিলায় খামোশ হয়ে গেলো।

টীকা-৪৯. তার নাম 'যুলায়খাহ্' ছিলো,

টীকা-৫০. যেন তার আবাসস্থল উত্তম হয়, পোশাক এবং খাবারও যেন উন্নত মানের হয়,

টীকা-৫১. এবং তিনি আমাদের কার্যাবলীতে আপন গভীর চিন্তা ও বুদ্ধিমত্তা দ্বারা আমাদের উপকার ও সাহায্য করবেন। সালতানাতের কার্যাবলী ও রাজ্য রক্ষার কাজ সম্পাদনে আমাদের উপকারে আসবেন। কেননা, বিচক্ষণতার নিদর্শনাদি তাঁর চেহারায় উদ্ভাসিত হচ্ছে।

টীকা-৫২. 'ক্বিতফীর' এ কথাটা এ জন্যই বলেছিলো যে, তার কোন সন্তান-সন্ততি ছিলোনা।

রুকূ' - তিন

২১. এবং মিশরের যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করেছিলো সে তার স্ত্রীকে বললো (৪৯), 'তাঁকে সসম্মানে রাখো (৫০), সম্ভবতঃ তিনি আমাদের উপকারে আসবেন (৫১) অথবা আমরা তাঁকে পুত্র রূপে গ্রহণ করবো (৫২)।' এবং এভাবে আমি য়ূসুফকে ঐ যমীনে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং এ জন্য যে, তাকে কথার পরিণাম শিক্ষা দেবো (৫৩); এবং আল্লাহ্ আপন কার্য-সম্পাদনে পরাক্রমশালী; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানেনা।

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۚ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾

২২. এবং যখন আপন পরিপূর্ণ বয়সে উপনীত হলো (৫৪), তখন আমি তাকে হুকুম ও জ্ঞান দান করেছি (৫৫); এবং আমি এভাবেই পুরস্কার দিই সৎকর্ম পরায়ণদেরকে।

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٢﴾

২৩. এবং সে যে স্ত্রীলোক (৫৬)-এর ঘরে ছিলো সে তাকে প্রলোভিত করলো যেন তার কামনায় বাধা না দেয় (৫৭) এবং দরজাগুলোর সবই বন্ধ করে দিলো (৫৮) এবং বললো, 'এসো! তোমাকেই বলছি (৫৯)।' বললো, 'আল্লাহরই আশ্রয় (৬০)! সেই 'আযীয' তো আমার প্রভু অর্থাৎ লালনকারী। তিনি আমাকে ভাল মতে রেখেছেন (৬১); নিশ্চয় যালিমদের মঙ্গল হয়না।'

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾

২৪. এবং নিশ্চয় স্ত্রীলোকটা তার কামনা করেছিলো এবং সেও স্ত্রীলোকের ইচ্ছা করতো যদি আপন প্রতিপালকের নিদর্শন না দেখতো (৬২)।

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ

টীকা-৫৩. অর্থাৎ স্বপ্নের ব্যাখ্যা।

টীকা-৫৪. যৌবন পূর্ণতায় পৌঁছলো এবং বয়স, 'দাহ্হাক'-এর মতানুসারে, বিশ বছর ছিলো এবং সুদ্দীর মতানুসারে, ত্রিশ বছর আর কাল্বীর মতানুযায়ী, আঠার ও ত্রিশের মধ্যবর্তী।

টীকা-৫৫. অর্থাৎ আমলসহ জ্ঞান ও ধর্মের সুক্ষ্ম জ্ঞান দান করেন। কোন কোন আলিম বলেছেন, 'হুকুম' দ্বারা সঠিক সিদ্ধান্ত এবং 'জ্ঞান' দ্বারা স্বপ্নের ব্যাখ্যা বুঝায়। কেউ কেউ বলেন, 'জ্ঞান' হচ্ছে 'বস্তুর নিগূঢ় রহস্য জানা' এবং 'হিকমত' হচ্ছে 'জ্ঞান মোতাবেক কাজ করা।'

টীকা-৫৬. অর্থাৎ যুলায়খাহ্

টীকা-৫৭. এবং তাঁর সাথে সঙ্গত হয়ে তার অবৈধ কামনা পূরণ করে। যুলায়খাহ্র বাসগৃহে একের পর এক করে সাতটা দরজা ছিলো। সে হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালামের নিকট তো এ কামনাটাই প্রকাশ করেছিলো

টীকা-৫৮. তালাবদ্ধ করে নিলো

টীকা-৫৯. হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাম

টীকা-৬০. তিনি আমাকে ঐ কুকাজ থেকে রক্ষা করবেন, যা তুমি কামনা করছো। উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, এ কাজটা হারাম। আমি সেটার নিকটে যেতেও রাজী নই।

টীকা-৬১. এর বিনিময় এই নয় যে, আমি তাঁর পরিবারের মধ্যে খিয়ানত করবো। যে ব্যক্তি এমন করে সে যালিম।

টীকা-৬২. কিন্তু হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম আপন প্রতিপালকের সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখেছিলেন এবং ঐ কু-উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত থাকেন। এবং ঐ 'বোরহান' (প্রমাণ) হলো নবীগণের 'নিষ্পাপ হওয়া'। আল্লাহ্ তা'আলা নবীগণ আলায়হিমুস সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর পবিত্র আত্মাগুলোকে অসৎ চরিত্র ও মন্দ কার্যাবলী থেকে পবিত্র করেই সৃষ্টি করেছেন এবং সমুন্নত ও পবিত্র চরিত্র -সৌন্দর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করেই সৃষ্টি করেছেন। আর এ কারণে তাঁরা অনুচিত কার্যাদি থেকে বিরত থাকেন।

অপর এক বর্ণনায় এ অভিমতও প্রকাশ করা হয়েছে যে, যখন যুলায়খাহ্ তাঁর প্রতি উদ্যত হলো তখন তিনি তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত য়া'কূব আলায়হিস সালামকে দেখেছিলেন যে, তিনি আঙ্গুল মুবারক পবিত্র দাঁতে চেপে ধরে বিরত থাকার জন্য ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন।

টীকা-৬৩. এবং খিয়ানত ও ব্যভিচার থেকে মুক্ত রাখি।

টীকা-৬৪. যাঁদেরকে আমি চয়ন করেছি এবং যাঁরা আমার আনুগত্যের মধ্যে খাঁটি। মোটকথা, যখন যুলায়খাহ্ তাঁর প্রতি উদ্যত হয়েছিলো তখন হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাম দৌড়ে পালিয়ে যান এবং যুলায়খাহ্ তাঁর পেছনে তাঁকে ধরার জন্যে দৌড়ালো। হযরত যে যে দরজায় পৌঁছতেন সেটার তালা খুলে খসে পড়তে আরম্ভ করলো।

টীকা-৬৫. শেষ পর্যন্ত যুলায়খাহ্ হযরতের নিকট পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলো। আর তাঁর জামার পেছন দিক থেকে ধরে তাঁকে টেনে ধরলো যাতে তিনি বের হতে না পারেন। কিন্তু তিনি বিজয়ী হন।

টীকা-৬৬. অর্থাৎ মিশরের 'আযীয'কে

টীকা-৬৭. তৎক্ষণাৎ যুলায়খাহ্ নিজেকে নির্দোষ প্রকাশ করার এবং হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালামকে তার প্রতারণার প্রতি ভয় দেখানোর জন্য চালবাজির আশ্রয় নিলো এবং স্বামীকে

كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ وَالْفَحْشَآءَ ؕ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ﴿۲۴﴾

আমি এরূপ এজন্যই করেছি যেন তার থেকে মন্দ ও অশ্লীলতাকে দূরে রাখি (৬৩)। নিশ্চয় সে আমার মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত (৬৪)।

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيْصَهٗ مِنْ دُبُرٍ وَّاَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ؕ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوْٓءًا اِلَّآ اَنْ يُّسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۲۵﴾

২৫. এবং তারা উভয়ে দরজার দিকে দৌড়ে গেলো (৬৫) এবং স্ত্রীলোকটা তাঁর জামা পেছন থেকে ছিঁড়ে ফেললো আর তারা উভয়েই স্ত্রীলোকটার স্বামীকে (৬৬) দরজার নিকট পেয়েছিলো (৬৭)। (স্ত্রী লোকটা) বললো, 'কি শাস্তি হতে পারে তার, যে তোমার গৃহিণীর সাথে কুকর্ম কামনা করে (৬৮), কিন্তু এ যে, তাকে কারাগারে বন্দী করা হোক কিংবা কষ্টদায়ক শাস্তি (৬৯)।

قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِيْ عَنْ نَّفْسِيْ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿۲۶﴾

২৬. বললো, 'সে-ই আমাকে প্রলোভিত করেছে, যেন আমি আত্মসংবরণ না করি (৭০); এবং স্ত্রী লোকটার পরিবারের একজন সাক্ষী (৭১) সাক্ষ্য দিলো- 'যদি তাঁর জামার সম্মুখ দিক ছিন্ন করা হয়ে থাকে তবে স্ত্রীলোকটি সত্য কথা বলেছে আর ইনি মিথ্যা বলেছেন (৭২)।

وَاِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۲۷﴾

২৭. এবং যদি তাঁর জামার পেছন দিক থেকে ছিন্ন করা হয় তবে স্ত্রীলোকটা মিথ্যাবাদী আর ইনি সত্যবাদী (৭৩)।'

فَلَمَّا رَاٰ قَمِيْصَهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ

২৮. অতঃপর যখন 'আযীয' তাঁর জামা পেছন দিক থেকে ছিন্নকৃত দেখলো (৭৪)

টীকা-৬৮. এতটুকু বলারপর সে আশংকা করলো যে, কখনো আযীয রাগান্বিত হয়ে হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালামকে হত্যা করতে উদ্যত হবেন কিনা; এটা যুলায়খাহ্র গভীর ভালবাসা কখনো সহ্য করতে পারতো না। এ কারণে, সে এ কথা বলেছিলো-

টীকা-৬৯. অর্থাৎ তাঁকে চাবুক মারা হোক। যখন হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম দেখলেন যে, যুলায়খাহ্ তাঁর প্রতি উল্টো অপবাদ দিচ্ছে এবং তাঁর জন্য জেল ও শাস্তির পন্থা বের করছে তখন তিনি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করা এবং প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন এবং

টীকা-৭০. অর্থাৎ সে আমার সাথে কু-কর্ম করার প্রবৃত্তি প্রকাশ করেছে। আমি তাতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেছি এবং আমি পলায়ন করেছি। আযীয বললেন, "এ কথা কিভাবে বিশ্বাস করা যায়?" হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম বললেন, "ঘরের মধ্যে চার মাস বয়সের একটা শিশু দোলনার মধ্যে রয়েছে। সে যুলায়খাহ্র মামার পুত্র ছিলো। তাকে জিজ্ঞাসা করা হোক।" আযীয বললেন, "চার মাস বয়সের সন্তান কি জানে এবং সে কিভাবে বলবে?" হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম বললেন, "আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বাকশক্তি প্রদানে এবং আমার নিষ্পাপ হবার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করার যোগ্যতা প্রদানে সক্ষম।" আযীয ঐ শিশুকে জিজ্ঞাসা করলেন। আল্লাহ্র শক্তিক্রমে, শিশুটি বাকশক্তি লাভ করলো এবং সে হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালামের সত্যতা প্রমাণ করলো ও যুলায়খাহ্র কথা অবাস্তব প্রমাণিত করলো। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন-

টীকা-৭১. অর্থাৎ ঐ শিশুটা

টীকা-৭২. কেননা, এ সূরতেহনি এ কথা প্রকাশ করছে যে, হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম যদি সম্মুখে অগ্রসর হন, যুলায়খা যদি তাকে প্রতিরোধ করে, তবে তাঁর জামা সম্মুখ দিকে ছেঁড়া থাকবে।

টীকা-৭৩. এটার কারণে, এ অবস্থাটা সুস্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে যে, হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম তার নিকট থেকে পালাচ্ছিলেন এবং যুলায়খাহ্ তাঁকে পেছন দিক থেকে ধরছিলো। সে কারণে, তাঁর জামা পেছন দিকে ছেঁড়া ছিলো।

টীকা-৭৪. এবং বুঝতে পারলেন যে, হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম সত্যবাদী আর যুলায়খাহ্ মিথ্যাবাদী।

টীকা-৭৫. অতঃপর হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম-এর প্রতি ফিরে 'আযীয' এভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করলো–

টীকা-৭৬. 'এবং এ কারণে দুঃখিত হয়োনা। নিশ্চয়ই তুমি পবিত্র।' এ উক্তির উদ্দেশ্য এও ছিলো যে, এ কথা কাউকেও বলোনা, যাতে লোকেরা এ নিয়ে চর্চা না করে এবং ঘটনাটা সর্ব সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে না পড়ে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এতদ্ব্যতীতও য়ূসুফ আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালামের নির্দোষ হওয়ায় বহু প্রমাণ বিদ্যমান ছিলো। যেমনঃ

এক) কোন সম্ভ্রান্ত বংশের উন্নত স্বভাবের লোক আপন শুভাকাংখীর সাথে এ ধরণের অবিশ্বস্ততা বৈধ মনে করে না। হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম এমন সমুন্নত চরিত্রের অধিকারী হয়ে কিভাবে এমন কাজ করতে পারেন? (কখনো পারেন না।)

দুই) দর্শকগণ তাঁকে দৌড়ে পালিয়ে আসতে দেখেছিলো। বস্তুতঃ কোন প্রেমিকের এমন অবস্থা হতে পারে না। তিনি যদি নিজেই সে কাজের প্রতি উদ্যত হতেন তবে পালাতেন না। সেই দৌড়ে পালায়, যে কোন বিষয়ে বাধ্য হয়ে যায় অথচ সে তা পছন্দ করে না।

তিন) স্ত্রী লোকটা অতি মাত্রায় সাজ-সজ্জা করেছিলো এবং অস্বাভাবিকভাবে সেজেগুঁজে ছিলো। এতে প্রতীয়মান হয় যে, আগ্রহ ও গুরুত্বদান শুধু তারই দিক থেকে ছিলো।

قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ ۖ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

তখন বললো, 'নিশ্চয় এটা তোমাদের নারীদেরই ষড়যন্ত্র; নিঃসন্দেহে, তোমাদের ষড়যন্ত্র ভীষণ (৭৫)।'

يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا ۚ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ ۖ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴿٢٩﴾

২৯. হে য়ূসুফ! তুমি এটার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করোনা (৭৬)। এবং হে নারী! তুমি আপন পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো (৭৭); নিশ্চয় তুমি অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত (৭৮)।

রুকূ' – চার

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ ۖ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۖ إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٠﴾

৩০. এবং শহরে কিছু নারী বললো (৭৯), 'আযীযের স্ত্রী তার যুবকের হৃদয়কে প্রলোভিত করেছে; নিশ্চয় তাঁর প্রেম তার অন্তরকে উন্মত্ত করেছে, আমরাতো তাকে সুস্পষ্ট প্রেম-বিভোর দেখতে পাচ্ছি (৮০)।'

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۖ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ

৩১. অতঃপর যখন যুলায়খা তাদের এ চর্চা শুনতে গেলো, তখন ঐসব নারীকে ডেকে পাঠালো (৮১) আর তাদের জন্য আসন প্রস্তুত করলো (৮২) এবং তাদের প্রত্যেককে একটা করে ছুরি দিলো (৮৩) আর য়ূসুফকে (৮৪) বললো, 'তাদের সম্মুখে বের হও (৮৫)।' যখন নারীরা য়ূসুফকে দেখলো, তখন তারা তার পবিত্রতার মহত্ব বর্ণনা করতে লাগলো (৮৬)

চার) হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম-এর খোদা'ভীতি ও পবিত্রতা, যা দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত পরিদৃষ্ট হয়েছিলো, তাতে তাঁর দিক থেকে কোন অশোভন কাজের সম্পর্ক কোন মতেই বিবেচনাযোগ্য হতে পারতো না। অতঃপর মিশরের আযীয যুলায়খাহ্‌র দিকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন–

টীকা-৭৭. কারণ, তুমি একজন নিষ্পাপ ব্যক্তির প্রতি অপবাদ দিয়েছো।

টীকা-৭৮. মিশরের আযীয যদিও এ ঘটনাকে খুবই ধামা-চাপা দিয়েছিলেন, কিন্তু সে খবরটা গোপন থাকতে পারেনি; বরং তার চর্চা ও প্রসিদ্ধি ছড়িয়ে পড়ে।

টীকা-৭৯. অর্থাৎ মিশরের অভিজাত ব্যক্তিদের স্ত্রীগণ,

টীকা-৮০. যে, এ উন্মত্ততার মধ্যে তাকে আপন সম্মান ও প্রতিপত্তি এবং তার পর্দা ও পবিত্রতার লেশ মাত্রও বাকী থাকেনি।

টীকা-৮১. অর্থাৎ যখন সে শুনলো যে, মিশরের অভিজাত লোকদের স্ত্রীরা হযরত য়ূসুফ আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের প্রেমের কারণে তার সমালোচনা করছেন তখন সে চাইলো যে, সে তার ওযর তাদের নিকট প্রকাশ করে দেবে। এ কারণে, সে তাদেরকে দাওয়াত করলো এবং মিশরের চল্লিশ জন অভিজাত ব্যক্তির স্ত্রীদেরকে আমন্ত্রণ জানালো। তাদের মধ্যে ঐ সব নারীও ছিলো, যারা এই প্রেমের উপর সমালোচনা করেছিলো। যুলায়খাহ্ সেই নারীদেরকে অত্যন্ত সম্মানিত অতিথির মর্যাদা দিলো।

টীকা-৮২. অতীব লৌকিকতাপূর্ণ, যে গুলোর উপর তারা অতি গর্বভরে ও আরামে হেলান দিয়ে বসেছিলো। দস্তরখানা বিছানো হলো আর বিভিন্ন ধরণের খাদ্য ও ফলমূলের আয়োজন করা হলো।

টীকা-৮৩. যাতে আহার করার জন্য তা দিয়ে মাংস ও ফলমূল কাটতে পারে।

টীকা-৮৪. উত্তম পোষক পরায়ে তাঁকে

টীকা-৮৫. প্রথমেতো তিনি তাতে অস্বীকৃতি জানালেন। কিন্তু যখন অতি মাত্রায় তাকীদ সহকারে বারবার বলা হলো, তখন তার বিরোধিতার আশংকায় বাইরে আসতে হলো।

টীকা-৮৬. কেননা, তারা সেই বিশ্ব উজ্জ্বলকারী সৌন্দর্যের সাথে সাথে নবূয়ত ও রিসালতের আলো, বিনয় ও নম্রতার চিহ্নসমূহ এবং বাদশাহসুলভ ভয়

ও ক্ষমতা এবং সুস্বাদু খাদ্য ও সুন্দরী নারীদের দিক থেকে অনাসক্তির অবস্থাও দেখলো এবং তারা বিস্ময়াভিভূত হলো এবং তাঁর মহত্ব ও ভয়ে তাদের অন্তর ভরে উঠলো এবং তাঁর রূপ ও সৌন্দর্য এমনভাবে আকৃষ্ট করেছিলো যে, সেই নারীরাও আত্মভোলা হয়ে গিয়েছিলো।

টীকা-৮৭. লেবুর পরিবর্তে। আর তাদের হৃদয় হযরত য়ূসুফ আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের প্রতি এমন বিভোর হয়ে গিয়েছিলো যে, হাত কাটার কষ্টও মোটেই অনুভব হয়নি।

টীকা-৮৮. যে, এমন রূপ ও সৌন্দর্য মানুষের মধ্যে দেখা যায়নি এবং তৎসঙ্গে অন্তরের এ পবিত্রতা যে, মিশরের উচ্চ বংশীয় সুন্দরী পর্দানশীন মহিলাগণ, নানা ধরণের উত্তম পোষাক এবং অলংকারাদি সজ্জিত হয়ে সামনে উপস্থিত রয়েছে আর তিনি তাদের কারো প্রতিই দৃষ্টিপাত করতেন না, এমন কি মোটেই ভ্রুক্ষেপও করতেন না।

টীকা-৮৯. এখন তোমরা দেখে নিলে এবং তোমরা বুঝতে পারলে যে, আমার প্রেম কোন আশ্চর্যজনক ও সমালোচনাযোগ্য ব্যাপার নয়।

وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا اِنْ هٰذَآ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ ۝

এবং নিজেদের হাত কেটে ফেললো- (৮৭) আর বললো, 'আল্লাহরই জন্য পবিত্রতা, এটাতো মানব জাতির কেউ নয় (৮৮), এটাতো নয়, কিন্তু কোন সম্মানিত ফিরিশ্‌তা!'

قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِيْ لُمْتُنَّنِيْ فِيْهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَآ اٰمُرُهٗ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ ۝

৩২. যুলায়খা বললো, 'এই তো সে, যার সম্বন্ধে তোমরা আমার নিন্দা করছিলে (৮৯) এবং নিশ্চয় আমি তাকে প্রলোভিত করতে চেয়েছি। অতঃপর তিনি নিজেই নিজকে পবিত্র রেখেছেন (৯০); এবং নিশ্চয় যদি তিনি সেই কাজ না করেন, যা আমি তাঁকে বলছি, তবে অবশ্যই তিনি কারারুদ্ধ হবেন এবং তিনি নিশ্চয় লাঞ্ছনা ভোগ করবেন (৯১)।'

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ ۝

৩৩. য়ূসুফ আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার নিকট কারাগারই অধিক প্রিয় ঐ কর্ম অপেক্ষা, যার প্রতি তারা আমাকে আহ্বান করছে; এবং যদি তুমি আমাকে তাদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা না করো (৯২) তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বো এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।'

فَاسْتَجَابَ لَهٗ رَبُّهٗ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

৩৪. অতঃপর তার প্রতিপালক তার প্রার্থনা কবুল করলেন এবং তাকে নারীদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করলেন। নিশ্চয় তিনি সব শুনেন, জানেন (৯৩)।

ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا رَاَوُا الْاٰيٰتِ

৩৫. অতঃপর সবকিছু- নিদর্শনাবলী পরীক্ষা করার পর তাদের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত এই হলো যে,

টীকা-৯০. এবং কোন মতেই আমার প্রতি আকৃষ্ট হননি। এরপর মিশরের মহিলাগণ হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালামকে বললো, "আপনি যুলায়খাহ্‌র প্রস্তাব মেনে নিন।" যুলায়খাহ্ বললো-

টীকা-৯১. এবং চোর, হত্যাকারী ও অবাধ্য লোকদের সাথে জেলখানায় থাকবে। কারণ, তিনি আমার হৃদয় জয় করেছেন এবং আমার কথা অমান্য করেছেন আর বিচ্ছেদের তরবারি দ্বারা আমার রক্তপাত ঘটিয়েছেন। কাজেই, য়ূসুফ আলায়হিস সালামের জন্যও সুস্বাদু খাদ্য, পানীয় এবং আরামদায়ক নিদ্রার সুযোগ হবেনা; যেমন আমি বিচ্ছেদের বেদনাসমূহের মধ্যে বিপদসমূহ সহ্য করে যাচ্ছি এবং এর আঘাতসমূহে জর্জরিত হয়ে কালাতিপাত করছি, তেমনি তিনিও তো কিছু কষ্ট সহ্য করুন! আমার সাথে রেশমের শাহী খাটে শয়ন করার আরাম-আয়েশ পছন্দ না হলে জেল খানায় অসমতল চাটাইর উপর নগ্ন শরীর দেখানো পছন্দ করবেন। হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম এ কথা শুনে মজলিশ থেকে চলে গেলেন এবং মিশরের মহিলাগণ তাঁকে তিরস্কারের অজুহাতে বের হয়ে আসে এবং প্রত্যেকে তাঁর নিকট আপন আপন কামনা ও কু-উদ্দেশ্য প্রকাশ করলো। তাঁর নিকট তাদের কথাবার্তা অত্যন্ত অপছন্দ হলো। সুতরাং তিনি আল্লাহর দরবারে- (খাযিন, মাদারিক, হুসায়নী)

টীকা-৯২. এবং স্বীয় চারিত্রিক পবিত্রতার আশ্রয়ের মধ্যে স্থান না দেন

টীকা-৯৩. যখন হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সলাতু ওয়াস সালাম থেকে আশা পূর্ণ হওয়ার কোন উপায় দেখলো না, তখন মিশরের নারীগণ যুলায়খাহ্‌কে বললো, এখন এটাই শ্রেয় মনে হচ্ছে যে, আপাততঃ দু'তিন দিন হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালামকে কারারুদ্ধ করা হোক, তখন সেখানকার পরিশ্রম ও কষ্ট দেখে তিনি নি'মাত ও আরামের মর্যাদা বুঝতে পারবেন এবং তিনি তোমার প্রস্তাব মেনে নেবেন। যুলায়খাহ্ এ পরামর্শ গ্রহণ করলো এবং মিশরের আযীযকে বললো, "আমি এই হিব্রু যুবকের কারণে দুর্নামের ভাগী হয়েছি এবং আমার অন্তরে তাঁর প্রতি ঘৃণা জন্মাতে আরম্ভ করেছে। এটাই উপযুক্ত হবে যে, তাঁকে কারারুদ্ধ করা হোক যাতে লোকেরা বুঝতে পারবে যে, সেই অপরাধী এবং আমি সমালোচনা থেকে মুক্তি পাবো।" এ কথা আযীযের মনঃপূত হলো।

لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٣٥﴾

অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাকে কারাগারে আবদ্ধ করতে হবে (৯৪)।

রুকূ' - পাঁচ

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ۖ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ۖ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۖ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٦﴾

৩৬. এবং তার সাথে কারাগারে দু'জন যুবক প্রবেশ করলো (৯৫)। তাদের একজন (৯৬) বললো, 'আমি স্বপ্নে দেখলাম (৯৭)- আমি আংগুর নিংড়ায়ে রস বের করছি। আর অপরজন বললো (৯৮)- আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমার মাথার উপর কিছু রুটি বহন করছি, যেগুলো থেকে পাখী খাচ্ছে। আমাদেরকে এর ব্যাখ্যা বলে দিন! নিশ্চয় আমরা আপনাকে সৎকর্মপরায়ণ দেখছি (৯৯)।'

قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ۚ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٧﴾

৩৭. য়ূসুফ বললো, 'যে খাদ্য তোমরা পেয়ে থাকো, সে খাদ্য তোমাদের নিকট আসার পূর্বেই তোমাদেরকে এর ব্যাখ্যা বলে দেবো (১০০)। এটা ঐসব জ্ঞান থেকেই, যা আমাকে আমার প্রতিপালক শিক্ষা দিয়েছেন। নিশ্চয় আমি সেসব লোকের ধর্ম মেনে নিইনি, যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনেনা এবং তারা পরকালে অবিশ্বাসী।

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ

৩৮. এবং আমি আপন পিতামহ ইব্রাহীম, ইসহাক্ব এবং য়া'কূবের ধর্মকে গ্রহণ করেছি (১০১)। আমাদের জন্য একথা শোভা পায় না যে, কোন বস্তুকে আল্লাহর শরীক স্থির করবো,

টীকা-৯৪. সুতরাং তিনি তাই করলেন এবং তাঁকে জেলখানায় প্রেরণ করলেন।

টীকা-৯৫. তাদের মধ্যে একজন তো মিশরের মহান বাদশাহ ওয়ালীদ ইবনে নাথওয়ান আমলীক্বীর রন্ধনশালার তত্ত্বাবধায়ক ছিলো। আর অপরজন ছিলো তার সাক্বী (পানি সরবরাহকারী)। তাদের উভয়ের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ ছিলো যে, তারা বাদশাহকে বিষ প্রয়োগ করতে চেয়েছিলো। এ অপরাধে উভয়কে কারারুদ্ধ করা হয়েছিলো।

হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাম যখন কারাবন্দী হলেন, তখন তিনি তাঁর জ্ঞানকে প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন। আর বললেন, "আমি স্বপ্ন-ব্যাখ্যার জ্ঞান রাখি।"

টীকা-৯৬. যে বাদশাহর সাক্বী ছিলো,

টীকা-৯৭. আমি এক বাগানে উপস্থিত। সেখানে দেখলাম একটা আংগুর গাছে তিনটা গুচ্ছ পাশাপাশি লেগে রয়েছে। বাদশাহর সুরা পাত্র আমার হাতে রয়েছে। উক্ত আংগুর গুচ্ছগুলো থেকে

টীকা-৯৮. অর্থাৎ রন্ধনশালার তত্ত্বাবধায়ক,

টীকা-৯৯. যে, তিনি দিনে রোযা রাখতেন, সারা রাত নামায আদায় করতেন। যখন কারাগারে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়তো তখন তার দেখাশুনা করতেন। যখন কেউ কোন অসুবিধায় পড়তো তখন তার জন্য নিষ্কৃতির পথ বের করতেন।

হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাম তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেয়ার পূর্বে আপন মু'জিযাসমূহের প্রকাশ ও তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদের) প্রতি দাওয়াত দিতে আরম্ভ করেছিলেন এবং একথা প্রকাশ করে দিয়েছিলেন যে, জ্ঞানে তাঁর মর্যাদা তদপেক্ষাও বেশী, যতটুকু আছে বলে সে সব লোক তাঁর সম্পর্কে বিশ্বাস করতো। কেননা, স্বপ্ন ব্যাখ্যার জ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে মনের ধারণার প্রধান দিক। এ কারণে তিনি চাইলেন তাদের নিকট এ কথা প্রকাশ করতে যে, তিনি 'গায়ব' বা অদৃশ্যের নিশ্চিত খবরসমূহ দেয়ার ক্ষমতা রাখেন। আর সৃষ্টি তাতে অক্ষম। যাঁকে আল্লাহ 'গায়ব' (অদৃশ্যের জ্ঞানসমূহ) দান করেন তাঁর নিকট স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা কোন বড় কথা নয়। তখন তিনি মু'জিযাসমূহ এ জন্য প্রকাশ করেছিলেন যে, তিনি জানতেন যে, তাদের মধ্যে একজনকে অবিলম্বে শূলে চড়ানো হবে। তাই তিনি চেয়েছেন যে, তাকে কুফর থেকে বের করে ইসলামে প্রবেশ করাবেন এবং জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন।

মাস্আলাঃ এ থেকে জানা গেলো যে, যদি আলিম আপন জ্ঞানের স্তর এ উদ্দেশ্যে প্রকাশ করেন যে, মানুষ তা থেকে উপকার লাভ করবে, তবে তা বৈধ। (মাদারিক, খাযিন)

টীকা-১০০. তার পরিমাণ, তার রং, তা আসার সময়; এবং এও যে, তোমরা কি দেখেছো কিংবা কতটুকু খেয়েছো অথবা কখন খেয়েছো!

টীকা-১০১. হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাম আপন মু'জিযা প্রকাশ করার পর এ কথাও প্রকাশ করে দিয়েছেন যে, তিনি নবী বংশেরই সন্তান এবং তাঁর পিতৃ-পুরুষগণ নবীই; যাঁদের উচ্চ মর্যাদা পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ। এতে তাঁর উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, শ্রোতাগণ তাঁর 'দা'ওয়াত' কবূল করবে এবং তাঁর হিদায়তকে মেনে নেবে।

টীকা-১০২. 'তাওহীদ' (আল্লাহর একত্ববাদ) অবলম্বন করা এবং শির্ক থেকে বেঁচে থাকা

টীকা-১০৩. তাঁর এইবাদত পালন করে না; বরং সৃষ্টির পূজা করে।

টীকা-১০৪. যেমন, মূর্তি পূজারীরা বানিয়ে রেখেছে কেউ স্বর্ণের, কেউ রৌপ্যের, কেউ তামার, কেউ লোহার, কেউ কাঠের, কেউ পাথরের, কেউ অন্য কিছুর– কেউ ছোট, কেউ বড় আকারের। কিন্তু সবই অকেজো ও বেকার, না উপকার করতে পারে, না ক্ষতি করতে পারে– এমন মিথ্যা উপাস্য।

টীকা-১০৫. যে, না কেউ তাঁর মুকাবিলা করতে পারে, না কেউ তাঁর নির্দেশে হস্তক্ষেপ করতে পারে, না কেউ তাঁর শরীক আছে, না সমকক্ষ; (বরং) সবার উপর তাঁর নির্দেশ বলবৎ এবং সবাই তাঁর মালিকানাধীন।

টীকা-১০৬. এবং সেগুলোর নাম 'উপাস্য' রেখেছিলো; অথচ সেগুলো নির্জীব পাথর।

এটা (১০২) আল্লাহ্‌র এক অনুগ্রহ আমাদের উপর এবং মানবকুলের উপর, কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা (১০৩)।

৩৯. হে আমার কারা-সঙ্গীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন প্রতিপালক শ্রেয় (১০৪), না এক আল্লাহ্, যিনি সবার উপর পরাক্রমশালী (১০৫)?

৪০. তোমরা তিনি ব্যতীত পূজা করছো না, কিন্তু নিছক কতগুলো নামের, যে গুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদা গড়ে নিয়েছে (১০৬); আল্লাহ্ সে গুলোর কোন প্রমাণ অবতারণ করেন নি। নির্দেশ নেই, কিন্তু আল্লাহ্‌রই। তিনি বলেছেন– তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করোনা (১০৭)। এটাই সরল দ্বীন (১০৮); কিন্তু অধিকাংশ লোক জানেনা (১০৯)।

৪১. হে কারা-সংগীদ্বয়! তোমাদের মধ্যে একজন আপন প্রভু (বাদশাহ্)-কে মদ্যপান করাবে (১১০); রইলো অপরজন (১১১)। তাকে শূলে চড়ানো হবে; অতঃপর পাখী তার মস্তক খাবে (১১২)। সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে ঐ কথারই, যেটা সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসা করছো (১১৩)।'

৪২. এবং য়ূসুফ এদের উভয়ের মধ্যে যে মুক্তি পাবে বলে মনে করলো (১১৪) তাকে বললো, 'তোমার প্রভূ (বাদশাহ্)-এর নিকট আমার কথা উল্লেখ করো (১১৫)!' অতঃপর শয়তান তাকে ভুলিয়ে দিলো যে, সে তার প্রভূ (বাদশাহ্)-এর সামনে য়ূসুফের কথা উল্লেখ করবে; সুতরাং য়ূসুফ আরো কয়েক বছর কারাগারে রইলো (১১৬)।

ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٨﴾

يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٠﴾

يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ اَمَّآ اَحَدُكُمَا فَيَسْقِيْ رَبَّهٗ خَمْرًا ۚ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّاْسِهٖ ؕ قُضِيَ الْاَمْرُ الَّذِيْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ ﴿٤١﴾

وَقَالَ لِلَّذِيْ ظَنَّ اَنَّهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ ؗ فَاَنْسٰىهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ ﴿٤٢﴾ ع

টীকা-১০৭. কেননা, কেবল তিনিই ইবাদতের উপযোগী।

টীকা-১০৮. যেটার পক্ষে বহু অকাট্য প্রমাণ ও দলীল রয়েছে।

টীকা-১০৯. তাওহীদ ও আল্লাহর ইবাদতের দাওয়াত দেয়ার পর হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাম স্বপ্নের ব্যাখ্যাদানের প্রতি মনোনিবেশ করলেন এবং এরশাদ করলেন–

টীকা-১১০. অর্থাৎ বাদশাহ্‌র 'সাক্বী'। সুতরাং তাকে তার পূর্বপদে বহাল করা হবে এবং বাদশাহ্‌কে পূর্বের ন্যায় সুরা পান করাবে। আর তিনটা গুচ্ছ, যেগুলোর কথা স্বপ্নের বিবরণে বলা হয়েছে তার তাৎপর্য হলো 'তিন দিন'। এ সময়টুকু সে কারাগারে থাকবে অতঃপর বাদশাহ্ তাকে ডেকে নেবেন।

টীকা-১১১. অর্থাৎ রন্ধনশালা ও খাদ্যের তত্ত্বাবধায়ক।

টীকা-১১২. হযরত ইবনে মাস্‌ঊদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন যে, স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনে উভয়ে হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালামকে বললো, "স্বপ্নতো আমরা কিছুই দেখিনি। আমরা তো ঠাট্টা করছিলাম।" হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম বললেন–

টীকা-১১৩. যা আমি বলে দিয়েছি তা অবশ্যই সংঘটিত হবে– তোমরা স্বপ্ন দেখে থাকো কিংবা নাই দেখো, এখন এ নির্দেশ (ব্যাখ্যা) অটল থাকবেই।

টীকা-১১৪. অর্থাৎ সাক্বীকে।

টীকা-১১৫. এবং আমার অবস্থা বর্ণনা করবে যে, কারাগারে একজন মজলুম নির্দোষ কয়েদী রয়েছে এবং কারাগারে তাঁর এক দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছে।

টীকা-১১৬. অধিকাংশ তাফসীরকারক এর পক্ষে যে, এ ঘটনার পর হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাম আরও সাত বছর কারাগারে ছিলেন এবং পাঁচ বৎসর এর পূর্বে অতিবাহিত হয়েছিল। এ সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পর যখন হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাম-এর কারামুক্তি আল্লাহ্‌র দরবারে মঞ্জুর হলো, তখন মিশরের মহান বাদশাহ্ রাইয়্যান বিন ওয়ালীদ এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন। এতে তিনি খুব চিন্তিত হয়ে পড়েলেন। তিনি রাজ্যের যাদুকর, গণক এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারীদেরকে সমবেত করে তাদের নিকট স্বপ্নের বিবরণ দিলেন।

রুকূ' - ছয়

৪৩. এবং বাদশাহ বললো, 'আমি স্বপ্নে দেখলাম- সাতটা মোটা-স্থূলকায় গাভী, সেগুলোকে সাতটা শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করছে এবং সাতটা সবুজ শীষ এবং অপর সাতটা শুষ্ক (১১৭)। হে সভাষদমণ্ডলী! আমার স্বপ্নের জবাব দাও যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পারো।'

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ ۖ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪. (তারা) বললো, 'দুশ্চিন্তার স্বপ্ন এবং আমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানিনা।'

قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ ۖ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ ﴿٤٤﴾

৪৫. এবং বললো ঐ ব্যক্তি, যে এই দু'জনের মধ্য থেকে মুক্তি পেয়েছিলো (১১৮) এবং এক দীর্ঘকাল পরে তার স্মরণ হলো (১১৯), 'আমি তোমাদেরকে এর ব্যাখ্যা জানিয়ে দেবো আমাকে প্রেরণ করো (১২০)।'

وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿٤٥﴾

৪৬. 'হে য়ূসুফ! হে বড় সত্যবাদী! আমাদেরকে ব্যাখ্যা দিন- সাতটা স্থূলকায় মোটা তাজা গাভীর, যেগুলোকে সাতটা শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করছে এবং সাতটা সবুজ শীষ ও অপর সাতটা শুষ্ক (১২১)। হয়ত আমি লোকদের নিকট ফিরে যাবো, হয়ত তারা অবগত হতে পারবে (১২২)।'

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾

৪৭. (য়ূসুফ) বললো, 'তোমরা চাষাবাদ করবে একাদিক্রমে সাত বছর (১২৩)। সুতরাং যা কাটবে তাকে সেটার শীষের মধ্যেই রেখে দাও (১২৪); কিন্তু অল্প যতটুকু খাবে (১২৫)।

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾

৪৮. অতঃপর, এর পরে সাতটা বছর কঠিন আসবে (১২৬), যেগুলোতে খেয়ে ফেলবে যা তোমরা সেগুলোর জন্য পূর্বে সঞ্চয় করে রেখেছিলে (১২৭), কিন্তু অল্প, যা তোমরা বাঁচিয়ে রাখবে (১২৮)।

ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾

৪৯. অতঃপর সেগুলোর পর এক বছর আসবে, যাতে লোকদেরকে বৃষ্টি প্রদান করা হবে এবং সেটার মধ্যে তারা (প্রচুর ফলের) রস নিংড়াবে (১২৯)।'

ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿٤٩﴾

টীকা-১১৭. যে গুলো সবুজগুলোর উপর পড়ে চেপে ধরেছে এবং সেগুলো সবুজ শীষগুলোকে শুকিয়ে ফেলেছে।

টীকা-১১৮. অর্থাৎ সাক্বী

টীকা-১১৯. হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাম তাকে বলেছিলেন, "তোমারপ্রভুর নিকট আমার কথা উল্লেখ করবে।" আর সাক্বী বললো,

টীকা-১২০. কারাগারের মধ্যে একজন স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারী আলিম রয়েছেন। সুতরাং বাদশাহ্ তাকে প্রেরণ করলেন। সে কারাগারে পৌঁছে হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালামের দরবারে আরয্ করতে লাগলো-

টীকা-১২১. এ স্বপ্নটা বাদশাহ দেখেছেন। আর দেশের সমস্ত আলিম, পণ্ডিত এর ব্যাখ্যা দিতে অক্ষম। হযরত এর ব্যাখ্যা এরশাদ করুন!

টীকা-১২২. স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে এবং আপনার জ্ঞান ও প্রাধান্য এবং মর্যাদা ও সম্মান সম্পর্কে জানতে পারে আর আপনাকে এমন পরিশ্রম থেকে মুক্ত করে তাঁর নিকট ডেকে নেন। হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম ব্যাখ্যা দিলেন এবং

টীকা-১২৩. সেই সময় শষ্য প্রচুর পরিমাণে জন্মাবে। 'সাতটা স্থূলকায় গাভী' ও 'সাতটা সবুজ শীষ' দ্বারা সে দিকেই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

টীকা-১২৪. যাতে নষ্ট না হয় এবং বিপদাপদ থেকে মুক্ত থাকে।

টীকা-১২৫. সেটার উপর থেকে ভূমি বের করে নাও এবং সেটা পরিষ্কার করে নাও। অবশিষ্টগুলোকে গুদামজাত করে সংরক্ষণ করো।

টীকা-১২৬. যে গুলোর প্রতি শীর্ণকায় গাভীগুলো এবং শুষ্ক শীষগুলোর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে।

টীকা-১২৭. এবং গুদামজাত করে নিয়েছিলে।

টীকা-১২৮. বীজের জন্য, যাতে তা দ্বারা চাষাবাদ করবে।

টীকা-১২৯. আঙ্গুরের এবং তিল ও যায়তূনের তৈল বের করবে। এ বৎসর

প্রচুর মঙ্গলময় হবে। জমি ফলেফুলে ভরে যাবে। বৃক্ষ প্রচুর ফল দেবে। হযরত যূসুফ আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম-এর নিকট এ ব্যাখ্যা শুনে ফিরে গেলো এবং বাদশাহ্‌র দরবারে গিয়ে ব্যাখ্যা বর্ণনা করলো। বাদশাহ্‌র এ ব্যাখ্যাটা খুব পছন্দ হলো এবং তাঁর বিশ্বাস হলো যে, হযরত যূসুফ আলায়হিস সালাম যেমন বলেছেন অবশ্য তেমনি হবে। বাদশাহ্‌র অন্তরে এ আগ্রহ জন্মালো যে, তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যাটা নিজেই হযরত যূসুফ আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালামের পবিত্র মুখে শুনবেন।

রুকূ' - সাত

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿٥٠﴾

৫০. এবং বাদশা বললো, 'তাঁকে আমার নিকট নিয়ে এসো!' অতঃপর যখন তাঁর নিকট দূত আসলো (১৩০) তখন সে বললো, 'আপন প্রভু-বাদশার নিকট ফিরে যাও, অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করো (১৩১), কি অবস্থা ঐসব নারীর, যারা তাদের হাত কেটে ফেলেছিলো। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত আছেন (১৩২)।'

قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ ۚ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ ۚ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٥١﴾

৫১. (বাদশাহ্) বললো, 'হে নারীরা! তোমাদের কি কাজ ছিলো, যখন তোমরা যূসুফের অন্তরকে প্রলোভিত করতে চেয়েছিলে?' (তারা) বললো, 'আল্লাহর জন্য পবিত্রতা! আমরা তাঁর মধ্যে কোন দোষ দেখতে পাইনি।' আযীযের স্ত্রী (১৩৩) বললো, 'এখনই আসল কথা প্রকাশ হলো। আমিই তাঁর মনকে প্রলোভিত করতে চেয়েছিলাম এবং তিনি নিঃসন্দেহে সত্যবাদী (১৩৪)।'

ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ﴿٥٢﴾

৫২. যূসুফ বললো, 'এটা আমি এ জন্য করেছি যাতে আযীয অবগত হয়ে যায় এ মর্মে যে, আমি তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং আল্লাহ্ প্রতারকদের ষড়যন্ত্র সফল হতে দেন না।

টীকা-১৩০. এবং সে হযরত যূসুফ আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালামের দরবারে বাদশাহ্‌র পয়গাম আরয করলো তখন তিনি-

টীকা-১৩১. অর্থাৎ তাঁর নিকট দরখাস্ত করো যাতে তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং তদন্ত করেন-

টীকা-১৩২. এটা তিনি এ জন্যই বলেছিলেন যেন বাদশার সম্মুখে তাঁর পবিত্রতা এবং অপরাধহীনতা প্রকাশ পায় এবং এ কথা সম্পর্কেও তিনি অবহিত হন যে, এ দীর্ঘ কারাবন্দী বিনাদোষেই হয়েছিলো যাতে ভবিষ্যতে হিংসুকগণ তাদের হিংসা চরিতার্থ করার সুযোগ না পায়।

মাস্‌আলাঃ এ থেকে জানা গেলো যে, অপবাদ দূরীকরণের প্রচেষ্টা চালানো আবশ্যক।

তখন দূত হযরত যূসুফ আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালামের নিকট থেকে এ পয়গাম নিয়ে বাদশাহ্‌র দরবারে পৌঁছলো। বাদশাহ্ এটা শুনে নারীদের একত্রিত করলেন এবং তাদের সাথে আযীযের স্ত্রীকেও।

টীকা-১৩৩. যুলায়খাহ্

টীকা-১৩৪. বাদশাহ হযরত যূসুফ আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালাম-এর নিকট পয়গাম পাঠালেন যে, নারীগণ আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করেছে এবং আযীযের স্ত্রী তার অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে। এর জবাবে হযরত ★

★ দ্বাদশ পারা সমাপ্ত।